Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

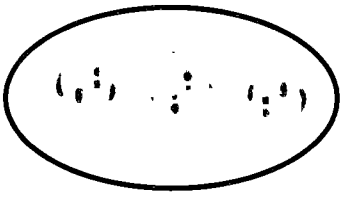

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٧ عدد:٤، ذوالقعدة و ذوالحجة ١٤٢٤هـ/يناير ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ সম্পূর্ণ কাঁচা ইটের তৈরী ইয়ামা জামে মসজিদ, তাহুয়া, নাইজার।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৭ম বর্ষঃ	৪র্থ সংখ্যা
যুলক্বা'দা-যুলহিজ্জাহ	১৪২৪ হিঃ
পৌষ-মাঘ	১৪১০ বাং
জানুয়ারী	২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআনঃ**
  - জাহান্নামের শাস্তি মওকূফের ১০টি কারণ ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে, অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব (৬ষ্ঠ কিস্তি) ১০
    - মূলঃ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
    অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৪
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - হজ্জ, ওমরা ও যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ ১৭
    -মুহাম্মাদ হারূণ আযীযি নদভী
  - এক নযরে হজ্জ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৩
  - নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য *-মাসঊদ আহমাদ* ২৫
- **মহিলা ছাহাবীঃ** ২৭
  - হযরত ফাতেমা (রাঃ) (শেষ কিস্তি)
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ৩০
  - মুসলিম দেশ সমূহের করণীয়
    -মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩২
  - ঘোড়ার মালিকের বিপদ *-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম*
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩২
  (ক) সুপার তেলাপিয়াঃ কম খরচে বেশী আয়
  (খ) শিমের পুষ্টিগুণ
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩৩
  - শিশুর দম বন্ধ হওয়া *-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী*
- **কবিতাঃ** ৩৪
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৫
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **পাঠকের মতামত** ৪৮
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

থার্টি-ফার্স্ট নাইট

৩১ শে ডিসেম্বর প্রতিটি সৌর বর্ষের শেষ দিন। এদিন দিবাগত রাতকে ইংরেজীতে 'থার্টি-ফার্স্ট নাইট' বলা হয়। এই বিদায়ী রাত্রির ১২-১ মিনিটে ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের হিসাবে পরবর্তী নববর্ষ শুরু হয়। যদিও চান্দ্র বর্ষ হিসাবে দিন গণনা শুরু হয় প্রতিদিন সূর্যাস্ত হ'তে।

বাংলাদেশে বর্তমানে নববর্ষ গড়ে তিনটি। ১লা বৈশাখ, ১লা মুহাররম ও ১ লা জানুয়ারী। ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে হিজরী ও বাংলা সনের পাশাপাশি ছিল হিন্দুদের শকাব্দ, যা এখন আর গণনা করা হয় না। যেদেশে যে সালটি হিসাব নিকাশ ও দিনক্ষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকহারে ব্যবহৃত হয়, সেদেশে সেই সালের হিসাবে সাল তামামী বা বার্ষিক হিসাব কষা হয়। দূরদর্শী ও হিসেবী লোকেরা বিগত বছরের পর্যালোচনা অন্তে আগামী বছরের পরিকল্পনা তৈরী করেন ও সেমতে অগ্রসর হন। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় জীবনে ও সাংগঠনিক জীবনে এ হিসাব অপরিহার্য। যদিও এ ধরনের পরিকল্পনা ব্যক্তি জীবনে খুব কম লোকই করে থাকেন।

বিগত কয়েক বছর যাবত ৩১ শে ডিসেম্বর দিবাগত রাতটি নতুন আঙ্গিকে জাতির সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। বলা যায় রীতিমত একটা ভয়ংকর রাত। এ রাত এখন আনন্দ-ফূর্তির নামে পুরোদস্তুর একটা জংলী রাতে পরিণত হয়েছে। সংসারের দায়িত্বহীন কিছু তরুণ-তরুণী ও আর্থিক দুশ্চিন্তাহীন কিছু ফূর্তিবাজ বিলাসী মানুষ এ রাতের প্রধান নায়কটা। বাপের পাঠানো টাকায় যারা নিশ্চিন্তে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, তাদের একাংশ এ রাতে নেচে-গেয়ে ফূর্তি করে এমন পর্যায়ে চলে যায়, যা মনুষ্যত্বের সীমানা পেরিয়ে জন্তু-জানোয়ারকেও হার মানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এ [illegible] শিকার জনৈকা বাঁধনের শ্লীলতাহানির ঘটনায় বিগত সরকারের আমলে সারা দেশে তোলপাড় হয়েছিল। বর্তমান সরকার এগুলিকে নিষিদ্ধ করছেন না, তবে যাতে আনন্দ-ফূর্তি ঠিক থাকে, কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে না যায়, সেজন্য পুলিশ প্রটেকশন দিচ্ছেন। রসগোল্লা আলগা রেখে মাছি তাড়ানোর জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা যেমন বোকামী, থার্টি-ফার্স্ট নাইটের আনন্দ-ফূর্তির অনুষ্ঠানের বৈধতা অব্যাহত রেখে তার আধিক্য বন্ধ করার জন্য পুলিশ নিয়োগ করা অনুরূপ বোকামী বৈ কিছুই নয়। অন্যবারের চেয়ে এবারের বিষয়টি অতীব দুঃখবহ। একদিকে [illegible]নের গত ২৬শে ডিসেম্বরের ভয়াবহ ভূমিকম্পে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ আহত ও আশ্রয় হারা মানুষের আহাজারিতে বিশ্ব চেতনা সেখানে থমকে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে ২৫শে ডিসেম্বরে পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বাংলাদেশের ১৫ জন কৃতি সামরিক কর্মকর্তার লাশ ৩১শে ডিসেম্বর দিবাগত সন্ধ্যা রাতে ঢাকার মাটি স্পর্শ করছে। দেশবাসী শোকে মুহ্যমান। সরকার এদিন জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন। অথচ সবকিছু মানবিক আর্তিকে দলিত-মথিত করে এ রাতেই রাজধানীসহ বড় বড় মহানগরী ও পর্যটন নগরীগুলিতে চলছে থার্টি-ফার্স্ট নাইটের নামে নানাবিধ আনন্দ-ফূর্তির অনুষ্ঠান ও রাতভর হৈ-হুল্লোড় আর ক্যাসেট ও মাইকবাজির অত্যাচার। তাই একে 'থার্টি-ফার্স্ট নাইট' না বলে 'ফষ্টি-নষ্টি নাইট' বলাই যথার্থ হবে। পাশ্চাত্যের জান্তব সভ্যতার অংশবিশেষ হ'ল এই কথিত 'থার্টি-ফার্স্ট নাইট' ও 'ভ্যালান্টাইন ডে' বা 'ভালোবাসা দিবস'। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি এগুলিকে অস্বীকার করে। মানবতা বিধ্বংসী এইসব অপসংস্কৃতি থেকে জাতিকে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব সরকারের এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের। জানিনা সরকারী দল ও মন্ত্রী মহোদয়গণ গোপনে এগুলির সমর্থক কি-না। নইলে এগুলি বন্ধ করার মত শক্তি-সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই তো তেমন চোখে পড়ে না। আমাদের বক্তব্য হ'লঃ এই ধরনের যাবতীয় নগ্ন সংস্কৃতি নিষিদ্ধ করে সরকারী নির্দেশ জারি করতে হবে এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্বল সরকার নয়, শক্ত সবল ও সাহসী সরকার চাই। দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতি পরস্পরে মাসতুতো ভাই। দু'টোকে বারিত করার জন্য সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতিতে বর্ষ বিদায় ও বর্ষ বরণের কোন বিধান নেই। প্রতি রাতেই আমরা মৃত্যুবরণ করি। প্রতি প্রত্যুষেই আমরা নতুন জীবন পেয়ে আল্লাহ্র নিকটে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। অতঃপর তাঁর তাওফীক কামনা করে দিবসের কর্তব্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করি। এজন্যেই ঘুমাতে যাবার সময় বলি- *বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া* 'হে আল্লাহ তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি' *(বুঃ মুঃ)*। প্রত্যুষে যখন ঘুম থেকে উঠি, তখন বলি, *আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া এলাইহিন নুশূর* 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যু দানের পরে জীবন দান করেছেন এবং তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান' *(বুঃ মুঃ)*। যে মুসলমান দৈনিক রাতে ও সকালে এই দো'আ পড়ে ও তার প্রভুর নিকটে জীবনের হিসাব পেশ করে, তার জন্য প্রতি রাতই বিদায়ী রাত ও প্রতিটি দিনই নূতন দিন। দিবস ও রাত্রির সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। উভয়টির জন্য পৃথক কর্মসূচী ও কর্ম পরিধি প্রদান করেছেন আল্লাহ। সূর্যকে দিবসে এবং চন্দ্র ও নক্ষত্র রাজিকে রাত্রিতে মাখলূক্বাতের খিদমতের জন্য তিনিই নিয়োজিত করেছেন। জল-স্থলে অন্তরীক্ষে সৃষ্ট সকল মাখলূক্বাতকে তিনি সেরা সৃষ্টি মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুই বান্দার প্রতি তাঁর অফুরন্ত দয়ার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁর এই সৃষ্টি কৌশলে কোন ত্রুটি কেউ খুঁজে পাবে না *(মুলক ৩)*। কারু কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা দিবস বা রাত্রির নেই। সেকারণ কোন দিন বা রাতকে, কোন সময় বা মহূর্তকে শুভ বা অশুভ বলে গণ্য করার কোন যৌক্তিকতা নেই। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। আমিই সময়' অর্থাৎ কালের স্রষ্টা *(বুঃ মুঃ)*। সুপ্রভাত, শুভরাত্রি, শুভ নববর্ষ ইত্যাদি বলে আমরা আল্লাহ্র নিকটে একাকী নিরিবিলি কেবল প্রার্থনা করতে পারি এই মর্মে যে, আমাদের জন্য আগত দিবসটি বা রাত্রিটি বা বর্ষটি যেন শুভ হয়, মঙ্গলময় হয়। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে বর্ষবরণের বা বর্ষ বিদায়ের বা কোন দিবস পালনের কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এরূপ করেছেন বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস, নবুঅত প্রাপ্তি দিবস, মি'রাজ দিবস, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত দিবস, বদর দিবস, মক্কা বিজয় দিবস, তাঁর মৃত্যু দিবস প্রভৃতি স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি তাঁর যুগে, খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে কিংবা উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলীফাদের যুগে কখনোই পালিত হয়নি। এগুলি বিধর্মীদের দেখাদেখি মুসলিম উম্মাহ্র কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে মাত্র।

অতএব থার্টি-ফার্স্ট নাইটে আনন্দ-ফূর্তি নয়, এসো বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে উপদেশ হাছিল করি ও আগামী বছরের জন্য জীবন গড়ার ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের শপথ গ্রহণ করি। শুধু থার্টি-ফার্স্ট নাইটে নয়, দূরদর্শী মানুষের প্রতি রাত্রিতেই এ হিসাব করা উচিত। আমাদের আয়ুষ্কাল খুবই সামান্য। তাই জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটকে হিসাব করে কাজে লাগাতে পারলেই ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উন্নতি আসবে, নইলে নয়। আল্লাহ আমাদের তরুণ-তরুণীদের ও সমাজ নেতাদের সুমতি দান করুন এবং আমাদের সকল গুনাহ-খাতা মাফ করে সুন্দর মানুষ হবার তাওফীক দান করুন- আমীন (স.স.)।

জাহান্নামের শাস্তি মওকূফের ১০টি কারণ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ-

'(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, হে আমার ঐসব বান্দা, যারা তাদের নফসের উপরে সীমা লংঘন করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৫৩)*।

শানে নুযূলঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক হত্যা ও যেনাকারিতায় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। পরে তারা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে যে, আপনি যেসব কথা বলেন ও যেদিকে আহ্বান করেন, তা অবশ্যই সুন্দর। এক্ষণে আমরা যেসব অপকর্ম করেছি, তার কোন কাফফারা আছে কি-না যদি বলতেন? তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়'।[১]

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা যুমার মাক্কী সূরা হ'লেও তার মধ্যে দু'টি আয়াত হ'ল মাদানী। একটি হ'ল আয়াত নং ২৩ اَللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ এবং দ্বিতীয়টি হ'ল আলোচ্য ৫৩ নং আয়াত। যা ওয়াহ্শী ও তার সাথীদের ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে নাযিল হয়।[২]

উল্লেখ্য যে, কুরায়েশ নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম বদর যুদ্ধে নিহত স্বীয় চাচা তু'আইমা বিন 'আদীর রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য রাসূলের চাচা হামযাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় ও সে মোতাবেক বর্শা নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত স্বীয় হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহ্শী বিন হারবকে নির্দেশ দেয় যে, তুমি যদি হামযাকে হত্যা করতে পার, তবে তুমি মুক্তি পাবে। সেমতে কেবল মুক্তি লাভের শর্তে ওয়াহ্শী ওহোদ যুদ্ধে গিয়ে গাছ কিংবা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে থেকে হযরত হামযাকে বর্শা নিক্ষেপে হত্যা করে ও বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরে সে ত্বায়েফে পালিয়ে যায়। অতঃপর একই বছরে ত্বায়েফ প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলের দরবারে এসে ইসলাম কবুল করে। রাসূলের ক্রোধাগ্নির ভয়ে ও তাঁর নির্দেশক্রমে তাঁর জীবদ্দশায় কখনোই ওয়াহ্শী রাসূলের সম্মুখে যাননি।

পরবর্তীতে ১২ হিজরীতে আবু বকর (রাঃ)-এর সময়ে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে একই বর্শা দিয়ে তিনি তাকে হত্যা করেন। অতঃপর ইয়ারমুকের যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হন।[৩] সাইয়েদুশ শোহাদা হযরত হামযা ও তাঁকে হত্যাকারী ওয়াহ্শী সম্পর্কে হাদীছে ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা এসেছে এভাবে যে, يضْحَكُ اللَّهُ تعالى إلى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أحدُ هما الآخرَ، يَدْخُلانِ الجَنَّةَ: يُقاتِلُ هذا فى سبيلِ اللّهِ فيُقْتَلُ، ثمَّ يتوبُ اللَّهُ على القاتلِ فيُستَشهَدُ- 'আল্লাহ পাক ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন, যারা একে অপরকে হত্যা করেছে এবং দু'জনেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে শহীদ হয়েছেন। অপরজন পরে তওবা করে মুসলমান হয়েছেন এবং শহীদ হয়েছেন'।[৪]

(৩) ত্বাবারাণীর একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, যখন ওয়াহ্শী ইসলাম গ্রহণের জন্য আসে, তখন সে প্রথমেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে যে, আমি আল্লাহ্র সাথে শিরক করেছি, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছি, যেনা করেছি। আপনি ধারণা করে থাকেন যে, যারা এসব করেছে ক্বিয়ামতের দিন তাদের দ্বিগুণ আযাব দেওয়া হবে এবং সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ কি আমার তওবা কবুল করবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকেন। তখন আল-ফুরক্বান ৬৮-৭০ আয়াতগুলি নাযিল হয় وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا اَخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَامًا- يُّضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا- إِلاَّ مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا- '(রহমানের বান্দা তারাই... 'যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহকে আহ্বান করে না, সঙ্গত কারণ ব্যতীত আল্লাহ্র হারামকৃত কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। কিন্তু যারা এসব কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে' *(৬৮)*। 'ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল অবস্থান করবে' *(৬৯)*। 'কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন

১. *বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি, তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৬৩।*
২. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/২৩২।*
৩. *বুখারী ২/৫৮৩; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৭১-৭২; আর রাহীক ২৬১-২৬২।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

করে, আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' (৭০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে আয়াতটি শুনিয়ে দিলে ওয়াহ্শী বলে, এটি বড় কঠিন শর্ত। যদি আমি এটা করতে সক্ষম না হই? অতএব আমি এ বিষয়ে আল্লাহ্র কালাম না শোনা পর্যন্ত আপনার যিম্মায় রইলাম। অতঃপর নিসা ৪৮ আয়াতটি নাযিল হয়, إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরকের গোনাহ মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে আয়াতটি শুনিয়ে দিলেন। তখন ওয়াহ্শী বলল, আল্লাহ যাদেরকে মাফ করার ইচ্ছা করবেন না, হয়তবা আমি তাদেরই একজন হ'তে পারি। অতএব এ বিষয়ে আল্লাহ্র কালাম না শোনা পর্যন্ত আপনার যিম্মায় রইলাম। তখন সূরা যুমারের আলোচ্য ৫৩ নং আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াত শোনার পর ওয়াহ্শী বলে যে, হাঁ এখন আমার আর কোন শর্ত নেই। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে'।[৫]

(৪) বুখারীর বর্ণনায় এসেছে যে, আল-ফুরক্বান ৬৮ আয়াত নাযিলের পর মক্কার মুশরিকরা বলল যে, আমরা তো ঐসব অন্যায় করি, তাহ'লে আমাদের উপায় কি? তখন যুমার ৫৩ আয়াত নাযিল হয়'।[৬]

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

অত্র আয়াতটি শিরক ও কুফরী ব্যতীত সকল স্তরের পাপীর জন্য সুসংবাদ বহন করে। শিরক ও কুফরী তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এটি হ'ল أَرْجَى آيَةٍ فِى الْقُرْآنِ 'কুরআনের সর্বাধিক আশা ব্যঞ্জক আয়াত'।[৭] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, (১) কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত আয়াত হ'ল اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ 'আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। (২) একই সাথে ভাল ও মন্দ জমাকারী আয়াত হ'ল নাহ্ল ৯০ আয়াত إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেছেন' (৩) সবচাইতে খুশীর আয়াত হল যুমার ৫৩ আয়াত قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ এবং (৪) আল্লাহ্র নিকটে নিজেকে সমর্পণ করার সবচেয়ে বড় আয়াত হ'ল তালাক্ব ২-৩ আয়াত وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا- وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন' 'এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করে থাকেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট'।[৮]

অন্যায়-অপকর্ম ও পাপরাশিতে নিমজ্জিত বান্দার জন্য তওবার বিনিময়ে ক্ষমা ও রহমতের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে দরসের আলোচ্য আয়াতে। হাদীছেও এর বহুবিধ প্রমাণ রয়েছে। যেমন ছহীহায়েনে বর্ণিত শত খুনীর প্রসিদ্ধ হাদীছটি, যা নিম্নরূপঃ

বনু ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি ৯৯টি খুন করার পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং জনৈক আবেদকে জিজ্ঞেস করে যে, তার তওবা কবুল হবে কি? জবাবে আবেদ বলেন, না। তখন ঐ ব্যক্তি উক্ত আবেদকে খুন করে ১০০ পুরিয়ে ফেলে। অতঃপর একজন আলেমকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার ও তোমার তওবার মধ্যে কে বাধার সৃষ্টি করবে? অতঃপর তিনি তাকে একটি জনপদের দিকে যেতে বললেন, যেখানকার লোকেরা আল্লাহ্র ইবাদত করে। তিনি বলেন, তুমি তাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তোমার এলাকায় আর কখনো ফিরে যাবে না। কেননা তোমার এলাকাটি অত্যন্ত খারাব'। একথা শুনে লোকটি ঐ গ্রামের দিকে ধাবিত হ'ল। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পরেই তার মৃত্যু এসে গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা এসে ঝগড়ায় লিপ্ত হ'ল কে তার জান কবয করবে। রহমতের ফেরেশতা বলল, সে তওবা করেছিল এবং খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। গযবের ফেরেশতা বলল, সে কখনোই কোন সৎকর্ম করেনি। এমতাবস্থায় মানুষের রূপ ধরে জনৈক ফেরেশতা এসে তাদেরকে দূরত্ব পরিমাপের নির্দেশ দিল। দেখা গেল যে, লোকটি ঐ ইবাদতগুযার গ্রামটির দিকে এক বিঘত বেশী এগিয়ে গেছে। তখন রহমতের ফেরেশতা তার জান কবয করে নিয়ে গেল'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে মাটি এক বিঘত এগিয়ে এসেছিল'।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে আল্লাহ বলেন, سبقت رحمتى على غضبى 'আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে জয়লাভ করে'।[১০] হযরত আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) স্বীয় মৃত্যুকালে বলেন, আমি এতদিন তোমাদের নিকটে একটি হাদীছ গোপন রেখেছিলাম, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে শুনেছিলাম। সেটি এই যে, لو لا أنكم

৫. তাফসীর কুরতুবী ১৫/২৬৮-২৬৯; ত্বাবারানী বর্ণিত উক্ত হাদীছে 'দুর্বলতা' রয়েছে, হাশিয়া তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃঃ ৪৬৪।
৬. হাশিয়া তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃঃ ৩৬৬।
৭. কুরতুবী ১৫/২৬৯।
৮. ত্বাবারানী, তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৬৪।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২০ 'তওবা' অধ্যায়।
১০. বুখারী, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম 'তওবা' অধ্যায়।

تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم 'যদি তোমরা গোনাহ না করতে, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ এমন একদলকে সৃষ্টি করতেন, যারা গোনাহ করত ও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতেন'।[১১]

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা মনে মনে বলতাম যে, মুসলমান হওয়ার কারণে বিভিন্ন বিপদাপদে জর্জরিত হয়ে যারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়, দান-ছাদক্বা বা তওবা তাদের কোন কাজে আসবে না। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন যুমার ৫৩-৫৫ আয়াত নাযিল হ'ল, قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْامِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَالْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ- وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ - وَاتَّبِعُوْا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ-

(হে রাসূল!) 'আপনি বলে দিন, হে আমার ঐসব বান্দা, যারা তাদের নফসের উপরে সীমা লংঘন করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(৫৩)*। 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও আযাব আসার পূর্বেই। অতঃপর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না' *(৫৪)*। 'তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ সর্বোত্তম বস্তুর (কুরআনের) অনুসরণ কর তোমাদের নিকটে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে' *(৫৫)*। ওমর (রাঃ) বলেন, আয়াতগুলি আমি নিজ হাতে কাগজে লিখে নিই। অতঃপর আমি তা মক্কায় হিশাম ইবনুল 'আছ-এর নিকটে পাঠিয়ে দিই। হিশাম বলেন, সেটি হাতে পাওয়ার পরে আমি বারবার জোরে জোরে পড়তে থাকি ও বলতে থাকি যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এটা বুঝবার ক্ষমতা দাও। অতঃপর আল্লাহ আমার হৃদয়ে বুঝ নিক্ষেপ করলেন এই মর্মে যে, এ আয়াতগুলি আমাদের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের মত যারা হৃদয়ে কল্পনা করতাম, তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমি উটে সওয়ার হ'লাম ও মদীনায় গিয়ে রাসূলের দরবারে উপনীত হ'লাম'।[১২]

মোট কথা সূরা যুমার ৫৩ আয়াতে বান্দাকে তার পালনকর্তার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়ার জন্য আশ্বস্ত করা হয়েছে এবং কোন অন্যায় করে ফেল্‌লে দ্রুত তওবা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তওবার সাথে সাথে সৎকর্ম সম্পাদন ও সর্বাবস্থায় কুরআনের অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র মৌখিক তওবা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তার সাথে অহি-র বিধান মতে সৎকর্ম সম্পাদন না করা হবে। এ আয়াতের পরবর্তী ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ- 'যারা আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ক্বিয়ামতের দিন আপনি তাদের চেহারা কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি'? উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঐদিন ফের্কাবন্দীর অনুসারী দাম্ভিকদের চেহারা কালো হবে এবং আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের চেহারা স্বচ্ছ হবে'।[১৩] আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত তারাই যারা তাদের সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে। শিরক ও বিদ'আতের অনুসারীরা যেমন আহলেসুন্নাত নয়, তেমনি ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা ও তরীকা বাদ দিয়ে নিজেদের রচিত মাযহাব, ফের্কা ও তরীকা সমূহের অনুসারীরাও ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী নয়। শিরক ও বিদ'আতপন্থীরা নিজেদের আত্মতুষ্টির লক্ষ্যে উক্ত নাম ব্যবহার করে মাত্র। যার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তাওহীদ পন্থী হ'তে গেলে তাকে যেমন শিরক পরিত্যাগ করতে হবে, সুন্নী হ'তে গেলে তেমনি তাকে বিদ'আত পরিহার করতে হবে এবং যেকোন মূল্যে নির্ভেজাল তাওহীদবিশ্বাস ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হতে হবে। শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করলেই তবে আল্লাহ্র রহমতের এবং জান্নাতের আশা করা যাবে।

কবীরা গোনাহগারের জন্য প্রাপ্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি মওকূফ হ'তে পারে নিম্নোক্ত ১০টি কারণেঃ

(১) তওবাঃ খালেছ মনে গোনাহ থেকে তওবা করা অর্থাৎ উক্ত গোনাহ থেকে ফিরে আসা। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর নিষ্কলুষ তওবা' *(তাহরীম ৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'তোমরা সকলে তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো হে বিশ্বাসীগণ! তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ৩১)*। উক্ত আয়াতের আলোকে ইমাম কুরতুবী বলেন, واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين 'মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে যে, তওবা করা প্রত্যেক মুমিনের উপরে ফরয'।[১৪] কেননা জান্নাতের

১১. *আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী; তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৬৫।*
১২. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৬৫।*
১৩. *তাফসীরে ইবনু কাছীর ৪/৬৬।*
১৪. *নিসা ১৭-১৮-এর ব্যাখ্যা, তাফসীরে কুরতুবী ৫/৯০।*

সুসংবাদ কেবল তাদের জন্যই যারা গোনাহ থেকে তওবা করে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا- الاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا- 'অতঃপর তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হ'ল। অচিরেই তারা ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপরে কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(মারইয়াম ৫৯-৬০)*।

প্রত্যেক মুমিনকে সর্বদা গোনাহ থেকে তওবা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফ থাকা সত্ত্বেও তিনি দৈনিক ৭০ বারের অধিক তওবা করতেন *(বুখারী)*। ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় ১০০ বারের কথা এসেছে।[১৫] আরবী ভাষায় ৭০-এর অধিক অর্থ 'অসংখ্য'। অতএব দৈনিক অসংখ্য বার তওবা করা কর্তব্য। তওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে, যদি গোনাহটি 'হক্কুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার হক-এর সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমন ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি আদায় না করা কিংবা শয়তানী কুমন্ত্রণায় বা অসৎ সংসর্গে কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলা ইত্যাদি। শর্ত তিনটি হ'লঃ

(১) উক্ত গোনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা (২) কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া (৩) পুনরায় উক্ত গোনাহ না করার বিষয়ে আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। যদি উক্ত তিনটির কোন একটি বিলুপ্ত হয়, তাহ'লে তওবা কবুল হবে না।

এক্ষণে যদি উক্ত গোনাহটি 'হক্কুল এবাদ' অর্থাৎ বান্দার হক-এর সাথে সম্পর্কিত হয়, যেমন অন্যের সম্পদ জবর দখল করা বা চুরি করা বা আত্মসাৎ করা, শরীক ফাঁকি দেওয়া, গীবত করা, তোহমত দেওয়া ইত্যাদি, তাহ'লে উপরোক্ত তিনটি শর্তের সাথে ৪র্থ আরেকটি শর্ত যোগ হবে। সেটি হ'ল এই যে, বান্দার নিকট থেকেই সেটা মাফ করিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ তওবাকারী ব্যক্তিকে উক্ত বান্দার হক বুঝে দিয়ে তার নিকট থেকে দায়মুক্ত হ'তে হবে। যদি আর্থিক বা সম্পত্তিগত হক থাকে, কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তাকে তা পরিশোধ করে দিতে হবে। যদি কোন তোহমত-অপবাদ, অন্যায় দোষারোপ বা এরূপ কিছু থাকে, তাহ'লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার শাস্তি দানের এখতিয়ার দিতে হবে অথবা তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদি গীবত বা পরনিন্দা করে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে যেভাবে যাদের নিকটে গীবত করা হয়েছে, সেভাবে তাদের নিকটে ভুল স্বীকার করে তার ন্যায্য প্রশংসা করতে হবে এবং উক্ত পাপের জন্য আল্লাহ্র নিকটে মনেপ্রাণে ক্ষমা চাইতে হবে। মূলতঃ اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ 'অনুশোচনাই হ'ল তওবা'।[১৬] তওবা নির্দিষ্ট একটি পাপ থেকে হ'তে পারে কিংবা সকল প্রকার গোনাহ থেকেও হ'তে পারে।[১৭] তওবার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতে হয়ঃ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'; অর্থঃ 'আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র নিকটে, যিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই; যিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'।[১৮] إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ 'আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত হয়'।[১৯] বলা বাহুল্য যে, জীবনের সকল প্রকার গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই মাত্র পথ আছে। আর সেটা হ'ল 'তওবা', অন্য কিছু নয়।

(২) ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ তওবা ও ইস্তিগফার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু পৃথকভাবে ব্যবহৃত হ'লে 'তওবা' অর্থ হবে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোন গোনাহের কাজ থেকে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা এবং 'ইস্তিগফার' অর্থ হবে পূর্বে কৃত কোন পাপ হ'তে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ- 'আল্লাহ তাদের উপরে আযাব দেবেন না, যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে' *(আনফাল ৩৩)*। তিনি বলেন, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا.. 'তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে ফিরে যাও অর্থাৎ তওবা কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী করবেন' *(হূদ ৩)*।

(৩) সৎকর্ম সমূহঃ আল্লাহ বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ- 'যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম করবে, সে তার ১০ গুণ পাবে এবং যে ব্যক্তি একট মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তি পাবে। বস্তুতঃ তাদের উপরে কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(আন'আম ১৬০)*। ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যার এককগুলি তার দশকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়।

---

১৫. *নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩-১৪; ঐ, মিশকাত হা/২৩২৩, ২৩২৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।*

১৬. *ইবনু মাজাহ, আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৬৮০২।*

১৭. *রিয়াযুছ ছালেহীন পৃঃ ৪১-৪২ ও অন্যান্য; তাফসীরে কুরতুবী ৫/৯০।*

১৮. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৪৩ 'ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ।*

১৯. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/২৩৪৩, রিয়ায হা/১৮; নিসা ১৮।*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، 'নিশ্চয়ই নেক আমল সমূহ গোনাহ সমূহকে বিদূরিত করে' *(হূদ ১১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا। 'পাপ কর্মের পিছে পিছে সৎকর্ম কর, যা তাকে মুছে দিবে'।[২০]

(৪) দুনিয়াবী বিপদাপদ সমূহঃ আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- 'অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসলাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ হ'ল ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য'। 'যখন তাদের উপরে বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা বলে, আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর নিকটে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حُزْنٍ وَّلاَ أَذًى وَّلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 'কোন মুসলিমের পৌঁছেনা কোন বিপদ, কোন রোগ, কোন ভাবনা, কোন দুশ্চিন্তা, কোন কষ্ট, কোন দুঃখ, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটাও বিদ্ধ হয় না, যা দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করেন না'।[২১] তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, فَمَازَالَ كَذَالِكَ حَتَّى يَمْشِىَ عَلَى الْأَرْضِ مَالَهُ ذَنْبٌ- 'এইভাবে তার উপরে বিপদাপদ হ'তেই থাকে, শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহ থাকে না'।[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ 'শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকে না'।[২৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ- 'নিশ্চয়ই বড় প্রতিফল বড় বিপদের বিনিময়ে হয়ে থাকে। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে বিপদাপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[২৪]

(৫) কবরের আযাবঃ আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ 'তাদের সম্মুখে পর্দা রয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ১০০)*। মানুষের জন্য বাসস্থান হ'ল তিনটিঃ دار القرار ও دار البرزخ، دار الدنيا অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন, বরযখী জীবন তথা কবরের জীবন এবং আখেরাতের জীবন। প্রথম দু'টি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। কিন্তু শেষেরটি সীমাহীন অনন্তকালের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগের প্রান্তসীমায় এবং আখেরাতের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হয়, তখন সাদা রেশমের সুগন্ধিময় জান্নাতী কাফন হাতে নিয়ে সূর্যমণ্ডিত হাস্যোজ্জ্বল ফেরেশতা সেখানে আগমন করেন। এমতাবস্থায় 'মালাকুল মাউত' তার মাথার নিকটে বসে বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِىْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ- 'হে পবিত্রাত্মা! বেরিয়ে এসো তোমার প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে'। এরপর দেহ থেকে রূহ বেরিয়ে আসে এমন সহজ ভাবে, যেমন আলকাতরা কলসীর মুখ থেকে সহজে বেরিয়ে আসে'..।[২৫] ফলে তার কবর জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হয়।

(৬) মুমিনদের দো'আঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে যে দো'আ করে, তার দ্বারা গোনাহ মাফ হয়। ফলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়, যদি সেভাবেই তার তাক্বদীর নির্ধারিত থাকে। সেকারণ পবিত্র কুরআনে বর্তমান ও বিগত সকল মুমিন নর-নারীর জন্য নিম্নরূপে ক্ষমাপ্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ- 'হে আমাদের প্রভু! আপনি ক্ষমা করুন আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে। আপনি আমাদের অন্তরে ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি স্নেহশীল ও দয়াবান' *(হাশর ১০)*। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ

---

২০. *আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৫০৮৩ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বিনয়, লজ্জাশীলতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।*

২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭ 'জানাযেয' অধ্যায় 'রোগী দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪৫১।*

২২. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪৭৬।*

২৩. *তিরমিযী, মালেক, মিশকাত হা/১৫৬৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪৮১।*

২৪. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান ইনশাআল্লাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪৮০।*

২৫. *অন্য বর্ণনায় এসেছে, اخرجى راضيةً مرضيًا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان (ছহীহ ইবনু হিব্বান, নাসাঈ, হাকেম, শরহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ পৃঃ ৩৯৬; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/ ১৭৯।*

Contents

يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولاقطيعةُ رحمٍ إلا أعطاهُ اللّهُ بها إحدى ثلاث: إمّا أن يُعجِّلَ له دعوتَهُ، وإما أن يدَّخرها له فى الآخرة، وإما أن يُصرفَ عنهُ من السُّوءِ مثلها، قالا: إذنْ نُكثرُ قال: اَللّهُ أكثرُ، 'মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ পাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ একটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী'।[২৬]

(৭) মৃত মুমিন ব্যক্তির জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে যে চারটি বস্তু হাদিয়া পাঠানো হয়, অর্থাৎ দো'আ, ছাদাক্বা, ছওম ও হজ্জ; এগুলির ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকেন মর্মে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। কিন্তু এগুলির উপরে ক্বিয়াস করে ছালাত, যিকর, বিনা পারিতোষিকে কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির ছওয়াবও তারা পাবেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করে থাকেন,[২৭] যার কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। কেননা ইবাদত হ'ল তাওক্বীফী, যা শরী'আত প্রণেতা কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে নতুন ভাবে কিছু সংযোজন বা বিয়োজনের অবকাশ নেই। তাছাড়া বিগত ও বর্তমান কালের সকল বিদ্বান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, পারিতোষিক দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে কুরআন পড়িয়ে নেওয়া সবৈব হারাম। দুর্ভাগ্য, কারো মৃত্যুকে উপলক্ষ করে কিছু পেটপুজারী লোকের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে কুরআনখানি, কুলখানি, চেহলাম, খানার অনুষ্ঠান, দো'আ মাহফিল, ওয়ায মাহফিল ইত্যাদির আনুষ্ঠানিকতা এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যেসবের কোন অস্তিত্ব স্বর্ণ যুগে ছিল না। এগুলি পতন যুগের আবিষ্কৃত বিদ'আত মাত্র।[২৮] যেখানে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে খাওয়ানোর কথা হাদীছে নির্দেশ আকারে এসেছে,[২৯] সেখানে কুলখানি, চেহলাম, দো'আ মাহফিল ইত্যাদির নামে মৃতের বাড়ীতে বা অন্যত্র অনুষ্ঠানাদি করা রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বৈ-কি! রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করে ক্বিয়ামতের মাঠে কোন্ নবীর শাফা'আত আমরা কামনা করছি?

২৬. আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; হাদীছ ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯।
২৭. আক্বীদা ত্বাহাবিয়াহ শরহ ইবনু আবিল 'ইয হানাফী, পৃঃ ৪৫৭ (কুয়েত ছাপাঃ ১৪১৬/১৯৯৬।
২৮. মুযাক্কারাহ ফিল আক্বীদাহ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫১।
২৯. তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭৩৯ 'জানায়েয' অধ্যায় 'মৃতের উপরে রোদন' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১৬৪৭।

(৮) ক্বিয়ামত দিবসের বিভীষিকা ও ভয়ংকর কষ্ট সমূহঃ

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ- 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। যেদিন প্রত্যেক মা তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে ও প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটে যাবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতালের মত। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র শাস্তি বড়ই ভয়ংকর' *(হজ্জ ১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يُحْشَرُالنَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، 'ক্বিয়ামতের দিন লোকদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে'।[৩০] 'কাফিরদের উপুড় মুখে হাটিয়ে একত্রিত করা হবে'।[৩১] 'সূর্য মানুষের মাথার উপরে এক মাইলের মধ্যে এসে যাবে। যার তীব্র গরমে মানুষ স্ব স্ব আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে। কারু ঘাম টাখ্নু পর্যন্ত, কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত এবং কারু ঘাম তার মুখের ভিতরে লাগামের ন্যায় প্রবেশ করবে'।[৩২] ক্বিয়ামত দিবসের উক্ত কঠিন কষ্টের ফলে জাহান্নামীদের অনেক শাস্তি মওকূফ করা হবে।

(৯) পুলছিরাতের কষ্টঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يُخْلَصُ المؤمنونَ من النار، فَيُحْبسونَ على قنطرة بينَ الجنة والنار، فَيُقْتَصُّ لبعضهم من بعضٍ مَظَالِمُ كانت بينهم فى الدنيا، حتى إذا هُذِّبُوْا ونُقُّوا أُذِنَ لهم فى دخول الجنة (গোনাহগার) মুমিনদেরকে জাহান্নাম হ'তে বের করে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপরে আটক করা হবে। অতঃপর দুনিয়াতে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যেসব যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা সকল দায় পরিশোধ করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে'।[৩৩]

(১০) সুফারিশকারীগণের সুফারিশঃ

ক্বিয়ামতের দিন কাফির-মুশরিকদের জন্য কোন সুফারিশ হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

৩০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৬।
৩১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩৭।
৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪০।
৩৩. বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৮৯ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

الشَّافِعِيْنَ- 'সুফারিশকারীদের সুফারিশ তাদের কোন ফায়েদা দিবে না' *(মুদ্দাছছির ৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, شَفَاعَتِى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى 'আমার শাফা'আত হবে আমার উম্মতের কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিদের জন্য'।[৩৪] অতঃপর রাসূলের সুফারিশে তাদেরকে ক্রমে ক্রমে বের করে আনা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এজন্য চার বার আল্লাহ্র দরবারে গিয়ে তাঁর অনুমতিক্রমে সুফারিশ করবেন।[৩৫]

আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কোনরূপ সুফারিশ করতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে সেদিন আট ধরনের সুফারিশ করবেন, যা নিম্নরূপঃ[৩৬]

(১) 'শাফা'আতে উযমা' (الشفاعة العظمى) বা শ্রেষ্ঠ শাফা'আত, যা সকল নবীর পূর্বে কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষভাবে অনুমতি দেওয়া হবে। যার পর থেকে নবীদের জন্য ও অন্যদের জন্য শাফা'আতের সিলসিলা জারি হয়ে যাবে।

(২) ঐসব মুমিনের জন্য, যাদের সৎ ও অসৎ কর্ম সমান হবে। রাসূলের সুফারিশক্রমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(৩) ঐসব মুমিন, যাদের জাহান্নামে যাবার নির্দেশ হয়েছিল। কিন্তু রাসূলের সুফারিশক্রমে সেখানে প্রবেশ করানো হবে না।

(৪) জান্নাতীদের মর্যাদার স্তর তাদের স্ব স্ব আমল অনুযায়ী উন্নীত করণের সুফারিশ।

(৫) বিনা হিসাবে জান্নাত প্রাপ্তদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুফারিশ। ছাহাবী উক্কাশা বিন মিহছান সহ ৭০,০০০ ঐ সকল মুমিন, যারা কখনো কোন ঝাড়-ফুঁক নেয়নি, কোন শুভাশুভ গণনা করেনি এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছে'।[৩৭]

(৬) জাহান্নাম প্রাপ্তদের আযাব হালকা করণের সুফারিশ। যেমন- চাচা আবু ত্বালিব সম্পর্কে করা হবে।[৩৮]

(৭) সকল মুমিন বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দানের সুফারিশ।

(৮) জাহান্নামে প্রবেশকারী সকল কবীরা গোনাহগার মুমিনকে সেখান থেকে বের করে এনে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দানের সুফারিশ। খারেজী ও মু'তাযিলাগণ এই শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কারণ তাদের ধারণা মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৩৪. তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৫৯৮-৯৯ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।
৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৩৩৬।
৩৬. আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ পৃঃ ২২৯-২৩৩।
৩৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৫ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।
৩৮. মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৯০, হা/৩৫৮; বুখারী, মিশকাত 'জাহান্নামের বিবরণ' অনুচ্ছেদ হা/৫৬৬৮।

কবীরা গোনাহগারদের মুক্তির জন্য সুফারিশে শরীক হবেন ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও মুমিন বান্দাগণ। মুমিন বান্দাগণ সেদিন তাদের জাহান্নামী সাথীদের দেখে চিৎকার দিয়ে বলবেন,

رَبَّنَا ! كانوا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا ويُصَلُّونَ ويَحُجُّونَ،

'হে আমাদের প্রভু! ওরা আমাদের সঙ্গে ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত, হজ্জ করত। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা যাদেরকে চেন, তাদেরকে বের করে নাও। পরিচিতির সুবিধার্থে এ সময় তাদের চেহারা স্বাভাবিক করে দেওয়া হবে। অতঃপর বহু গোনাহগারকে তারা বের করে নেবে। এভাবে যাদের হৃদয়ে এক দীনার বা অর্ধ দীনার পরিমাণ অবশেষে সরিষা দানা পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে, এমন সব মুমিনকে আল্লাহ্র হুকুমে তারা বের করে আনবে।[৩৯]

সবশেষে কোন সুফারিশ ছাড়াই আল্লাহ পাক মুমিনের সর্বশেষ দলটিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। যারা খালেছ অন্তরে বলেছে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ* ('আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই')।[৪০] এ সময় আল্লাহ বলবেন,

شَفَعَتِ الملائكةُ، وشفعَ النبيُّونَ، وشفعَ المؤمنونَ، ولم يبقَ إلا أرحمُ الراحمينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً من النارِ فَيُخْرِجُ منها قومًا لم يَعْمَلوا خيرًا قطُّ قد عادوا حُمَمًا فيُلقيهم فى نهرٍ فى أفواهِ الجنةِ يُقال له نهرُ الحياةِ، فيَخْرُجُوْنَ كما تَخْرُجُ الحَبَّةُ فى حَمِيْلِ السَّيْلِ، فَيَخْرُجُوْنَ كاللؤلؤِ، فى رِقَابِهِمُ الخواتمُ، فيقول أهلُ الجنةِ: هؤُلاءِ عُتَقاءُ الرحمنِ-

'ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও মুমিনগণ সকলেই সুফারিশ করেছে। এখন 'আরহামুর রাহেমীন' আমি ব্যতীত আর কেউ বাকী নেই। এই বলে তিনি জাহান্নাম হ'তে মুষ্টিভর এক দল লোককে বের করে আনবেন। যারা কখনোই কোন সৎ কাজ করেনি। যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখের 'নহরে হায়াত' বা সঞ্জীবনী নদীতে ফেলে দিয়ে গোসল করানো হবে। যাতে তারা স্রোতের কিনারে অংকুরিত বীজের ন্যায় ঝকঝকে মুক্তার মত হয়ে বেরিয়ে আসবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের দেখে বলবেন- এরা হ'ল عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ *(উতাক্বা-উর রহমান)* 'দয়ালু আল্লাহ কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দল'।[৪১] আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের দলভুক্ত করুন। -আমীন!

৩৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৩৪১।
৪০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪।
৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৩৪১।

প্রবন্ধ

ঐ সকল হারাম যেগুলিকে জনগণ হালকা মনে করে অথচ তা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

*মূলঃ মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ**
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জুয়াঃ

মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ- فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

'নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্র শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক। তাতে তোমরা সফলকাম হবে' *(মায়েদা ৯০)*।

জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলায় ভীষণ অভ্যস্ত ছিল। জুয়ার যে পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তা হ'ল, তারা দশ জনে সমান অংক দিয়ে একটা উট ক্রয় করত, সেই উটের গোশত ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য জুয়ার তীর ব্যবহার করা হ'ত। এটা এক প্রকার লটারী। ১০টি তীরের ৭টিতে কম-বেশী করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকত এবং তিনটিতে কোন অংশই লেখা থাকত না। ফলে তিনজন কোন অংশ পেত না এবং অন্য সাত জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশী অংশ পেত। এভাবে তারা দশ জনের টাকায় কেনা উট সাত জনে ভাগ করে নিত।

বর্তমানে জুয়ার নানা পদ্ধতি বের হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ।-

লটারীঃ লটারী খুবই প্রসিদ্ধ জুয়া। লটারী নানা রকম আছে। তন্মধ্যে ব্যাপকতর হচ্ছে, নির্দিষ্ট অংকের টাকা কিংবা দ্রব্য পুরস্কারের নামে প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কুপন ক্রয়-বিক্রয়। নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রিত কুপনগুলির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে নম্বরের কুপনটি ওঠে সে প্রথম পুরস্কার পায়। এভাবে ক্রমানুযায়ী উদ্দিষ্ট সংখ্যক পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারের অংকগুলিতে প্রায়শঃ তারতম্য থাকে। এই লটারী হারাম, যদিও আয়োজকরা একে 'কল্যাণ' মনে করে।

বীমাঃ বর্তমানে বাজারে নানারকম বীমা বা ইনস্যুরেন্স চালু আছে। যেমন জীবন বীমা, যানবাহন বীমা, পণ্য বীমা, অগ্নি বীমা ইত্যাদি। এমনকি অনেক গায়ক তাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বীমা করে থাকে। নানান ঝুঁকি হ'তে নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবসা এখন জমজমাটভাবে চলছে।

পণ্যের মধ্যে অজ্ঞাত সংকেতঃ কোন কোন পণ্যের মধ্যে অজ্ঞাত নম্বর কিংবা সংকেত দেওয়া থাকে। ক্রেতারা ঐসব পণ্য খরিদের পর সেই বস্তু কিংবা নম্বরটা পেলে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কয়েকজনকে পুরস্কৃত করার জন্য ঐ সব বস্তু বা নম্বরের লটারী করে থাকে। অনেক সময় কোন কোন উৎপাদক কোম্পানী তাদের উৎপাদিত পণ্যের বহুল বিক্রয়ের জন্য হাযার হাযার পণ্যের কোন একটিতে পুরস্কারের সংকেত রেখে দেয়। সেই সংকেতটি পাওয়ার আশায় বহু মানুষ তা কেনায় মেতে ওঠে। পরে দেখা যায় দু'একজনের বেশী কেউ পায় না। এরূপ বিক্রয়ে ক্রেতারা প্রতারিত হয় এবং সেই সাথে প্রতিযোগী কোম্পানী সমূহের ব্যবসায়ে ক্ষতি করা হয়।

উল্লিখিত জুয়া ছাড়াও যত প্রকার জুয়া আছে সবই কুরআন বর্ণিত 'মাইসির'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে জুয়ার জন্য বিশেষভাবে অনেক আসর বসে, যা কোথাও 'হাউজি' কোথাও 'সবুজ টেবিল' নামে পরিচিত। ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় যে বাজী ধরা হয় তাও জুয়ার অন্তর্গত। আবার খেলাধূলার এমন অনেক পাড়া ও কেন্দ্র আছে যেখানে জুয়ার চিন্তাধারায় গড়ে উঠা নানারকম খেলার প্রচলন রয়েছে। যেমন- ফ্লাস, পাশা ইত্যাদি।

তবে মানুষ যেসব প্রতিযোগিতা করে থাকে তা তিন প্রকার। যথাঃ

একঃ শারঈ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রসূত প্রতিযোগিতা। যেমন উট ও ঘোড়াদৌড়ের প্রতিযোগিতা, তীরন্দাজী ও নিশানার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। শারঈ বিদ্যা যেমন কুরআন হেফয প্রতিযোগিতাও আলিমদের প্রাধান্য দেওয়া মতানুসারে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এ জাতীয় প্রতিযোগিতা পুরস্কার সহ কিংবা পুরস্কার ছাড়া যেভাবেই হৌক মুবাহ বা বৈধ হবে।

দুইঃ মূলে মুবাহ এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন ফুটবল প্রতিযোগিতা, দৌড় প্রতিযোগিতা। তবে এগুলি হারাম শূন্য হ'তে হবে। যেমন এসব খেলা করতে কিংবা দেখতে গিয়ে ছালাত বিনষ্ট করা কিংবা সতর খোলা হারাম। পুরস্কার ছাড়া এসব প্রতিযোগিতা জায়েয।

তিনঃ মূলে হারাম কিংবা মাধ্যম হারাম এমন সব প্রতিযোগিতা। যেমন বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নষ্ট প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা। মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় মুখমণ্ডলে আঘাত করা হয়, অথচ মুখমণ্ডলে আঘাত করা হারাম। সুতরাং মুষ্টিযুদ্ধ হারামের মাধ্যম একটি প্রতিযোগিতা। অনুরূপভাবে মেষের লড়াই, মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদিও এ শ্রেণীভুক্ত। এ জাতীয় যেকোন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া হারাম। প্রতিযোগী, আয়োজক, দর্শক সবাই হারামের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় আয়-ব্যয় হারাম।

* *প্রখ্যাত আলেম, সঊদী আরব।*
** *সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

চৌর্যবৃত্তিঃ

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ- وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'পুরুষ ও নারী চোর চুরি করলে তোমরা তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শদণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ৩৮)*।

চুরির মধ্যে মহাচুরি হ'ল, হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফে আগমণকারীদের দ্রব্যাদি চুরি করা। পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানে চুরি করা আল্লাহ্র বিধানের প্রতি চরম বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন। এতে আল্লাহ্র বিধানকে থোড়াই কেয়ার করা হয়। এজন্য মহানবী (ছাঃ) 'ছালাতুল কুসূফ' এর ঘটনায় বলেছিলেন,

لَقَدْ جِيْئَ بِالنَّارِ وَذَالِكُمْ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِى تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيْبَنِى مِنْ لَفْحِهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يُجَرُّ قُصْبُهُ فِى النَّارِ- كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِى وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ-

'(আমার সামনে) দোযখকে হাযির করা হয়। এটা সেই সময়ে হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখছিলে, আমি উহার লেলিহান শিখায় আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে পিছিয়ে আসছিলাম। এমনি সময় আমি উহার মধ্যে একজন বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লাঠি ওয়ালাকে দেখতে পেলাম, আগুনের মধ্যে তার পেট ধরে টানা হচ্ছে। সে হাজীদের বাঁকা মাথাবিশিষ্ট লাঠি চুরি করত। ধরা পড়লে বলত, আমার লাঠির সাথে মিশে গিয়েছিল বলে এমন হয়েছে। আর না ধরা পড়লে তা নিয়ে কেটে পড়ত'।[১]

সরকারী সম্পদ চুরি করাও বড় আকারের চুরির অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক এ জাতীয় চুরিতে অভ্যস্ত। তারা বলে থাকে অন্যরা চুরি করে তাই আমরাও করি। অথচ তারা জানেনা, এতে সকল মুসলমান বা জনগণের সম্পদ চুরি করা হচ্ছে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের কাজ কোন দলীল হ'তে পারে না; তাদের অনুকরণও করা যাবে না।

কেউ কেউ কাফিরদের সম্পদ এ যুক্তিতে চুরি করে যে, লোকটা কাফির, তার সম্পদ মুসলমানের জন্য মুবাহ। অথচ তাদের ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা যে সকল কাফির মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কেবল তাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য বৈধ। কাফিরদের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

১. *মুসলিম হা/৯০৪।*

অন্য লোকের পকেট থেকে কিছু তুলে নেওয়াও চুরি। অনেকেই কারো সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীতে যায় এবং চুরি করে আসে। অনেকে মেহমানদের ব্যাগ হাতড়িয়ে টাকা পয়সা নেয়। আবার অনেক চোর ব্যবসায়ী মহল্লায় প্রবেশ করে পকেট কিংবা থলিতে দু'একটা দ্রব্য তুলে নেয়। অনেক মহিলা আছে, যারা তাদের পরিধেয়ের মধ্যে অনেক কিছুই লুকিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কেউ সামান্য কিংবা সস্তা কোন কিছু চুরি করাকে অপরাধ মনে করেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ-

'সে চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয় এবং যে এক গাছি রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা যায়'।[২]

যে যাই চুরি করুক না কেন আল্লাহ্র নিকটে তওবা করার সাথে সাথে তাকে ঐ চুরির দ্রব্য মালিকের নিকটে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। চাই প্রকাশ্যে হৌক কিংবা গোপনে হৌক, সরাসরি হৌক কিংবা কারো মাধ্যমে হৌক। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও যদি মালিক কিংবা তার ওয়ারিছদের খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে চুরির মাল মালিকের নামে দান করে দিতে হবে।

জমি আত্মসাৎ করাঃ

যখন মানুষের মন থেকে আল্লাহভীতি উঠে যায় তখন তার শক্তি, বুদ্ধি সবই তার জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। সে এগুলিকে নির্বিচারে যুলুম-নিপীড়নে ব্যবহার করে। যেমন শক্তির বলে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করে। ভূমি জবরদখল এরই একটি অংশ। এর পরিণাম খুবই মারাত্মক। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ-

'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির কিয়দংশ জবরদখল করবে, ক্বিয়ামত দিবসে এ জন্য তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হবে'।[৩]

ইয়ালা ইবনু মুররাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَّحْفِرَهُ حَتَّى آخِرِ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

২. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ১২/৮১ পৃঃ।*
৩. *বুখারী, ফাৎহুল বারী ৫/১০৩ পৃঃ।*

'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচারকার্য শেষ হয়'।[৪]

জমির সমীানা বা আইল পরিবর্তন করা সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন'।[৫]

ঘুষঃ

কারো হক নষ্ট করা কিংবা কোন অন্যায়কে কার্যকর করার জন্য বিচারক কিংবা শাসককে ঘুষ দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। কেননা ঘুষের ফলে বিচারক প্রভাবিত হয়, হকদারের প্রতি যুলুম ও অবিচার করা হয়, বিচার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ধস নেমে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং জেনে-বুঝে মানুষের সম্পদ হ'তে ভক্ষণের জন্য বিচারকদের দরবারে উহার আরযী পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ-

'বিচার ফায়ছালায় ঘুষ দাতা ও ঘুষগ্রহীত উভয়ের উপরে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন'।[৬]

তবে যদি ঘুষ প্রদান ব্যতীত নিজের পাওনা বা অধিকার আদায় সম্ভব না হয় কিংবা ঘুষ না দিলে যুলুম-অত্যাচারের শিকার হ'তে হয় তবে ঐ অধিকার আদায় ও যুলুম নিরোধ কল্পে ঘুষ দিলে তা উক্ত শাস্তির আওতায় পড়বে না।

বর্তমানে ঘুষের বিস্তার রীতিমত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি অনেক চাকুরের জন্য তা রীতিমত আয়ের এক বড় উৎস। অনেক অফিস ও কোম্পানী নানা নামে-উপনামের ছদ্মাবরণে ঘুষকে আয়ের বাহানা বানিয়ে নিয়েছে। অনেক কাজই এখন ঘুষ ছাড়া শুরু ও শেষ হয় না। এতে গরীব ও অসহায়রা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ঘুষের কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়। ঘুষ না দিলে উত্তম সার্ভিসের আশা করা বাতুলতা মাত্র। যে ঘুষ দিতে পারে না তার জন্য নিকৃষ্ট মানের সার্ভিস অপেক্ষা করে। হয়ত তাকে বারবার ঘুরানো হয়, নয়ত তার দরখাস্ত বা ফাইল একেবারে গায়েব করে দেওয়া হয়। আর যে ঘুষ দিতে পারে সে পরে এসেও ঘুষ দিতে অক্ষম ব্যক্তির নাকের ডগার উপর দিয়ে বহু আগেই কাজ সমাধা করে চলে যায়। অথচ ঘুষের কারণে যে অর্থ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পাওয়ার কথা ছিল তা তাদের হাতে না পৌঁছে বরং ঘুষখোর কর্মকর্তা-কর্মচারীর পকেটস্থ হয়।

এসব নানাবিধ কারণে নবী করীম (ছাঃ) ঘুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবার বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন,

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ-

'ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ্র লা'নত'।[৭]

সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণঃ

মানুষের মান-মর্যাদা ও পদাধিকার বান্দার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ রাজির অন্যতম। এই অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। মুসলমানদের উপকারে তাদের পদ ও মর্যাদাকে কাজে লাগানো উক্ত শুকরিয়ারই অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ভাইকে উপকার করতে সক্ষম, সে যেন তা করে'।[৮]

যে ব্যক্তি তার পদের মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইকে যুলুম থেকে রক্ষা করে কিংবা তার কোন কল্যাণ সাধন করে এবং তা করতে গিয়ে কোন হারাম উপায় অবলম্বন করে না বা কারো অধিকার ক্ষুণ্ন করে না, সে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ হ'লে আল্লাহ্র নিকট সে পারিতোষিক পাওয়ার যোগ্য। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

إِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا-

'তোমরা সুপারিশ কর, বিনিময়ে তোমরা ছওয়াব পাবে'।[৯]

---

৪. *তাবারাণী, কবীর ২২/২৭০ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/২৭১৯।*
৫. *মুসলিম শরহে নববীসহ ১৩/১৪১ পৃঃ।*
৬. *আহমাদ ২/৩৮৭ পৃঃ; ছহীহুল জামে' হা/৫০৬৯।*
৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; ছহীহুল জামে' হা/৫১১৪।*
৮. *মুসলিম ৪/১৭২৬ পৃঃ।*
৯. *আবুদাঊদ ৫১৩২; বুখারী, মুসলিম, ফাৎহুল বারী ১০/৪৫০ পৃঃ।*

এই সুপারিশ ও মধ্যস্থতার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) فَقَبِلَهَا (مِنْهُ) فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ أَبْوَابِ الرِّبَا-

'সুপারিশ করার দরুন যে ব্যক্তি সুপরিশকারীকে উপহার দেয় এবং (তার থেকে) সে ঐ উপহার গ্রহণ করে তাহ'লে সে ব্যক্তি সূদের দ্বারদেশ হ'তে একটি বৃহৎ দ্বার গ্রহণ করে'।[১০]

এক শ্রেণীর মানুষ আর্থিক স্বার্থের বিনিময়ে তাদের পদমর্যাদাকে কাজে লাগাতে চায় বা মধ্যস্থতা করতে স্বীকৃত হয়। যেমন- সে শর্ত আরোপ করে যে, তার কোন একজন লোককে চাকরি দিতে হবে অথবা কাউকে কোন প্রতিষ্ঠান বা এলাকা হ'তে অন্য প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় বদলি করে দিতে হবে, কিংবা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ স্বার্থের শর্তারোপ ও তার সুযোগ গ্রহণ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীছই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বরং যে কোন কিছু গ্রহণ করাই এই হাদীছের বাহ্যিক দিকের আওতায় পড়ে, চাই পূর্বে কোন কিছুর শর্ত আরোপ না করা হৌক। আসলে ভাল কাজের কর্মীর জন্য আল্লাহ্র পারিতোষিকই যথেষ্ট, যা সে ক্বিয়ামত দিবসে পাবে।

জনৈক ব্যক্তি কোন এক প্রয়োজনে হাসান বিন সাহলের নিকট এসে তাঁর সুপারিশ প্রার্থনা করে। তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। ফলে লোকটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। তখন হাসান বিন সাহল তাকে বললেন, 'কি জন্য তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা তো মনে করি পদেরও যাকাত আছে যেমন অর্থ-সম্পদের যাকাত আছে'।[১১]

এখানে এই পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করা যথার্থ হবে যে, কোন কার্য সিদ্ধির জন্য ব্যক্তি বিশেষকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঐ কাজ সম্পন্ন করানো শারঈ শর্তাবলী সাপেক্ষে বৈধ মজুরী প্রদান শ্রেণীভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে নিজ পদমর্যাদা ও মধ্যস্থতাকে কাজে লাগিয়ে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এটা নিষিদ্ধ। মূলতঃ উভয় প্রক্রিয়া এক নয়।

১০. আহমাদ ৫/২৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬২৯২।
১১. ইবনুল মুফলিহ, আল আদাবুশ শারঈয়াহ ২/১৭৬ পৃঃ।

শ্রমিক থেকে ষোলআনা শ্রম আদায় করে পুরো মজুরী না দেওয়াঃ

নবী করীম (ছাঃ) শ্রমিকের পাওনা দ্রুত পরিশোধে জোর তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجُفَّ عَرَقُهُ-

'তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পাওনা পরিশোধ কর'।[১২]

শ্রমিক, কর্মচারী, দিন মজুর যেই হৌক না কেন তার থেকে শ্রম আদায়ের পর যথারীতি তার পাওনা পরিশোধ না করা মহাযুলম। এ যুলম এখন হর-হামেশাই হচ্ছে। শ্রমিকদের প্রতি যুলমের বিচিত্র রূপ রয়েছে। যেমন-

১. শ্রমিক স্বীয় কাজের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারায় তার পাওনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার হক্ব মাঠে মারা গেলেও ক্বিয়ামতে তা বৃথা যাবে না। ক্বিয়ামতের দিন যালিমের পূণ্য থেকে মাযলূমের পাওনা পরিমাণ পূণ্য প্রদান করা হবে। যদি তার পূণ্য নিঃশেষ হয়ে যায় তবে মাযলূমের পাপ যালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২. যে পরিমাণ অংক মজুরী দেওয়ার জন্য চুক্তি হয়েছে তার থেকে কম দেওয়া। এ বিষয়ের সমূহ ক্ষতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ-

'যারা (পাওনা) পরিমাণে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে' *(মুতাফ্ফিফীন ১)*।

অনেক নিয়োগকর্তা দেশ-বিদেশ থেকে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরীর চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তারপর তারা যখন কাজে যোগদান করে তখন সে একতরফা ভাবে চুক্তিপত্র পরিবর্তন করে বেতন বা মজুরীর পরিমাণ অনেক কমিয়ে দেয়। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐসব শ্রমিক তখন কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় শ্রমিকরা তাদের অধিকারের স্বপক্ষে প্রমাণ হাযির করতে পারে না। তাই কেবল আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে যদি নিয়োগকর্তা মুসলমান ও নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাফির হয় তবে বেতন মজুরী হ্রাসে ঐ শ্রমিকের ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ক্বিয়ামত দিবসে ঐ কাফিরের পাপ তাকে বহন করতে হবে।

৩. বেতন বা মজুরী বৃদ্ধি না করে কেবল কাজের পরিমাণ কিংবা সময় বৃদ্ধি করা। এতে শ্রমিককে তার অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১২. ইবনু মাজাহ ২/৮১৭; ছহীহুল জা'মে' হা/১৪৯৩।

৪. বেতন বা মজুরী পরিশোধে গড়িমসি করা। অনেক চেষ্টা-চরিত্র, তদবীর-তাগাদা, অভিযোগ ও মামলা-মুকদ্দমার পর তবেই প্রাপ্য অর্থ আদায় সম্ভব হয়। অনেক সময় নিয়োগকারী শ্রমিককে ত্যক্ত-বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে টাল-বাহানা করে, যেন সে পাওনা ছেড়ে দেয় এবং কোন দাবী না তুলে চলে যায়। আবার কখনও তাদের টাকা খাটিয়ে মালিকের তহবিল স্ফীত করার নিয়ত থাকে। অনেকে তা সূদী কারবারেও খাটায়। অথচ সেই শ্রমিক না নিজে খেতে পাচ্ছে, না নিজের পুত্র-পরিজনদের জন্য কিছু পাঠাতে পারছে। অথচ তাদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যই সে এই দূর দেশে পড়ে আছে। এজন্যই এ সকল যালিমের জন্য এক কঠিন দিনের শাস্তি অপেক্ষা করছে।

নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ-

'ক্বিয়ামত দিবসে আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। (১) যে ব্যক্তি আমার অনুগত হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন বা মুক্ত লোককে ধরে বিক্রয় করে (৩) যে ব্যক্তি কোন মজুরকে নিয়োগের পর তার থেকে পুরো কাজ আদায় করেও তার পাওনা পরিশোধ করে না'।[১৩]

[চলবে]

১৩. বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/৪৪৭ পৃঃ।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

কুরবানীর গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا- رواه احمد وابن ماجه

'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭)*।

ফাযায়েলঃ

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্র নিকটে আর কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্র নিকটে বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফসকে পবিত্র কর'। তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন, অত্র হাদীছটি ছহীহ নয় তবে 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত। তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন যে, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। (খ) যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে। আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত লাভ করেছেন)। (গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়'।

মাসায়েলঃ

(১) চুল, নখ না কাটাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'। কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।

(২) কুরবানীর পশুঃ কুরবানীর পশু আট প্রকার (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ১৪৪-৪৫)*। গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপরে কিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন যে, উপরে বর্ণিত আট প্রকার

ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী হবে না।

ছাগল কুরবানী করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দুম্বা কুরবানী দিতেন। ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাতী পশুর যে কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও তাই ছিল। তাছাড়া মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উট-গরুর চেয়ে ছাগল-দুম্বা-ভেড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং তা অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গরু অতঃপর ভেড়া বা দুম্বা অতঃপর ছাগল।

'খাসী' কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। কেননা অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ) নিজে মদীনায় মুক্বীম এমনকি মুসাফির অবস্থায়ও সর্বদা 'খাসী' কুরবানী দিতেন। ইবনু হাজার বলেন, 'খাসী কুরবানী জায়েয। যদিও অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোস্ত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়। এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।

(৩) 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

لاَ تَذْبَحُوْا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَّعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ رواه مسلم

অর্থঃ 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'। জমহুর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া দুম্বাকে বলা হয়। কেননা এই বয়সে সাধারণঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত উঠেনা। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের নয়।

(৪) নিজের কুরবানীর সাথে পরিবারের সবাইকে সম্পৃক্ত করাঃ

(ক) আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দেওয়া হ'লে তা পরিবারের নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির নামে দেওয়া হয়। এতে পরিবারের বাকী সদস্যগণ কুরবানীর ছওয়াব থেকে মাহরূম হচ্ছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর একটি কুরবানীতে নিজের, নিজ পরিবারের ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হব।-

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন....অতঃপর দো'আ পড়লেন-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও উম্মতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَّعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।

(গ) একই মর্মে ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহ্র একটি হাদীছ (হাদীছ নং ২৫৪৭) উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী বলেন, 'একটি ছাগল একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য শতাধিক হয়'।

(ঘ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছগুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাদের এই সব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও নিজ উম্মতের পক্ষ হ'তে এক ও একাধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলে পরিবারের সকলের জন্যই কুরবানী হয়ে যাবে তাই কুরবানী করার সময় পরিবারের সকলের কথাই নিয়ত করা উচিত। যাতে কুরবানীর ছওয়াব থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।

(৫) কুরবানীতে শরীক হওয়াঃ

(ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ

فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً-

'আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম'।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্র সফরে শরীক ছিলাম।... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম'। জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় (হজ্জের সফরে) ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) নহর করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি দুম্বা (একটি নিজের ও একটি উম্মতের পক্ষে) কুরবানী দিয়েছেন।' অবশ্য মক্কায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীদের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে।

আলোচনাঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্তে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাঊদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে 'হজ্জ' ও 'মানাসিক' অধ্যায়ে এবং সুনানে 'উযহিয়াহ' অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু'টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা নেই। (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা ও আয়েশা হ'তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই মুসাফিরের কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির থেকে পূর্বের দু'টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন। (৪) আবুদাঊদ শুধুমাত্র জাবির-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮নং হাদীছটিতে (اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ) কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভাগা কুরবানীঃ মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস-এর হাদীছটি (নং-১৪৬৯) এবং জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করে এদেশে মুক্বীম অবস্থায় গরুতে সাত ভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণেরর সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয় বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে।

(ঘ) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা'- এই (ইস্তিহ্সানের) যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এ দেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)। ইমাম আবু ইউসুফ এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী এর ঘোরপ্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

(৬) কুরবানী করার নিয়মঃ (ক) উট বাদে গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলতে হবে। অতঃপর কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। (খ) অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় প্রত্যক্ষ করা উত্তম। (গ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।

(৭) যবহকালীন দো'আ ঃ (১) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার। (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন .... মিন ফুলান বায়তিহী' (অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ। (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে)। (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

(৮) কুরবানীর গোস্ত বণ্টনের নিয়মঃ কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য ও এক ভাগ ছাদাক্বা করার জন্য মোট তিন ভাগ করা উত্তম। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।

(৯) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।

(১০) কুরবানীদাতার আমলঃ কুরবানীদাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না। বরং কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন।

['হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী' বই অবলম্বনে]

হজ্জ, ওমরাহ ও যিয়ারত সম্পর্কীয় কতিপয় জাল ও যঈফ হাদীছ

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

(١) مَنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِىْ، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَىَّ فِى الْمَقْدِسِ، لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهُ فِيْمَا الْفَرْضَ عَلَيْهِ-

(১) 'যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, আমার কবর যিয়ারত করেছে, একটি যুদ্ধে অশগ্রহণ করেছে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসে আমার উপর দরূদ পড়েছে, আল্লাহপাক তাকে ফরয আমলের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করবেন না'।

হাদীছটি জাল। হাফেয সাখাভী, হাফেয ইবনে আব্দুল হাদী, হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, হাফেয যাহাবী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা তাহের পাট্টানী এবং আল্লামা ইবনে আ'রাক (রহঃ) সবাই হাদীছটিকে জাল বলেছেন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) 'সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন, 'হাদীছটি জাল এবং বানোয়াট'।[১]

(٢) أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حِجَّةً فِىْ غَيْرِ جُمُعَةٍ-

(২) 'সর্বোত্তম দিন আরাফার দিন যদি তা জুম'আর দিনে হয়। আর জুম'আর দিনের হজ্জ অন্য দিনের হজ্জের চেয়ে সত্তরগুণ উত্তম'।

হাদীছটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, 'হাদীছটি বাতিল'। আল্লামা মুনাবী এবং আল্লামা ইবনু আবেদীনও একই কথা বলেছেন। শায়খ আলবানী বলেছেন, 'হাদীছটি বাতিল এবং ভিত্তিহীন'।[২]

(٣) لِلْمَاشِىْ أَجْرُ سَبْعِيْنَ حِجَّةً، وَلِلرَّاكِبِ أَجْرُ ثَلَاثِيْنَ حِجَّةً-

(৩) 'পায়ে হেঁটে হজ্জ করলে সত্তর হজ্জের ছওয়াব পাবে আর সওয়ার হয়ে হজ্জ করলে ত্রিশ হজ্জের ছাওয়াব পাবে' *(ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব)*।

হাদীছটি জাল। এর সনদে 'মুহাম্মাদ ইবনু মুহসিন আল-আক্কাশী নামক রাবী মিথ্যুক এবং হাদীছ জালকারী।[৩]

(٤) إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُنْزِلُ عَلَى أَهْلِ هٰذَا الْمَسْجِدِ- مَسْجِدِ مَكَّةَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ، سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ-

(৪) 'আল্লাহপাক প্রত্যেক দিনে ও রাতে মক্কাবাসীদের উপর একশ' বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি ত্বাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি ছালাত আদায়কারীদের জন্য আর বিশটি যারা শুধু কা'বার দিকে তাকিয়ে থাকেন তাদের জন্য' *(ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব ও আল-কাবীর, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান)*।

হাদীছটি যঈফ। একই অর্থের আরো একটি হাদীছ অন্য শব্দে বর্ণিত আছে, সেটিও যঈফ। যেমন-

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُنْزِلُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ، سِتِّيْنَ مِنْهَا عَلَى الطَّائِفِيْنَ بِالْبَيْتِ وَعِشْرِيْنَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَعِشْرِيْنَ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ-

'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিন একশ' রহমত নাযিল করেন। ষাটটি বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফকারীদের জন্য, বিশটি মক্কাবাসীদের জন্য এবং বিশটি সমস্ত লোকের জন্য'।[৪]

(٥) اَلْجُمْعَةُ حَجُّ الْفُقَرَاءِ، وَفِىْ لَفْظٍ: الْمَسَاكِيْنِ-

(৫) 'ফক্বীর-মিসকীনদের হজ্জ হ'ল জুম'আ'। *(আবূ ন'আইম, আখবারু ইছবাহান)*। ইবনু হিব্বান 'আল-মাজরুহীন' গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

اَلدَّجَاجُ غَنَمُ فُقَرَاءِ أُمَّتِىْ وَالْجُمْعَةُ حَجُّ فُقَرَاءِهَا-

'মোরগ আমার উম্মতের গরীবদের জন্য ছাগল এবং জুম'আ হ'ল তাদের জন্য হজ্জ'।

হাদীছদ্বয় জাল ও ভিত্তিহীন। ইবনু হিব্বান ও হাফেয সাখাভী বাতিল, ভিত্তিহীন ও দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী জাল এবং বানোয়াট বলেছেন।[৫]

(٦) مَنْ شَيَّعَ حَاجًّا أَرْبَعِيْنَ خُطْوَةً، ثُمَّ عَانَقَهُ وَوَدَّعَهُ، لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُ-

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. *আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমূ'আহ ১/১৪৫ পৃঃ, হা/৩০৯; সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৬৯, হা/২০৪।*

২. *যাদুল মা'আদ (বৈরুতঃ আর-রিসালা প্রকাশনী, ১৯৯৭ইং), ১/৬৫ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৭৩ পৃঃ, হা/২০৭।*

৩. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৭১২ পৃঃ, হা/৪৯৭।*

৪. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৩৯, ৩৪২ পৃঃ, হা/১৮৭ ও ১৮৮; যঈফুল জামে' হা/১৭৬০।*

৫. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ২১০, হা/৩৭১; যঈফুল জামে', পৃঃ ৩৯৪, হা/২৬৫৮; সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৪৪ পৃঃ, হা/১৯১ ও ১৯২।*

(৬) 'যে ব্যক্তি কোন হাজীকে চল্লিশ কদম এগিয়ে দিবে। অতঃপর আলিঙ্গন করে তাকে বিদায় করবে, তাহ'লে উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাক তাঁর গোনাহ মাফ করে দিবেন'। হাদীছটি জাল।[৬]

(٧) حُجُّوْا قَبْلَ أَنْ لَاتُحَجُّوْا تَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَايَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ-

(৭) 'কোন বাধার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা হজ্জ করে নাও। কারণ এক সময় মক্কার বেদুইনরা পাহাড়ী রাস্তা সমূহে বসে থাকবে তখন কেউ হজ্জ করতে যেতে পারবে না'।

হাদীছটি বাতিল। আল্লামা মুনাবীও ইবনু হিব্বান বলেন, এই হাদীছটি বাতিল। শায়খ আলবানীও বলেছেন, হাদীছটি বাতিল। হাকেম ও বায়হাক্বী একই অর্থের আরেকটি হাদীছ অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন,

حُجُّوْا قَبْلَ أَنْ لَاتُحَجُّوْا، فَكَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِىٍّ أَصَمَّ، أَفدع بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا-

'কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা হজ্জ কর। কেননা আমি যেন দেখছি যে, এক বধির নিগ্রু হাবশী হাতে কুড়াল নিয়ে আল্লাহ্র ঘরকে টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেলছে'।

এ বর্ণনাটিও জাল। মুহাদ্দিছ যাহাবী বলেছেন, এর সনদে একজন ভ্রান্ত রাবী আছে। ইবনু হিব্বান বলেন, হুসাইন নামক রাবী জাল হাদীছ বর্ণনা করত। শায়খ আলবানীও বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন।[৭]

(٨) إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَ هَذَا الْبَيْتَ أَنْ يُحَجَّهُ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ فَإِنْ نَقَصُوْا كَمَّلَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ، وَإِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوْسِ الْمَزْفُوْفَةِ فَكُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا، حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُوْنَ مَعَهَا-

(৮) 'আল্লাহ পাক কা'বাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক বছর ছয় লক্ষ লোক সেখানে হজ্জ করতে যাবে। যদি কম হয় তাহ'লে আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিয়ে তা পূর্ণ করবেন। আর হাশরের দিন কা'বাকে বাসর রাতের নব বধুর ন্যায় হাযির করা হবে, যতজন লোক দুনিয়াতে হজ্জ করেছে তারা সবাই কা'বার গিলাফ ধরে ত্বাওয়াফ করতে থাকবে। পরে কা'বার সাথে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

৬. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৪৭ পৃঃ, হা/৩১৪।*
৭. *সিলসিলা যঈফাহ ২/২৩ পৃঃ, হা/৫৪৩ ও ৫৪৪; আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ২২০, হা/৩৯১; যঈফুল জামে', পৃঃ ৩৯৮ ও ৩৯৯, হা/২৬৯৫-২৬৯৭।*

এ হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা ফিরূয আবাদী, আল্লামা শাওকানী, ইসমাঈল আজলোনী, মোল্লা আলী ক্বারী উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই।[৮]

(٩) كَثْرَةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَمْنَعُ الْعَيْلَةَ

(৯) 'বেশী বেশী হজ্জ ও ওমরাহ করলে দারিদ্র্য দূর হয়'।

শায়খ আলবানী বিস্তারিত আলোচনার পর, হাদীছটিকে জাল বলেছেন। আল্লামা মুনাবীও একই কথা বলেছেন।[৯]

(١٠) إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ-

(১০) 'যখন কোন হাজীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাকে সালাম কর এবং মুছাফাহা কর। আর সে নিজ ঘরে প্রবেশ করার পূর্বেই তাঁর কাছে তোমার জন্য গোনাহ হ'তে ক্ষমা প্রার্থনা করার আরযী পেশ করবে। কেননা সে ক্ষমাকৃত ব্যক্তি' *(আহমাদ, ইবনু হিব্বান)*।

বর্ণনাটি জাল।[১০]

(١١) اَلْحَجُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ

(১১) 'হজ্জ বিবাহের পূর্বে হওয়া উচিত'।

হাদীছটি জাল। আল্লামা মুনাবী (রহঃ) বলেছেন, হাদীছটির সনদে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে এবং এর অন্যান্য রাবীও যঈফ। আলবানী বলেন, হাদীছটি জাল।[১১]

(١٢) مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَّحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ

(১২) 'যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে বিবাহ করল সে পাপ করল'। হাদীছটি জাল। ইনবুল জাওযী এবং হাফেয সুয়ূত্বী হাদীছটিকে জাল বলেছেন। আলবানীও জাল বলেছেন।[১২]

(١٣) إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ هَبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطْلَعُ إِلَى أَهْلِ الْمَوْقِفِ: مَرْحَبًا بِزُوَارِىْ وَالْوَافِدِيْنَ إِلَى بَيْتِىْ، وَعِزَّتِىْ لَأُنْزِلَنَّ إِلَيْكُمْ وَالْأُسَاوِىْ مَجْلِسَكُمْ بِنَفْسِىْ، فَيَنْزِلُ إِلَى عَرَفَةَ فَيَعُمُّهُمْ بِمَغْفِرَتِهِ وَيُعْطِيْهِمْ مَايَسْأَلُوْنَ إِلَّا

৮. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৪২, হা/৩০২।*
৯. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৬৯০, হা/৪৭৭; যঈফুল জামে', পৃঃ ৬০৭, হা/৪১৬৫।*
১০. *সিলসিলা যঈফাহ ৫/৪৩১ পৃঃ, হা/২৪১১।*
১১. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৮৯ পৃঃ, হা/২২১; যঈফুল জামে', পৃঃ ৪০৮, হা/২৭৬৩।*
১২. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৯০, হা/২২২; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৩৮ পৃঃ, হা/২৯৪।*

الْمَظَالِمَ، وَيَقُوْلُ: يَا مَلاَئِكَتِيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَلاَيَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَيَكُوْنُ أَمَامَهُمْ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَلاَيَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَإِذَا أَشْعَرَ الصُّبْحَ وَقَفُوْا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ غَفَرَلَهُمْ حَتَّى الْمَظَالِمَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إِلَى مِنى-

(১৩) 'আরাফার দিন সন্ধ্যার সময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার ঘরে আগমনকারী এবং আমার সাথে সাক্ষাৎকারীদের জন্য মারহাবা! আমার ইযযতের কসম! আমি তোমাদের কাছে আসব এবং তোমাদের মাহফিলে শরীক হব। অতঃপর তিনি আরাফায় অবতরণ করেন এবং তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন। আর তারা যা প্রার্থনা করে সবকিছু দিয়ে দেন, কিন্তু যুলম ক্ষমা করেন না। তারপর তিনি বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের সাথে থাকেন। তারপর তাদের সাথে মুযদালিফায় যান এবং সে রাত্রে আর আসমানে ফিরে যান না। সকালে যখন তিনি মুযদালিফায় অবস্থান করেন তখন তাদের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনকি যুলমও। অতঃপর আসমানে উঠে যান এবং লোকেরা মিনায় চলে যায়'।

হাদীছটি জাল।[১৩]

(١٤) مَنْ مَّاتَ فِيْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ وَقِيْلَ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ-

(১৪) 'যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার জন্য বের হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাকে আদালতে পেশ করা হবে না এবং তার কোন হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর'।

এ হাদীছটি বিভিন্ন সনদে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর একটি সনদও গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম ছাগানী বলেছেন, হাদীছটি জাল। আলবানী হাদীছটিকে মুনকার বলেছেন।[১৪]

(١٥) إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ كَانَ فِيْ حِرْزِ اللهِ، فَإِنْ مَّاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ نُسُكَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنْفَاقُهُ الدِّرْهَمَ الْوَاحِدَ فِيْ ذَلِكَ الْوَجْهِ يَعْدِلُ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِيْمَا سِوَاهُ-

(১৫) 'হাজী যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন আল্লাহ্র হেফাযতে চলে যায়। যদি হজ্জ সম্পন্ন করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তার আগের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তার এ রাস্তায় এক দিরহাম খরচ করা অন্য রাস্তায় চল্লিশ লক্ষ খরচ করার সমান'।

হাদীছটি জাল। আল্লামা শাওকানী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল্লামা ইবনে ত্বাহের পাট্টানী হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[১৫]

(١٦) اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ-

(১৬) 'হাজরে আসওয়াদ যমীনে আল্লাহ্র ডান হাত, তা দিয়ে তিনি স্বীয় বান্দাদের সাথে মুছাফাহা করেন'।

হাদীছটি মুনকার ও বাতিল। ইবনুল জাওযী, ইবনুল আরাবী এবং শায়খ আলবানী এর আরো কয়েকটি সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন, হাদীছটি বাতিল।[১৬]

(١٧) رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيْ مِمَّا يَلِيْ بَابَ بَنِيْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِيْ حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ-

(১৭) 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি 'সাহাম' গোত্রের দরজার পার্শ্বে ছালাত পড়ছিলেন আর লোকজন তাঁর সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছিল, তখন তাঁর এবং কা'বার মধ্যখানে কোন সুতরা ছিল না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। অতঃপর 'মাক্বামে ইবরাহীম'-এর পার্শ্বে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন, তখন তাঁর এবং তাওয়াফকারীদের মধ্যখানে কেউ ছিল না' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী)*। হাদীছটি যঈফ।[১৭]

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে অনেক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। অতএব এই হাদীছকে কেন্দ্র করে কা'বা শরীফে ছালাত পড়ার সময় সুতরার প্রয়োজন নেই বলা আদৌ জায়েয নয়।

---

১৩. *সিলসিলা যঈফাহ ২/১৮৭ পৃঃ, হা/৭৭০।*
১৪. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৪৬ পৃঃ, হা/৩১২; সিলসিলা যঈফাহ ৫/২০৯ পৃঃ, হা/২১৮৭।*
১৫. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৪৫ পৃঃ, হা/৩১০।*
১৬. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৯০, হা/২২৩; যঈফুল জামে', পৃঃ ৪০৯, হা/২৭৭২।*
১৭. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১৫৬, হা/২০১৬; যঈফ নাসাঈ, পৃঃ ৯০, হা/২৯৫৯; যঈফ ইবনে মাজাহ পৃঃ ২৩৯, হা/৩০১২; সিলসিলা যঈফাহ, ২/৩২৬, হা/৯২৮।*

(١٨) مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ-

(১৮) 'যে ব্যক্তি মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছে এবং তাদের পক্ষ থেকে কোন কর্য আদায় করেছে, আল্লাহপাক ক্বিয়ামতের দিন তাকে মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহারকারীদের সাথে উঠাবেন'। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[১৮]

(١٩) مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيْهِ أَوْ أُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حِجَّتَهُ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حُجَجٍ-

(১৯) 'যে ব্যক্তি নিজের মাতা অথবা পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করল, সে নিজের হজ্জও আদায় করে ফেলল এবং দশ হজ্জের ফযীলত পেল' *(দারাকুৎনী)*।

হাদীছটি জ্বাল।[১৯]

(٢٠) مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَلِلَّذِيْ حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ-

(২০) 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করেছে, সে সমান সমান ছওয়াবের ভাগী হবে'। হাদীছটি যঈফ।[২০]

উল্লেখ্য, হজ্জ পালন করার ইচ্ছা বা মানত করে তা পালনের পূর্বেই মারা গেলে এমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই কেবল অন্য কেউ হজ্জ করতে পারে; এছাড়া নয়। তবে ঐ ব্যক্তিকে আগে নিজের হজ্জ আদায় করতে হবে।

(٢١) يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّ أُمَّتِيْ لِلنُّزْهَةِ، وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَقُرَّاءُهُمْ لِلرِّيَا وَالسُّمْعَةِ وَفُقَرَاءُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ-

(২১) 'মানুষের উপর এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মতের ধনীরা মনোরঞ্জন ও বিলাসিতার জন্য হজ্জ করবে, মধ্যবিত্ত লোকেরা করবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, আলেমরা করবে লোক দেখানো ও খ্যাতি অর্জনের জন্য, আর দরিদ্ররা করবে হাত পাতার জন্য'। এ হাদীছের সনদ একেবারেই দুর্বল।[২১]

(٢٢) عن سعيد بن المسيب أَنَّ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ، يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ-

(২২) 'সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন, ছাহাবীদের একজন ওমর (রাঃ)-এর কাছে আসলেন এবং এ কথার সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মৃত্যু শয্যায় হজ্জের পূর্বে ওমরা থেকে নিষেধ করতে শুনেছেন' *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ।[২২]

(٢٣) حِجَّةٌ لِّلْمَيِّتِ ثَلاَثَةٌ: حِجَّةٌ لِّلْمَحْجُوْجِ عَنْهُ، وَحِجَّةٌ لِلْحَاجِّ وَحِجَّةٌ لِلْوَصِيِّ-

(২৩) 'মৃত ব্যক্তির জন্য একটি হজ্জ তিন হজ্জে পরিণত হয়। যে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করাল তার জন্য একটি, হজ্জকারীর জন্য একটি, আর অছিয়তকারীর জন্য একটি'। হাদীছটি যঈফ।[২৩]

(٢٤) مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لاَيَفُوْتُهُ صَلاَةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، وَنَجَاةٌ مِّنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِّنَ النِّفَاقِ-

(২৪) 'যে ব্যক্তি আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) চল্লিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে এমনভাবে যে, এক ওয়াক্ত ছালাতও যেন না ছুটে। তাহ'লে তার জন্য জাহান্নাম ও আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং সে মুনাফিক হওয়া থেকে বেঁচে যাবে' *(আহমাদ, ত্বাবারাণী)*। হাদীছটি যঈফ'। এর সনদে 'নবীত্ব' নামক ব্যক্তি অপরিচিত।[২৪]

(٢٥) مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ-

(২৫) 'যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারতে আসল না, সে আমার সাথে অন্যায় করল'। হাদীছটি জাল। হাফেয যাহাবী, ইমাম ছাগানী, আল্লামা শাওকানী এবং শায়খ আলবানী হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[২৫]

(٢٦) مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ-

(২৬) 'যে ব্যক্তি হজ্জ করল অতঃপর আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল' *(ত্বাবারাণী, দারাকুৎনী, বায়হাক্বী)*। হাদীছটি জাল।[২৬]

---

১৮. *আত-তারগীব পৃঃ ২৮৪, হা/৩০২; সিলসিলা যঈফাহ ৩/৬২৮, হা/১৪৩৫; যঈফুল জামে', পৃঃ ৮০০, হা/৫৫৫২।*
১৯. *যঈফুল জামে', পৃঃ ৮০০, হা/৫৫৫১; সুনানু দারাকুৎনী ২/২০৪, হা/২৫৮৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮৪।*
২০. *সিলসিলা যঈফাহ ৩/৩৩২ পৃঃ, হা/১১৮৪।*
২১. *সিলসিলা যঈফাহ ৩/২১৩, হা/১০৯৩।*
২২. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১৪১, হা/১৭৯৩।*
২৩. *সিলসিলা যঈফাহ ৪/৪৪৬, হা/১৯৭৯; 'আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৪৩, হা/৩০৪।*
২৪. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৫৪০, হা/৩৬৪।*
২৫. *সিলসিলা যঈফাহ ১/১১৯, হা/৪৫; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৫৪, হা/৩২৬; আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৫০০, হা/১১৭৮।*
২৬. *সিলসিলা যঈফাহ ১/১২০, হা/৪৭; যঈফুল জামে', পৃঃ ৮০০, হা/৫৫৫৩; ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৩৬, হা/১১২৮।*

(٢٧) مَنْ زَارَنِىْ وَزَارَ أَبِىْ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ-

(২৭) 'যে ব্যক্তি একই বছরে আমার এবং আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর (কবর) যিয়ারত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।

হাদীছটি জাল। ইমাম যারকাশী, ইমাম নববী, হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, আল্লামা শাওকানী, শায়খ আলবানী প্রমুখ হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[২৭]

(٢٨) مَنْ زَارَنِىْ أَوْ زَارَ قَبْرِىْ كُنْتُ لَهُ شَافِعًا أَوْ شَهِيْدًا-

(২৮) 'যে ব্যক্তি আমাকে অথবা আমার কবর যিয়ারত করেছে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব'। হাদীছটি যঈফ। বায়হাক্বী ও দারাকুৎনীতে অন্য শব্দে এসেছে। সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়।[২৮]

(٢٩) مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ-

(২৯) 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে'। *(বায়হাক্বী, দারাকুৎনী)*। হাদীছটি জাল। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, হাফেয সাখাভী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী প্রমুখ বলেন, হাদীছটি জাল ও যঈফ।[২৯]

(٣٠) اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ-

(৩০) 'হজ্জ এবং ওমরাহ উভয় ফরয। তুমি প্রথমে যেটিই আদায় করবে, তাতে কোন অসুবিধা হবে না' *(দারাকুৎনী ও হাকেম)*। হাদীছটি যঈফ ও মুনকার। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ পরিত্যক্ত ও যঈফ।[৩০]

(٣١) مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ-

(৩১) 'হজ্জের পরিপূর্ণতা হ'ল নিজের ঘর থেকে ইহরাম পরিধান করা' *(বায়হাক্বী)*। হাদীছটি যঈফ। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে মুনকার ও যঈফ বলেছেন।[৩১]

২৭. *সিলসিলা যঈফাহ ১/১২০, হা/৪৬; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ ১/১৫৩, হা/৩২৬।*
২৮. *ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৩৩-৩৩৫, হা/১১২৭।*
২৯. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪৮৩, হা/১১২৫; যঈফুল জামে', পৃঃ ৮০৮, হা/৫৬০৮; আল-কাশফুল ইলাহী ২/৬৩২, হা/৮০২।*
৩০. *আল-কাশফুল ইলাহী ১/৩০৭, হা/৩৪২; যঈফুল জামে', পৃঃ ৪০৮, হা/২৭৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫২০।*
৩১. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৩৭৬, ২১০।*

(٣٢) مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ-

(৩২) 'যে ব্যক্তি মসজিদে আক্বছা থেকে হজ্জ বা ওমরার ইহরাম পরিধান করে মসজিদুল হারামে আসবে, তার আগের ও পরের গোনাহ সমূহ মাফ করা হবে অথবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, বায়হাক্বী ও আহমাদ)*।

হাদীছটি যঈফ। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম মুনযেরী, হাফেয ইবনু কাছীর, আলবানী প্রমুখ বলেন, হাদীছটি যঈফ।[৩২]

উল্লেখ্য, ইহরাম পরিধানের শরী'আতের নির্দিষ্ট নিয়ম হ'ল, প্রত্যেক হাজী নিজ নিজ 'মীক্বাত' (ইহরাম পরিধানের নির্দিষ্ট স্থান) থেকে ইহরাম পরিধান করবেন। নিজ ঘর থেকে বা মীক্বাতের পূর্বে কোন স্থান থেকে ইহরাম পরিধান করা শরী'আত সম্মত নয়।

(٣٣) مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعَ مِائَةِ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، قِيْلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: لِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ-

(৩৩) 'যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে মক্কায় হজ্জ করে পুনরায় ফিরে আসবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক ক্বদমে সাতশ' নেকী দান করবেন। প্রত্যেকটি নেকী হবে হেরমের নেকীর মত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হেরমের নেকী কি? উত্তরে তিনি বললেন, প্রত্যেকটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান' *(ত্বাবারাণী, হাকেম ও বায়হাক্বী)*। হাদীছটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

উল্লেখ্য, পায়ে হেঁটে হজ্জ করার ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত আছে, সবগুলিই যঈফ ও জাল। পক্ষান্তরে ছহীহ সনদে প্রমাণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহন করেই হজ্জ করেছেন।[৩৩]

(٣٤) إِنَّ اللهَ لاَ يُيَسِّرُ لِعَبْدِهِ الْحَجَّ إِلاَّ بِالرِّضَا، فَإِذَا رَضِىَ عَنْهُ أَطْلَقَ لَهُ الْحَجَّ-

(৩৪) 'আল্লাহপাক বান্দাকে হজ্জের সুযোগ দান করেন না যতক্ষণ না তিনি সন্তুষ্ট হন। যখন সন্তুষ্ট হন তখনই শুধু সুযোগ দেন'।

৩২. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২১১; যঈফ আত্-তারগীব ১/৩৫৭, হা/৭১৯; যঈফ আবুদাউদ হা/১৭৪১।*
৩৩. *সিলসিলা যঈফাহ ১/৭০৯-৭১২, হা/৪৯৫।*

হাদীছটি জাল। এর সনদে 'সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান' নামে একজন ব্যক্তি হাদীছ জালকারী।[৩৪]

(٣٥) مَثَلُ الَّذِيْ يَحُجُّ مِنْ أُمَّتِيْ عَنْ أُمَّتِيْ كَمَثَلِ أُمِّ مُوْسَى كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَأْخُذُ الْكُرَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ-

(৩৫) 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করবে তার দৃষ্টান্ত মূসা (আঃ)-এর মাতার ন্যায়। যিনি ছেলেকে দুধ পান করান কিন্তু তার প্রতিদান আদায় করেন ফির'আউন থেকে'। হাদীছটি জাল।[৩৫]

(٣٦) إِذَا أَحْرَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّنْ عَلَى دُعَائِهِ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ-

(৩৬) 'যখন তোমাদের কেউ ইহরাম বাঁধবে, তখন তার দো'আর উপর আমীন বলা উচিত। কারণ তার দো'আ কবুল হয়'। হাদীছটি জাল। এই হাদীছে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[৩৬]

(٣٧) مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوَضُوْءَ، وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ سَبْعِيْنَ أَلْفَ دَرَجَةٍ-

(৩৭) 'যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে ছাফা-মারওয়ার মধ্যখানে চলবে, আল্লাহপাক তার প্রত্যেক ক্বদমের বদলে সত্তর হাযার মর্যাদা দান করবেন'।

হাদীছটি জাল। এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন মিথ্যুক ও দু'জন দূষিত।[৩৭]

(٣٨) لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا لِلْحُجَّاجِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَيْهِمْ، لَأَتَوْهُمْ حَتَّى يَغْسِلُوْا أَرْجُلَهُمْ-

(৩৮) 'যদি লোকেরা হাজীর ফযীলত সম্পর্কে অবগত হ'ত, তাহ'লে তাদের কাছে এসে তাদের পা ধুয়ে দিত'। হাদীছটি জাল। ইবনু আরাক ও আল্লাম শাওকানী বলেন, হাদীছটি জাল।[৩৮]

(٣٩) لَايَجْتَمِعُ مَاءُ زَمْزَمَ وَنَارُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَمَا طَافَ عَبْدٌ بِالْبَيْتِ إِلاَّ وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ-

(৩৯) 'কোন বান্দার পেটে যমযমের পানি ও জাহান্নামের আগুন একত্রিত হয় না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ক্বদমের বদৌলতে এক লক্ষ নেকী দান করবেন'। হাদীছটি জাল।[৩৯]

(٤٠) مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَشَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ-

(৪০) 'যে ব্যক্তি সাতবার আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করবে এবং মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে অতঃপর যমযমের পানি পান করবে, তার সমূহ গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'। হাদীছটি জাল। মুহাদ্দিছ পাট্টানী, মোল্লা আলী ক্বারী, ইসমাঈল আজলোনী সহ আরো অনেকেই হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[৪০]

(٤١) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ-

(৪১) 'নবী করীম (ছাঃ) তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন'।

হাদীছটি যঈফ। আল্লামা আযীমাবাদী বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার হাদীছটি গলদ ও অশুদ্ধ। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ।[৪১]

উল্লেখ্য, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে তাওয়াফ করেছিলেন এবং যোহরের পর মিনায় চলে এসেছিলেন।[৪২]

(٤٢) مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-

(৪২) 'যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বার আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করে, সে তার মা থেকে জন্মগ্রহণ করার সময় যেমন পাপমুক্ত ছিল তেমনি পাপমুক্ত হয়ে যায়' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি দুর্বল।[৪৩]

---

৩৪. *তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৬৭; আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৩৮; তাযকিরাতুল ৭১; মওযূ'আত ২/২১১।*
৩৫. *মাওযূ'আত ২/২২০; তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ৭৩ পৃঃ; আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪৪।*
৩৬. *তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৭৪; আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪৫।*
৩৭. *তানযীহুশ শরী'আ ২/১৭৫; আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪৮।*
৩৮. *আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪৬ পৃঃ; তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৭৫।*
৩৯. *তানযীহুশ শরী'আহ ২/১৭৫; আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪৮ পৃঃ।*
৪০. *আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪১ পৃঃ।*
৪১. *যঈফ আবুদাঊদ, পৃঃ ১৫৬, হা/২০০০; যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ৯৯, হা/৯২০।*
৪২. *আউনুল মা'বূদ ৫/২২৭, হা/১৯৯৮; যাদুল মা'আদ ২/২৫০।*
৪৩. *যঈফ তিরমিযী, পৃঃ ১০৩, হা/১৫১; যঈফুল জামে', হা/৫৬৮২।*

এক নযরে হজ্জ

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন (২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র' পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু.... ওয়াহদাহু' পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন। হজ্জ নিকটবর্তী না হ'লে এটিই উত্তম। অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর চুল ছাঁটবেন (৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারী ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন (৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হবে এবং লাব্বায়েক... বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবে।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত প্রত্যেক ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীর স্থির ভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার দিকে যাত্রা শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত ক্বছর ও 'জমা তাক্বদীম' করে আদায় করবেন।

সূর্যাস্তের পর মুযদালেফার দিকে রওয়ানা দিবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। এ সময় মাগরিব তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ক্বছর ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে মিনায় ফিরে আসবেন। মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে প্রথমে 'জামরাতুল আক্বাবা'তে গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে যবেহ করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটতে হবে।

(১১) অতঃপর হালাল হয়ে ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে আবার কা'বার দিকে রওয়ানা দিতে হবে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করার জন্য।

(১২) 'ত্বাওয়াফে ইফাযা' করে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারীকে পরে ছাফা-মারওয়া সাঈ করতে হবে। আর হজ্জে ক্বিরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী প্রথমে মক্কায় পৌঁছে 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা'র পর সাঈ করবেন না (১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিবেন ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে কেবল কংকর নিক্ষেপ করবেন (১৪) ১১ তারিখে দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরাতে ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ'।

প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহঃ

১. ওমরাহ ও তামাত্তু হজ্জঃ বাংলাদেশী হাজীগণ সাধারণত তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। তামাত্তু হাজীগণ জেদ্দা অবতরণের অন্ততঃ আধা ঘন্টা পূর্বে বিমানের দেওয়া মীক্বাত বরাবর পৌঁছবার সংকেত দানের পরপরই ওযূ শেষে ওমরাহ্র জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেনঃ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'লাব্বায়েক 'ওমরাতান'* (আমি ওমরাহ্র জন্য হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে থাকবেন (২) অথবা اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক ওমরাতান'* (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ্র জন্য হাযির)। (৩) অথবা لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা 'ওমরাতাম মুতামাত্তি'আম বিহা ইলাল হাজ্জ; ফাইয়াস্সিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী'* (আমি হাযির হে আল্লাহ ওমরাহ্র জন্য; হজ্জের উদ্দেশ্যে উপকার লাভকারী হিসাবে। অতএব তুমি আমার জন্য ওমরাহকে সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হ'তে তা কবুল করে নাও)।

(৪) যারা একই ইহরামে ওমরাহ ও হজ্জ দু'টিই আদায় করবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً وَ حَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা 'ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'*। যারা কেবলমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান'*। (৫) কিন্তু যারা অসুখের বা অন্য কোন কারণে হজ্জ আদায় করতে পারবেন না বলে আশংকা করবেন, তারা *'লাব্বায়েক'* বলার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দো'আ পড়বেন-

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

'ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহাল্লী হায়ছু হাবাসতানী' (অর্থঃ

যদি (আমার হজ্জ বা ওমরাহ পালনে) কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে, সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে)। (৬) যারা কারু পক্ষ হ'তে বদলী হজ্জ করবেন, তারা মূল ব্যক্তি পুরুষ হ'লে মনে মনে তার নিয়ত করে বলবেন, لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ 'লাব্বায়েক আন ফুলান' ('অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির') অথবা মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক আন ফুলা-নাহ'। (৭) সঙ্গে নাবালক ছেলে বা মেয়ে থাকলে (তাদেরকে ওযূ করিয়ে ইহরাম বাঁধিয়ে) তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক মনে মনে তাদের নিয়ত করে উপরোক্ত দো'আ পড়বেন।

২. তালবিয়াহঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ -

'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাকা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দুয়ারে হাযির, আমি তোমার দুয়ারে হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।

৩. মসজিদুল হারামে প্রবেশের দো'আঃ কা'বা চত্বরে পৌঁছে 'তালবিয়া' পাঠ বন্ধ করবেন ও মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণঃ *বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা; আ'উযু বিল্লা-হিল আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থঃ 'আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বর্ষিত হৌক। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

৪. ত্বাওয়াফঃ তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণঃ *'বিসলিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতা-বিকা ওয়া ওয়াফা-আম বি 'আহদিকা ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা'।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে আমি এই কর্তব্য পালন করছি'।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 'রুকনে ইয়ামানী' থেকে 'হাজারে আসওয়াদ' পর্যন্ত দক্ষিণ দেওয়াল এলাকায় পৌঁছে প্রতি ত্বাওয়াফে এই দো'আ পড়তে হয়-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণঃ *'রাব্বা-না আ-তিনা ফিদদুন্‌ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযা-বান্না-রি'।*

অর্থঃ 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করুন'।

৫. সাঈঃ ছাফা পাহাড়ে ওঠার সময় নিকটে পৌঁছে বলবেন- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ *'ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আইরিল্লা-হ'।* অর্থঃ নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ১৫৮)*। অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বা-র দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' বলে তিনবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবেন-

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণঃ *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শায়য়িন ক্বাদীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু'।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন ও স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে ধ্বংস করেছেন'। এই সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করে অন্যান্য দো'আও পড়া যাবে।

ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ, মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ। এমনি করে ছাফা থেকে সাঈ শুরু হ'য়ে মারওয়াতে গিয়ে সপ্তম সাঈ শেষ হবে ও সেখান থেকে ডান দিকে বেরিয়ে পাশেই সেলুনে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল ছেটে খাটো করবেন। মহিলাগণ তাদের চুলের বেনী হ'তে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সম সামান্য একটু চুল কেটে ফেলবেন'। ওমরাহ্‌র পরে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হ'লে চুল খাটো করাই উত্তম। পরে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করবেন। এরপর হালাল হয়ে যাবেন ও ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোষাক পরবেন।।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ করতে চাইলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পাঠ করুন। -সম্পাদক।

নারী-পুরুষের সৃষ্টি রহস্য

*মাস'উদ আহমাদ**

প্রসঙ্গ কথাঃ

এই পৃথিবী বড় রহস্যময়। আর সে রহস্যের চির বিস্ময় হচ্ছে মানুষ। পানি থেকে কি মহিমায় এত সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন মানব গঠিত হয় ভাবলেই স্রষ্টার সুনিপুন সৃজনে এই মন-প্রাণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়।

নারী-পুরুষ একই বৃন্তে দু'টি ফুল। সমাজে তারা একে অপরের সঙ্গী, প্রতিনিধি ও সহযোগী। পরিবার ও সমাজ গঠনে উভয়েরই রয়েছে যথেষ্ট অবদান। কেবল নারী যেমন পরিবার বা সমাজ গঠন করতে পারে না, অনুরূপ শুধু পুরুষও সমাজ গড়তে অপারগ। সৃষ্টিগতভাবেই সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, যৌন-প্রজনন, কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্নভাবে একে অন্যের মুখাপেক্ষী ও সম্পূরক। আবার বৈপরীত্যও যে পরিলক্ষিত হয় না তা নয়। নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই সৃষ্টিগত পার্থক্য ও রহস্যগর্ভ বিষয়াবলী এত সূক্ষ্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনা সেই রহস্য ও পার্থক্যের গভীরতা অনুধাবনে হতবাক হয়ে যায়। কারণ দেহ-মন-চিন্তা-কর্ম-জীবন যাপনে যেমন তাদের সামঞ্জস্য রয়েছে, তেমনি অসামঞ্জস্যও বিদ্যমান। ফলে একে অপরকে সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার অদম্য কৌতূহল সতত প্রস্ফুটিত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নারী-পুরুষ সৃষ্টির উৎস ও উপাদান, সৃষ্টি মাহাত্ম্য ও বৈচিত্র, স্বভাব ও আচরণে পার্থক্য, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানসিক, আত্মিক ও দৈহিক গঠনে তারতম্য ইত্যাকার বিষয় ইসলাম, আধুনিক বিজ্ঞান, বিখ্যাত মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গীসহ আলোকপাত করা হয়েছে।

নারী-পুরুষ সৃষ্টির উৎস ও উপাদানঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন একক শক্তিমত্তায়। তাঁর সৃষ্টরাজ্যের ভেতর-বাইরে কোন অংশীদার নেই। সকল সৃষ্টির উৎস ও বিস্তৃতে তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর সৃষ্টির মাঝে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহান আল্লাহ চারটি পদ্ধতিতে মানবমণ্ডলীর সূচনা ও বিস্তার ঘটিয়েছেন। নিম্নে তা আলোকপাত করা হ'ল-

(১) মাতা-পিতা ছাড়াই আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টিঃ

পুরুষ মানবজাতির আদিসত্তা। একজন পুরুষ তথা আদম (আঃ) থেকেই মানবজাতির উৎপত্তি সাধন করা হয়েছে। প্রথম নারী হাওয়া (আঃ) এবং তৎপরবর্তী সকল মানবমণ্ডলীর সৃষ্টির উৎস হ'ল আদম (আঃ)। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তার সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যেও' *(ছোয়াদ ৭১-৭২)*।

আদম (আঃ)-কে কোন্ ধরনের বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে' *(হিজর ২৬)*। একইভাবে অন্য আয়াতে বলেছেন, 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পোড়া মাটির পাত্রের মত শুষ্ক মাটি থেকে' *(আর-রহমান ১৪)*।

আদম সন্তানকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার মৃত্যুর পর মাটিতেই মিশিয়ে দেওয়া হবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্র বাণী, 'আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং আবার এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনব' *(ত্বা-হা ৫৫)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলির মর্মার্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হ'লে একটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তা হ'ল, পৃথিবীর প্রথম মানব মাটি দ্বারা সৃষ্ট। এটা বৈজ্ঞানিক সূত্রেও সত্য প্রমাণিত। প্রথম মানুষ মাটি দ্বারা সৃষ্ট হ'লেও পরে তা পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করে পানি থেকে জন্মলাভ করেছে, জীবনাবসানের পর মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে। পূনরায় মাটি থেকে সৃষ্টি করা হবে এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা হবে।

(২) হাওয়া (আঃ)-কে পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টিঃ

পুরুষের প্রয়োজন ও মানব বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই নারী সৃজিত হয়েছে। আর সেই সৃষ্টির উৎস আদম (আঃ)। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম অলৌকিক ক্ষমতাবলে আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা তাকে সৃষ্টি করেছেন। হাওয়া (আঃ)-কে সৃজনের প্রাসঙ্গিকতা এবং তৎসংলগ্ন বিষয়াদি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া। আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী' *(নিসা ১)*। একইভাবে তিনি অন্য আয়াতে বলেন 'তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও' *(রূম ২১)*।

মা হাওয়া (আঃ)-কে আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উপরের অংশটি সর্বাপেক্ষা বাঁকা। সুতরাং তোমরা যদি তা সোজা করার চেষ্টা কর, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। যদি নিজ অবস্থাতে ছেড়ে দাও, তবে তা বাঁকা থাকবে। অতএব, তোমরা তাদেরকে উপদেশ

* ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

দিতে থাকো'।[১]

সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, পৃথিবীর প্রথম মানবী বর্তমান সমাজ জীবনের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী যৌন-প্রজননের মাধ্যমে সৃজিত হননি; বরং আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজর থেকেই সরাসরি সৃজিত হয়েছেন।

(৩) সাধারণ সকল নারী-পুরুষকে যৌন-প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্টিঃ

আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃজনের পর সাধারণ মানবজাতিকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ- ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَهُ خَلْقًا آخَرَ ط فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে। অতঃপর তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি। এরপর শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তরূপে, তারপর সে জমাট রক্তকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর সে গোশতপিণ্ড থেকে তৈরী করি অস্থি, পরে সেই অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে' *(মুমিনূন ১২-১৪)*।

নারী-পুরুষ সৃষ্টির উৎস ও উপাদান উল্লেখপূর্বক অনেক বিবরণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে। অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর গোশতপিণ্ড থেকে, যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে আমার কুদরত প্রকাশের জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই। এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; যাতে তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যেন সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না' *(হজ্জ ৫)*।

আলোচ্য আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ বুখারীর এক হাদীছে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের শুক্র চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হ'লে তা গোশতপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হন। তিনি তাতে রূহ ফুঁকে দেন। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয়- (১) তার বয়স কত হবে (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা'।[২]

নারী ও পুরুষের সংমিশ্রণে যখন পুরুষের বীর্য নারীর জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন পুরুষের শুক্রকীট (Sperm) ও নারীর ডিম্বকোষ (Ovum) একত্রিত হয়ে ঘুরতে থাকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এর চতুর্দিকে একটা আবরণের সৃষ্টি হয়, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। তারপর একবিন্দু রক্তকণায় পরিণত হয় এবং আস্তে আস্তে সেই রক্তপিণ্ড গোশত ও অস্থিমজ্জা হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আসে। এই মানব শিশুর মধ্যেই দ্বি-জাতীয় সৃষ্টি হয় নারী ও পুরুষ।[৩]

(৪) শুধু নারীর মাধ্যমে ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টিঃ

উল্লিখিত সৃষ্টি কৌশলের ব্যতিক্রম একমাত্র হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বের বলে সীমাহীন নৈপুণ্যে মারইয়াম (আঃ)-এর গর্ভে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য এটা একটা মহান দৃষ্টান্ত।

ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা এরূপ, 'মারইয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র হবে! অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনো ছিলাম না। ফেরেশতা বলল, এমনিতেই হবে। আপনার রব বলেছেন, এরূপ করা আমার পক্ষে সহজ। আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং আমার তরফ থেকে রহমত স্বরূপ করতে চাই। আর এটা তো একটি স্থিরকৃত বিষয়। এরপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে কোন দূরবর্তী নির্জন স্থানে চলে গেল' *(মারইয়াম ২০-২২)*।

অন্যত্র এসেছে, 'মারইয়াম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ বললেনঃ এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোন কাজ করতে স্থির করেন; তখন শুধু বলেন, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়' *(আলে ইমরান ৪৭)*।

মানব অস্তিত্বে কুমারীর গর্ভে সন্তান ধারণের ঘটনা বিস্ময়কর। তবে মহান আল্লাহর পক্ষে এটা একটা মামুলি ব্যাপার। তিনি এই বিশ্বকে কতগুলি নিয়মের অধীনে পরিচালনা করছেন, আবার মানবজাতিকে শিক্ষা ও উপলব্ধির অবকাশ দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ব্যতিক্রমও করে থাকেন। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই এগুলি তাঁর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মারইয়াম (আঃ)-এর সন্তান লাভের বিষয়কে কেন্দ্র করে "Scientific Indication's in the Holy Quran" গ্রন্থে বিশদ ব্যাখ্যা এসেছে। তাতে পার্থিনোজেনেসিস (Parthenogenesis) নামক একটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। যাকে শুক্রানুর অনুপস্থিতিতে বা অনিষিক্ত ডিম হ'তে পুরুষ প্রজাতির উৎপন্নের প্রক্রিয়া বলে। ঈসা (আঃ)-এর জন্মও কোন বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে হয়েছে শুক্রানুর মিলন ছাড়া।[৪]

[চলবে]

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

৩. *মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কুরআন (ঢাকাঃ অক্টোবর ২০০১ইং), পৃঃ ১০৯-১০।*

৪. *ঐ, (Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, June 1995), P. 98-100.*

মহিলা ছাহাবী

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

(শেষ কিস্তি)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঃ

ফাতেমা (রাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। ফাতেমা (রাঃ)ও তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) বলেন, 'কথাবার্তা ও চালচলনে ফাতেমা (রাঃ) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সদৃশ অন্য কাউকে আমি দেখিনি। ফাতেমা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গমন করতেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়ে যেতেন ও চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাকে বসাতেন। আবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করতেন তখন ফাতেমা (রাঃ) তাঁর জন্য এগিয়ে যেতেন ও তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাঁকে বসাতেন'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং প্রথমে ফাতেমা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন অতঃপর স্ত্রীদের গৃহে প্রবেশ করতেন।[৩৩]

ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হন। আল্লাহদ্রোহীদের পাথরের আঘাতে তাঁর কপালে লৌহবর্ম ঢুকে যায় এবং দাঁত ভেঙ্গে যায়। মদীনায় এ সংবাদ পৌঁছলে ফাতেমা (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওহোদ ময়দানে উপস্থিত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্ষত স্থান সমূহ বার বার ধৌত করতে লাগলেন কিন্তু কপালের ক্ষত হ'তে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি খেজুরের চাটাই পুড়িয়ে ক্ষতের মধ্যে প্রলেপ দেয়ায় রক্ত বন্ধ হয়।[৩৪]

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, স্বীয় তনয়া ফাতেমা। তাঁকে আবারও জিজ্ঞেস করা হ'ল, পুরুষদের মধ্যে কে? উত্তরে তিনি বললেন, ফাতেমার স্বামী আলী।[৩৫]

৩২. *তিরমিযী হা/৩৮৭১; আবুদাউদ হা/৫২১৭, সনদ ছহীহ।*
৩৩. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন ৩/১৬৯ পৃঃ; আ'লামুন নিসা ৪/১২৬ পৃঃ; Family of the Holy Prophet. P. 197.*
৩৪. *ছহীহ বুখারী (দিল্লি ছাপা), ২/৫৮৪ পৃঃ।*
৩৫. *তিরমিযী হা/৩৮৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/১২৫ পৃঃ।*

Family of the Holy Prophet গ্রন্থে বলা হয়েছে, The holy prophet (S.A.W) had told his daughter Hazrat Fatimah, her husband Hazrat Ali and her sons Hazrat Hasan and Husain, that any body who is antagonistic to you is antagonistic to me, and who is friendly to you is friendly to me.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা ও তার স্বামী আলী (রাঃ), তাদের পুত্র হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে শত্রুতা করল সে যেন আমার সাথে শত্রুতা করল এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করল সে যেন আমার সাথেই বন্ধুত্ব করল'।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তিমকালে ফাতেমাঃ

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তিমকালে আমি তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিলাম। ইতিমধ্যে ফাতেমা (রাঃ) আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ধন্যবাদ হে আমার কন্যা! অতঃপর তিনি তাকে ডান অথবা বাম পাশে বসালেন এবং চুপি চুপি কি যেন বললেন। এতে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর সাথে আবার চুপি চুপি কি যেন বললেন, এতে ফাতেমা (রাঃ) হাসতে লাগলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোপনে কি বললেন? ফাতেমা (রাঃ) বললেন, তিনি যে কথা গোপন রেখেছেন তা আমি প্রকাশ করব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আয়েশা (রাঃ) পুনরায় ফাতেমা (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আব্বা আমাকে প্রথমবার বললেন, 'জিবরীল (আঃ) প্রতি বছর আমার নিকট আসেন এবং সমস্ত কুরআন একবার পাঠ করে আমাকে শুনান। কিন্তু এ বছর জিবরীল (আঃ) দু'বার কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাই আমার ধারণা হয় যে, আমার অন্তিম সমাগত। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর'। তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে বললেন, 'আমার পরিবারের মধ্য হ'তে অচিরেই তুমি আমার সাথে মিলিত হবে। আরো বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তুমি হবে জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী'? তখন আমি হাসতে লাগলাম।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকালের পর ফাতেমা (রাঃ) অশ্রুসজল নয়নে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন,

يا أبتاه ! إلى جبريل ننعاه

يا ابتاه! أجاب ربا دعاه

يا ابتاه! جنة الفردوس ماواه-

৩৬. *ঐ, পৃঃ ২০০।*
৩৭. *ছহীহ বুখারী ১/৫৩২ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/২৪৫০।*

'হে আমার প্রাণপ্রিয় পিতা! জিবরীল (আঃ)-এর নিকট কে আপনার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাবে?

হে পিতা! আপনি আপনার প্রভুর
আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।
হে পিতা! জান্নাতুল ফেরদাউস হ'ল
আপনার বাসস্থান![৩৮]

রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে দাফন করার পর ফাতেমা (রাঃ) শোকাহত হয়ে আনাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন,

يا أنس! كيف أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم!

'হে আনাস! কিভাবে তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মাটি নিক্ষেপ করলে (!) তোমাদের কি একটু মায়াও হ'ল না'।

ইন্তেকালঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকালের পর ফাতেমা (রাঃ) অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর ইন্তেকালের পর কেউই ফাতেমা (রাঃ)-কে হাসতে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ফাতেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।[৪০]

ফাতেমা (রাঃ) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তখন তিনি আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)-কে ডেকে বলেছিলেন, আমার জানাযার সময় এবং দাফনের সময় পুরো পর্দার ব্যবস্থা করবেন এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আমাকে গোসল করাবে না। দাফনের জন্য বেশী লোকজন ডাকবেন না। আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) বললেন, হে রাসূলের কন্যা! হাবশায় জানাযার উপর গাছের ডাল বেঁধে ডুলি আকৃতির মত তৈরী করা হয় এবং তার উপর পর্দা দেয়া হয়। অতঃপর তিনি খেজুরের কয়েকটি ডাল আনালেন এবং তা জোড়া দিয়ে তার উপর কাপড় টাঙিয়ে ফাতেমাকে দেখালেন। তিনি তা পসন্দ করলেন।

ওফাতের পর তাঁর জানাযা ঐভাবেই হ'ল। জানাযায় খুব কম সংখ্যক লোকই অংশগ্রহণ করেছিল। অছিয়ত অনুযায়ী আলী (রাঃ) তাকে গোসল করান ও জানাযা পড়ান এবং রাতেই তাকে দাফন করেন।[৪১]

৩৮. *ছহীহ বুখারী ২/৬৪১ পৃঃ; আ'লামুন নিসা ৪/১১৩ পৃঃ।*
৩৯. *ছহীহ বুখারী ২/৬৪১ পৃঃ।*
৪০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৮৯ ও ৪৮৫ পৃঃ; তালেবুল হাশেমী, মহিলা ছাহাবী, পৃঃ ১১১।*
৪১. *আল-মস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন ৩/১৭৭ পৃঃ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/১৩২ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ১২/৩৯২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ২২/৩৯০ পৃঃ।*

ফাতেমা (রাঃ) ১১ হিজরীর ৩রা রামাযান দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করেন।[৪২] মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭[৪৩] মতান্তরে ২৯ বছর।[৪৪]

ফাতেমা (রাঃ)-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ঐতিহাসিক ওয়াক্বেদীর মতে, তাঁর কবর আকিল ইবনু আবু ত্বালিব-এর গৃহের এক কোণে অবস্থিত এবং কবর ও সড়কের ব্যবধান সাত গজ। অন্য বর্ণনা মতে, আব্বাস (রাঃ)-এর কবরের কাছে 'বাক্বিউল গারক্বাদে' অবস্থিত।[৪৫]

সন্তান-সন্ততিঃ

ফাতেমা (রাঃ)-এর ছয়টি সন্তান ছিল। হাসান, হুসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলছুম, রোকেয়া এবং যয়নাব (রাঃ)। মুহসিন ও রোকেয়া শৈশবেই মারা যান। হাসান, হুসাইন এবং উম্মে কুলছুম (রাঃ) খ্যাতিমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশ ধারা ফাতেমা (রাঃ)-এর মাধ্যমেই অব্যাহত ছিল।[৪৬]

হাদীছ বর্ণনাঃ

তিনি মাত্র আঠার বা উনিশটি হাদীছ বর্ণনা করেন।[৪৭] তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন তাঁর পুত্র হাসান হুসাইন এবং আনাস ইবনু মালিক, আলী ইবনু আবি ত্বালিব, আয়েশা, উম্মু সালামা (রাঃ) প্রমুখ।[৪৮]

চরিত্র, দানশীলতা ও মর্যাদাঃ

ফাতেমা (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন বিনয়ী, নম্র, লাজুক, সহনশীল ও আল্লাহভীরু। হাসান (রাঃ) বলেন, 'আমি আম্মাকে দীর্ঘ সময় ধরে ইবাদত করতে এবং আল্লাহ্র সমীপে ক্রন্দন করে দো'আ করতে দেখেছি; কিন্তু তিনি কখনো তাঁর দো'আয় নিজের জন্য কোন কিছু প্রার্থনা করতেন না'।[৪৯]

একবার বনু সালিম গোত্রের এক দুর্বল বৃদ্ধ মুসলমান হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে দ্বীনের আহকাম ও মাসায়েল শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি কোন অর্থ-সম্পদ আছে? সে বলল, আল্লাহ্র কসম, বনু সালিমের তিন হাযার মানুষের মধ্যে আমিই সবচেয়ে গরীব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই

৪২. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৮৯ পৃঃ; Family of the Holy Prophet. P. 201.*
৪৩. *তাহযীবুত তাহযীব ১২/৩৯২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ২২/৩৮৯ পৃঃ।*
৪৪. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন ৩/১৭৬ পৃঃ।*
৪৫. *তাবাক্বাত ইবনু সা'দ ৮/২৫৮ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ১৪/৫৬৭ পৃঃ।*
৪৬. *আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া ৮/২৪৩ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ১৪/৫৬৯ পৃঃ।*
৪৭. *আ'লামুন নিসা ৪/১২৮ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ১৪/৫৬৯ পৃঃ।*
৪৮. *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল ২২/৩৮৬ পৃঃ।*
৪৯. *মহিলা ছাহাবী, পৃঃ ১০৮।*

মিসকীনকে সাহায্য করবে?

সা'দ বিন উবাদা দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার একটি উটনী আছে, আমি তাঁকে তা দিচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যে, তার মাথা ঢেকে দিবে? আলী (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পাগড়ী খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো তার খাবারের ব্যবস্থা করবে? তখন সালমান ফারেসী (রাঃ) তার খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য বের হ'লেন। কয়েকটি গৃহে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আওয়াজ আসল, কে? তিনি বললেন, হে রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা! এই মিসকীনের খাবারের ব্যবস্থা করুন। ফাতেমা (রাঃ) বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হে সালমান! আল্লাহ্র কসম! আজ আমরা তিন দিনের মত অভুক্ত। শিশু দু'টি ভূখা অবস্থায় শুয়ে আছে! কিন্তু সায়েলকে কিভাবে খালি হাতে ফেরত দেব? আমার এই চাদর শামউন নামক ইহুদীর নিকট নিয়ে যান এবং বলুন ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর এই চাদর খানা রেখে গরীব লোকটিকে কিছু দিতে।

সালমান (রাঃ) বৃদ্ধ আরাবীকে সাথে নিয়ে সেই ইহুদীর নিকট গেলেন এবং তাঁকে সকল বৃত্তান্ত বললেন। ইহুদী শুনে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল এবং বলল, হে সালমান! আল্লাহ্র কসম, এঁরা তাঁরাই যাঁদের ব্যাপারে তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে। তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমি ফাতেমার পিতার প্রতি ঈমান আনলাম। এরপর সে কিছু খাদ্য সালমান ফারেসীকে দিল এবং চাদরও ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠাল। তিনি তা নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছলেন। ফাতেমা (রাঃ) স্বহস্তে বৃদ্ধের জন্য রুটি তৈরী করে সালমানের নিকট দিলেন। সালমান বললেন, এ থেকে বাচ্চাদের জন্য কিছু রেখে দিন। ফাতেমা (রাঃ) জবাব দিলেন, 'সালমান! যা আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার বাচ্চাদের জন্য জায়েয নয়'।[৫০]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ফাতেমা (রাঃ)-এর মত সত্যবাদী আমি কাউকে দেখিনি, একমাত্র তাঁর পিতা ব্যতীত'।[৫১] হাদীছ শাস্ত্রে ফাতেমা (রাঃ)-এর বহুবিধ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, فاطمة سيدة نساء أهل الجنة– 'ফাতেমা জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী'।[৫২] তিনি আরও এরশাদ করেছেন,

سيدة نساء أهل الجنة أربع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وأسية امراة فرعون–

'জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী চারজন। ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ (ছাঃ), খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফের'আউনের স্ত্রী আসিয়া'।[৫৩] তিনি আরও এরশাদ করেছেন, 'ফাতেমা আমার দেহের অংশবিশেষ। সুতরাং যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করল'।[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে একত্র করে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন যে,

اللهم هؤلاء أهل بيتى اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا–

'হে আল্লাহ! এঁরা আমার পরিবারের সদস্য। এঁদেরকে যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে দূর করে পূত-পবিত্র করুন'।[৫৫]

৫০. তদেব, পৃঃ ১০৬।
৫১. *Family of the Holy Prophet. P. 196.*
৫২. ছহীহ বুখারী ১/৫৩২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ হা/১১৭৫৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৪৮০ পৃঃ।
৫৩. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহায়েন ৩/১৭৪ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ১২/৩৯১ পৃঃ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/১২৬ পৃঃ।
৫৪. ছহীহ বুখারী ১/৫৩২ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/২৫১ পৃঃ।
৫৫. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহায়েন ৩/১৭২ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/২৫৩ পৃঃ।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে) রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৭. সাঝের মায়া, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
৮. আযাদের পত্রিকার দোকান, গনকপাড়া, রাজশাহী।
৯. পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুসলিম দেশ সমূহের করণীয়

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সোয়া ছয়শ' কোটি। তাদের বিভিন্নজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ ইহুদী, কেউ হিন্দু, কেউ জৈন, কেউ শিখ, কেউ অগ্নিউপাসক, কেউ প্রকৃতি পূজারী ইত্যাদি। কিছু সংখ্যক আবার কোন ধর্মই অনুসরণ করে না। তারা নাস্তিক নামে আখ্যায়িত। এদের সংখ্যাও মোটামুটি কম নয়। আর মুসলমানদের সংখ্যা সর্বমোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। তাহ'লে বলতেই হবে, বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা কিছুতেই নগণ্য নয়।

লোকসংখ্যার দিক দিয়ে চীন শীর্ষে। সেখানে প্রায় ১২৯ কোটি লোকের বসবাস সেখানে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। এখানে জনসংখ্যা প্রায় ১০৩ কোটির মত। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর লোকসংখ্যা প্রায় ২৯ কোটির কাছাকাছি। চতুর্থ স্থানে ইন্দোনেশিয়া। এখানে লোক সংখ্যা ২২ কোটি। তার পরের অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। এর জনসংখ্যা ১৮ কোটি।

মুসলিম জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়ার স্থান সবার শীর্ষে। প্রায় ১৯ কোটি মুসলমানের বসবাস। ভারতে তার বেশী মুসলমান বসবাস করলেও ভারত হিন্দু রাষ্ট্র। তাই পাকিস্তান দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে ১৪ কোটি মুসলমানের বসবাস। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে এগারো কোটি মুসলমান বসবাস করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরবর্তী উল্লেখ্যযোগ্য মুসলিম রাষ্ট্র হ'ল যথাক্রমে ইরান এবং মিছর। এ দু'টি দেশের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় সমান, যথাক্রমে ৭ কোটির কিছু অধিক এবং প্রায় কাছাকাছি। নাইজেরিয়ার জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটির মত হ'লেও তার অর্ধেক অমুসলিম। তাই তাকে ইরান ও মিছরের পূর্বে স্থান দেওয়া যায় না। বরং তুরস্ককে মিছরের পরে স্থান দেওয়া যেতে পারে। এখানকার জনসংখ্যা ৬ কোটির উর্ধ্বে।

বিশ্বের ২৩০টি রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা ৬৪টি। এদিক দিয়েও বিশ্বের এক চতুর্থাংশ জনপদ মুসলমানদের দখলে রয়েছে। বিশ্বের সাম্প্রতিককালের সর্বাধিক শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা না-ইবা উল্লেখ করলাম, মাত্র ৬২ লক্ষ অধিবাসীর ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল-এর কাছে মুসলমানদের সামরিক শক্তি পর্যুদস্ত। মিছরের সঙ্গে ইসরাঈলের চার বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে পরাজিত মিছর ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তখন কোন মুসলিম রাষ্ট্র মিছরকে কোন সাহায্য করেনি। আর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ৫২ লাখ অধিবাসীর মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তীন-এর উপর ইসরাঈল বর্বরোচিত আচরণ অব্যাহত রেখেছে। ফিলিস্তীনের মুসলমানদের হত্যা করে ইহুদীরা তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে চাইছে। সাম্প্রতিককালে অবরুদ্ধ ফিলিস্তীনের মুসলমানদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর না করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ক্রুসেড ঘোষণা করে আফগানিস্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সময় উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান মার্কিনী সেনাদের আফগানিস্তান আক্রমণে তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ফলে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের পতন ঘটে এবং সেখানে গঠিত হয় হামীদ কারযাই-এর তাবেদার সরকার।

ইরাক যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন ইরাকের পক্ষে ছিল। আবার ইরাক যখন মার্কিন ইশারায় কুয়েত দখল করে নেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন কুয়েতের পক্ষ নেয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, তখন মার্কিনী সপ্তম নৌ-বহর আরব সাগর অতিক্রম করেছিল। শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেনি। মোদ্দাকথা, যুক্তরাষ্ট্র সার্বক্ষণিক শকুনের ভূমিকায় থাকে। শকুন ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করে ঠিকই, কিন্তু তার নযর থাকে কোথায় শবের সন্ধান পাওয়া যায়। মার্কিনীরাও তেমনি নযর রাখে কোথায় যুদ্ধ বাঁধে অথবা কিভাবে যুদ্ধ বাঁধানো যায়, আর অমনি সেখানে তার উপস্থিত হয়ে মোড়লীপনা করা চায়। মানবতার শত্রু রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ মার্কিনীরা সর্বদা যুদ্ধই কামনা করে। যুদ্ধ বেঁধে গেলেই তাদের অস্ত্র বিক্রি এবং অর্থাগমের ব্যাপক সুবিধা হয়।

মুসলিম দেশ এবং যেকোন দেশে বসবাসরত মুসলমানরা মার্কিনীদের চক্ষুশূল। আর যদি কোন মুসলমানের মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ দেখা যায়, তাহ'লে তাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই ফর্মুলায় ফিলিস্তীন, ইরাক, সূদান সন্ত্রাসী দেশ। ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসী। আর রক্তপায়ী মার্কিনীরা, ইসরাঈলীরা নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় মানুষের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করেও সন্ত্রাসী নয়। ফিলিস্তীনের মুসলমানরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে না। ইরাক তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে চলতে গেলেই তাকে আন্তর্জাতিকভাবে বয়কট করা হবে। এ সব কিছুই মার্কিনীদের মর্জি। মোড়ল মেনে তাবেদারী করতে সম্মত হ'লে সেই সকল মুসলিম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদ পাবে, যদি বাঁধে কখনও ভাইয়ে-ভাইয়ে সংঘাত, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শত্রুতা। তাহ'লে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মার্কিনীরা মুসলিম দেশগুলিকে তাদের তাবেদার বানিয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট। বিশ্বের প্রায় ৬৪টি মুসলিম রাষ্ট্র এবং সর্বমোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ (১৫০ কোটি) মুসলমান হয়েও কেন ২৮ কোটি খ্রীষ্টানের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার হয়ে থাকতে হবে? এতে কি মুসলমানদের অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকে?

* সম্পাদক, কালান্তর, সাং- রাজাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

বর্তমান মুসলিম জাতির উত্থান ঘটে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই রাষ্ট্রের বিস্তৃতি প্রায় অর্ধ জাহান ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া বংশ আরব জাহান শাসন করতে থাকে। এ সময়ে শাসনকেন্দ্র পরিবর্তন করে মদীনা থেকে সিরিয়া করা হয়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়া শাসক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর 'খেলাফত' আব্বাসীয়দের হস্তগত হয়। এ সময় শাসনকেন্দ্র ছিল ইরাকে। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীয়রা শাসন ক্ষমতা হারায়। অতঃপর ওসমানিয়রা খেলাফত প্রাপ্ত হয়। শাসনকেন্দ্র ছিল তখন তুরস্কে। ওসমানিয়রা পৌনে সাতশ' বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

আব্বাসীয় শাসনামলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেউ কেউ কেন্দ্রীয় শাসন মান্য করতেন না। এ সময়ে মিছরে একটি পাল্টা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমানীয় শাসনামলে তাদের খেলাফত অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইসব যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তুরস্কের শক্তি খর্ব হয়ে পড়ে, সাম্রাজ্যও সংকুচিত হয়ে যায়। তার উপরে আবার অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ কল্পে গঠিত হয় 'নব্য তুর্কী দল'। এর নেতৃত্বে ছিলেন আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা প্রমুখরা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে। জার্মানীর পতনের ফলে তুরস্কও সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ মুহাম্মাদকে অপসারিত করে তুরস্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বে ইসলামী খেলাফতের চির সমাধি রচিত হয় এভাবেই। মোস্তফা কামাল পাশা হ'লেন নব্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। তখন তুরস্ক ব্যতীত এ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য কোন মুসলিম দেশ সংশ্লিষ্ট ছিল না। কামাল পাশা শুধু ইসলামী খেলাফতের কবর রচনাই করেননি, বহু ইসলামী অনুশাসনেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন। প্রকারান্তরে আইয়ামে জাহেলিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পথই তিনি সুগম করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, পারস্পরিক অসহযোগিতা এবং গৃহ কোন্দল তাদেরকে হীনবল করে তোলে। আর সে সুযোগে খ্রীষ্টান শক্তি আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে স্পেন থেকে মুসলমানগণ বিতাড়িত হয়। লাগাতার দু'শ' বছরের ক্রুসেড স্পেনের সাড়ে সাতশ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। একইভাবে খ্রীষ্টান শক্তি দ্বারা ভারতের সাড়ে ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের অভাব ঘটলেই খ্রীষ্টান শক্তি মুসলিম দেশসমূহকে গ্রাস করতে থাকে। কোথায়ওবা মুসলিম দেশের শাসক তাদের তাবেদার হয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকে, কোথায়ওবা দেশটিতে খ্রীষ্টান শাসন কায়েম হয়ে যায়। Divide and rule খ্রীষ্টানদের একটি মোক্ষম পলিসি। এর মাধ্যমে আজ তারা বিশ্বের মোড়লী করছে। আর মুসলমানরা পরস্পরে হানাহানিতে লিপ্ত। এক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশের অগ্রগতি সহ্য করতে পারে না। আবার দেশের অভ্যন্তরে আছে গৃহ কোন্দল। শী'আ-সুন্নী, জাতি-উপজাতি কত কি ফেৎনা-ফাসাদের উপকরণ। অথচ রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন 'মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ভাই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮ 'আদব' অধ্যায়)*। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব নীতি মুসলমানগণ আজ বর্জন করেছে। মহানবী (ছাঃ)-এর নির্দেশ তাদের কাছে আজ মূল্যহীন।

মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন, 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ'। এ বাক্যটি আজ অসার হ'তে চলেছে। ইসলাম থেকে সরে গেলে মুসলমানদের অস্তিত্ব তো বিপন্ন হবেই।

সমগ্র বিশ্বের মুসলিম দেশের কথা বলব না, শুধু এশিয়া মহাদেশের মুসলিম দেশ সমূহের মুসলমানদের সংখ্যা ৭৬ কোটি। এই ৭৬ কোটি মুসলমানের রাষ্ট্র সংখ্যা ২৫টি। এই ২৫টি রাষ্ট্র এক জোটে থাকলে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মোকাবিলা করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। ৩ লাখ কিংবা ৬ লাখ লোকের একটি দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়ে কোন গৌরব নেই। তাকে সর্বদা শংকিত থাকতে হয় বহিঃশত্রুর ভয়ে। তাকে মন যুগিয়ে চলতে হয় শক্তিধরদের। তার পক্ষে সামরিক শক্তি অর্জন কোন কালেই সম্ভবপর হয় না। মালদ্বীপে একবার কয়েকজন সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী সেনা দেখতে পেয়ে প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল ক্বাইয়ূম পালিয়ে যান ভারতে। সামরিক শক্তিহীন রাষ্ট্রপতিদের অবস্থা এরূপ হ'তেই বাধ্য। মহীশূরের টিপু সুলতান বলেছিলেন, 'শৃগালের শতায়ূর চেয়ে সিংহের একদিনের জীবনও উত্তম'। উক্তিটি যথার্থ এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম দেশের শাসকবর্গ বিষয়টি ভেবে দেখলে এবং আমলে আনলে নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। আল্লাহ আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করুন এবং ইহুদী-খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী

(ইস্টার্ণ ব্যাংকের পশ্চিমে)

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮; ০১৭১-৯৩০৯৬৬।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ঘোড়ার মালিকের বিপদ

মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সব কিছু করা অপরিহার্য। লোকে কি বলবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা সমীচীন নয়। কেননা একসাথে সবাইকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তাহ'লে ঘোড়ার মালিকের দশা হবে।

এক ব্যক্তি তার ঘোড়ায় চড়ে সফরে বের হয়েছে। সাথে স্ত্রী ও পুত্র হেঁটে যাচ্ছে। একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকেরা বলতে লাগল, দেখ কত বড় নিষ্ঠুর ব্যক্তি! বিবি-বাচ্চাদেরকে হাঁটিয়ে মারছে। আর নিজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছে।

একথা শ্রবণে লোকটি ভাবল, লোকেরা ঠিকই তো বলছে। এই ভেবে সে ঘোড়া থেকে নেমে গেল এবং ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে স্ত্রী সহ হেঁটে যেতে লাগল। কিছু দূর যাওয়ার পর ছেলেকে ঘোড়ার পিঠে দেখে লোকেরা বলল, দেখ, ছেলেটা কত বড় বে'আদব! নিজে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর মাতা-পিতাকে হাঁটিয়ে নিচ্ছে।

লোকটি ভাবল, এরা তো ঠিক বলেছে। সুতরাং এবার স্ত্রীকে ঘোড়ায় বসিয়ে বাপ-বেটা হেঁটে যেতে লাগল। অতঃপর আরেকটি গ্রাম অতিক্রমকালে লোকেরা বলতে লাগল, একেই বলে স্ত্রীর পায়রবী। লোকটি ভাবল, এরাও তো ঠিকই বলছে। এই ভেবে সে স্ত্রী-পুত্র সবাইকে নিয়ে পুনরায় ঘোড়ায় চেপে বসল।

অতঃপর অপর এক গ্রাম অতিক্রমকালে লোকেরা এ দৃশ্য দেখে বলল, ঘোড়াটাকে একেবারে মেরে ফেলবে? একটা ঘোড়ায় এক সাথে কতজন মানুষ সওয়ার হয়েছে দেখ! লোকটি দেখল, সবাই ঠিক বলছে। এবারে তারা সকলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং ঘোড়ার লাগাম ধরে সকলে হাঁটতে লাগল। কিছু পথ অতিক্রমের পর লোকেরা বলতে লাগল, 'না-শোকর' বান্দা একেই বলে। আল্লাহর নে'মতের কোন কদর নেই। নিজের যানবাহন আছে, অথচ সবাই হেঁটে হেঁটে মরছে। পালাক্রমে এক একজন করে চড়লেও তো পারে। সওয়ার হওয়ার যদি ইচ্ছাই না থাকত তবে ঘোড়াটি সাথে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল। ঘরে বেঁধে রেখে আসলেই তো ভাল ছিল।

লোকটি দেখল, ঘোড়ায় চড়ার কোন পদ্ধতিই আর বাকী রাখা হয়নি। সুতরাং এখন ঘোড়ায় না চড়ে এবং ঘোড়াকে শুধু হাঁটিয়ে না নিয়ে অন্য কোন পদ্ধতি আছে কি-না তাই করতে হবে।

লোকটির মাথায় একটি বুদ্ধি আঁটল। একটি লম্বা বাঁশ নিয়ে আসা হ'ল। বাঁশে ঘোড়ার চার পা বেঁধে ঘোড়াকে ঝুলিয়ে বাঁশের দুই দিক থেকে বাপ-বেটা ঘাড়ে করে চলতে লাগল। ঘোড়ার মাথা নীচের দিকে আর পা উপরের দিকে। একটি নদী পার হওয়ার জন্য তারা যখন সাঁকো পার হচ্ছিল, তখন এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাড়ার ছেলেরা সব 'হো হো' করে হাসতে লাগল এবং চিৎকার করে উঠল। তাদের চিৎকারে ঘোড়া ভয় পেয়ে এক ঝাঁকুনি মেরে ছিটকে নদীতে পড়ে গেল। ওদিকে বাঁশের বাড়ি খেয়ে দুই বাপ-বেটা উপুড় হয়ে পড়ে কারো মাথা কাটলো কারো থুথনী কেটে রক্ত বের হ'তে লাগল।

লোকটি দেখল, মানুষকে সন্তুষ্ট করার বিপদ কত মারাত্মক। এত চেষ্টা করেও মানুষকে সন্তুষ্ট করা গেল না। অবশেষে ঘোড়াও হারাল, মাথাও কাটল।

সুতরাং মানুষের মন্তব্যকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে শরী'আতের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিতে হবে। মানুষকে এবং আল্লাহকে এক সঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। মানুষের উক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিলেই সার্বিক জীবনে অগ্রগতি সম্ভব।

ক্ষেত-খামার

সুপার তেলাপিয়া ঃ কম খরচে বেশী আয়

মৎস্য চাষের দিকে ঝুঁকছেন এখন অনেকেই। যারা আগ্রহী তাদের লক্ষ্য, কিভাবে কম খরচে বেশী আয় সম্ভব। সেদিক থেকে স্বল্প পরিসরে অথবা বড় আকারে সুপার তেলাপিয়া-০০১ চাষ হ'তে পারে লাভজনক। বর্তমানে থাইল্যান্ডের মাছচাষীদের মধ্যে এই মৎস্য চাষ খুবই লাভজনক এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শুধু থাইল্যান্ড নয়, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মালদ্বীপ সহ আরও অনেক দেশেই এর চাষ কম-বেশী শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের মাটি, জলবায়ু, আবহাওয়া সবকিছুই এ মাছ চাষের জন্য উপযোগী। ফলে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আমাদের মাছচাষী ভাইদের রয়েছে। যেকোন পুকুর, ঘের কিংবা মিশ্রভাবেও এ মাছ চাষ করা সম্ভব। এ মাছের বৈশিষ্ট্য হ'ল খুব দ্রুত বর্ধনশীল এবং খেতে সুস্বাদু। মাত্র ১২০ দিনে এ মাছের ওযন ২০০-৩০০ গ্রাম বৃদ্ধি পায়। লবণ ও মিষ্ট উভয় পানিতে এটি চাষ করা সম্ভব। এ মাছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল এরা বংশ বিস্তার করে না। সেকারণ বৃদ্ধিও পায় খুব দ্রুত। এতদ্ব্যতীত এ মাছের আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

- ❑ নাইলোটিকা, গিফট বা লাল তেলাপিয়ার চেয়ে এর উৎপাদনশীলতা গড়ে ৪০% বেশী।
- ❑ যেকোন খাবার এরা পসন্দ করে।
- ❑ এ মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তাই সহজে এরা রোগাক্রান্ত হয় না।
- ❑ একই পুকুরে বৎসরে একাধিকবার চাষ করা যায়।

চাষ করার পদ্ধতিঃ

- ❑ ৩/৪ ফুট গভীর পানির যেকোন পুকুরে এই তেলাপিয়া চাষ করা যায়। পুকুরের গভীরতা বেশী হ'লেও তাতে কোন অসুবিধা নেই।
- ❑ পুকুরে সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে দিতে পারলে ভাল। অথবা রাক্ষুসে মাছ নিধন করে সেখানে পোনা ছাড়তে হবে।
- ❑ প্রতি শতাংশে ৩/৪ কেজি গোবর ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করার ৭ দিন পর পোনা ছাড়তে হয়।

শিমের পুষ্টিগুণ

শিম বাংলাদেশের একটি শীতকালীন সবজি। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। শিমের কচি বীজে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার। তাই এটি খাদ্য হিসাবে খুবই উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' এবং 'সি' থাকে। খাদ্য উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম শিমে থাকে ৩.৯ গ্রাম প্রোটিন। আর মানবদেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত প্রতি ১০০ গ্রাম শিমে রয়েছেঃ শ্বেতসার ৮.০ গ্রাম, স্নেহ ০.৭ গ্রাম, ক্যারটিন ৩১২ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন 'সি' ২০০ মিঃ গ্রামঃ লৌহ ৪৮ কিলোক্যালরি। তাই শিম দেহের রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

॥ সংকলিত ॥

চিকিৎসা জগৎ

শিশুর দম বন্ধ হওয়া

ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী*

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শতকরা ২৫ ভাগ সন্তান হাসপাতালে বা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে জন্ম লাভ করে। আর ৭৫% ভাগ শিশু জন্ম নেয় গ্রাম্য পরিবেশে। আমাদের দেশে শতকরা ৯৮ ভাগ শিশুই গ্রাম্য পরিবেশে এবং অনভিজ্ঞ ধাত্রীর দ্বারা প্রসব হয়ে থাকে। ফলে ৯০% শিশুই দম বন্ধ বা শ্বাস কষ্ট জনিত রোগে ভুগে। নিম্নে এ রোগের কারণ, প্রতিকার ও চিকিৎসা বিধৃত হ'লঃ

কারণঃ

(১) অকল্যাণকর মানুষ বা জিন-ভূত শিশুর ক্ষতি করতে পারে, এই ধারণায় সন্তান জন্মের পরে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রাখা। এতে অক্সিজেনের অভাব হেতু শ্বাস কষ্ট হয়।

(২) ঘরে আগুন থাকলে জিন-ভূত আসতে পারবে না, এই ধারণায় ৭দিন পর্যন্ত কয়লার আগুন মাটির পাতিলে রাখা। ফলে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাসে ঘর পূর্ণ হয়ে দম বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) সন্তান জন্মের সময় যদি শ্বাস বন্ধ থাকে বা কাঁদতে বিলম্ব হ'লে সঙ্গে সঙ্গে গামলাতে পানি এনে উক্ত পানির মধ্যে সদ্যজাত সন্তানকে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

(৪) জন্মের পরে যদি নড়াচড়া কম করে বা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই মনে হয় তখন প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি নাভীতে ঢালা হয় (এটা গুরু, ছাগলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়)। মায়ের পেটের ভিতরে যে পরিবেশে ছিল, তা থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ঠাণ্ডা লাগাতে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

(৫) সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের স্তনে দুধ সঞ্চয় হয় না। ফলে শিশুকে গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াতে হয়। অনভিজ্ঞ ধাত্রীরা গাঢ় দুধ শায়িত অবস্থায় শিশুকে খাওয়ান। ফলে শিশুর দম বন্ধ হয়ে হিক্কা শুরু হয়। তখন কাঁথা-বালিশ শিশুর বুকের উপর চাপা দেওয়া হয়। ফলে শ্বাসকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।

(৬) ৭ দিনের মধ্যে বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করতে হবে হেতু প্রসূতির ঘরের মেঝেতে প্রচুর পরিমাণে পানি ঢেলে পরিষ্কার করা হয়। এতে গোটা ঘর স্যাঁতস্যাতে হয়ে যায়। ফলে শিশুর শ্বাসকষ্ট হয়।

(৭) অনভিজ্ঞ মায়েরা সন্তানকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে স্তনের বোটা মুখে দেওয়ার সময় স্তনের চাপ সন্তানের নাকের উপর পড়ে দম বন্ধ হ'তে পারে।

(৮) অনেক সময় মায়ের স্তন আক্রান্ত হ'লে স্তনে অধিক দুধ সঞ্চয় হয়ে থাকে। দুধ খাওয়ানোর সময় প্রবল বেগে মুখের মধ্যে প্রবেশ করে দম বন্ধ হ'তে পারে।

(৯) দীর্ঘ সময় ধরে সরাসরি ফ্যানের বাতাস শিশুর গায়ের উপর পড়লে শিশুর নাকে মুখে বাতাস ঢুকে ঠাণ্ডাজনিত কারণে দম বন্ধ বা শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে।

* ডি, এইচ, এম, এস; হোমিও রিসার্চ কর্ণার, তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

প্রতিকারঃ

(১) গ্রাম্য কুসংস্কার পরিত্যাগ করে শিশু ও প্রসূতির ঘরে প্রর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) জিন-ভূত বা অকল্যাণকর কিছু শিশুর ক্ষতি করতে পারে এমন ধারণা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে আল্লাহ্ একমাত্র কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক এটা বিশ্বাস করতে হবে।

(৩) ঘরের মধ্যে এমন কোন আগুন প্রজ্বলন করা যাবে না। যাতে ঘরে কার্বণডাই অক্সাইড বা ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়।

(৪) শিশুর জন্মে দিন মধু মুখে দেয়া হয়। মধু বিশুদ্ধ বা টাটকা নিশ্চিত না হয়ে খাওয়ানো যাবে না।

(৫) জন্মের সময় দম বন্ধ বুঝতে পারলে নাভীতে বা পানি না ঢেলে নাক ও মুখের ময়লা পরিষ্কার করে নাকে, শরীরে, মুখে 'ফুঁ' দিতে হবে। এছাড়া শিশুর হাত-পা ধরে একটু নাড়াচাড়া করলেও দম খুলে যেতে পারে।

(৬) ঘরে ফ্যান চালিয়ে বা মুক্ত বাতাসের জন্য জানালা সম্পূর্ণরূপে খোলা রেখে ঘুমাবেন না। এতে দীর্ঘ সময় বাতাস লেগে ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা হ'তে পারে।

(৭) শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় মাথা খাড়া রেখে সামান্য কাত ভাবে খাওয়াবেন।

(৮) ফিডারের বাতাস যেন শিশুর মুখে প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৯) যেকোন কারণে শিশুর হিক্কা হ'লে মাথা খাড়া রাখবেন। কোনক্রমেই শায়িত অবস্থায় কাঁথা-বালিশ দিয়ে শিশুর বুকের উপর চাপা দিবেন না। এছাড়া যেকোন সমস্যা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন। শিরক, বিদ'আতে জড়িত কোন কবিরাজের পরামর্শ নিবেন না। প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন প্রয়োগ করতে হবে।

চিকিৎসা (হোমিও প্যাথি)ঃ

প্রথমে রোগের কারণ ও লক্ষণগুলি খুব সাবধানতার সাথে অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে মায়ের শারীরিক দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। মায়ের সমস্যার কারণেই শিশুর সমস্যা হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি ঔধষ ও তার প্রয়োগ প্রদত্ত হ'ল-

(১) **Belledona- 6 or 30 শক্তিঃ** জন্মের পরপরই যদি গা গরম, প্রস্রাব-পায়খানা হয় না, মাঝে মাঝে হাঁচি, নাক ঘষা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ দেখা যায় তবে **Belledona** সেব্য।

(২) **Antrim tert- 3X, 30 শক্তিঃ** শিশুর দম বন্ধ ভাব হয়, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে, মুখ হা করে শ্বাস নেয়, বুকে ঘড় ঘড় শব্দ, জিহ্বায় সাদা প্রলেপ ইত্যাদি লক্ষণে **Antrim tert** ঔষধ ৩ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) **Cerbo veg- 30 শক্তিঃ** শিশুর দম বন্ধ হয়ে যদি পেট ফেঁপে যায়, শ্বাসকষ্ট হয়, অক্সিজেনের অভাব হয়েছে বুঝা যায়, ঘরে আগুনের কারণে গ্যাস হয়েছিল, পাখার বাতাসে শিশু আরাম পাচ্ছে ইত্যাদি বুঝা যায় তবে **Cerbo veg** প্রয়োগ করতে হবে।

(৪) **Amon cerb- 30 শক্তিঃ** যেকোন কারণে শিশুর দম বন্ধ হয়ে গেলে এবং শ্বাস গ্রহণের জন্য শিশু উঠার চেষ্টা করলে, সর্দি জনিত কারণে নাক বন্ধ থাকলে এবং হৃৎপিণ্ডের গোলযোগে দম বন্ধ ইত্যাদি কারণে **Amon cerb** প্রয়োগ করা যায়।

কবিতা

ঈদে কুরবান

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
বনগ্রাম এইচ,টি এল দাখিল মাদরাসা
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

বছর শেষে ঘুরে এলো কুরবানীর ঈদ
দেখনা চেয়ে মুসলিম জাতি ভেঙ্গে তোদের নীদ।
পুত্রের গলে ছুরি দিয়ে হইছি মুসলমান
কুড়াল দিয়ে মূর্তি ভেঙ্গে করছি খান খান।
স্ত্রী-পুত্রেরে নির্বাসন দিয়ে মক্কা করছি জয়,
আবে জমজম পাইছি মোরা ছাফা-মারওয়া সাঈর বিনিময়
জামারায় কংকর মেরে দূর করছি শয়তান
মিনাতে কুরবানী করে ত্যাগ করছি জান,
আরাফার মাঠে ক্রন্দন করে চাইছি গুনাহ মাফ
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে হৃদয় করছি ছাফ।
দো'আ মাগী 'মাক্বামে ইবরাহীমে' হে দয়াময় রহমান
বিশ্ব মুসলিম আমান রাখ জয় হউক কুরআন।
তোমার বারতা জারি হউক আজি সারা বিশ্ব জুড়ে
ঈদে কুরবান আসুক মোদের জীর্ণ কুটিরে ঘুরে।

হাতেম চাচা

-মুহাম্মাদ এবাদত আলী শেখ
পাংশা, রাজবাড়ী।

রাজধানী ঐ ঢাকায়
তিন সের চাল টাকায়,
খবর শুনে হাতেম চাচা
বুদ্ধি মনে পাকায়।
গাঁও-গেরামের হাল
দশ টাকা সের চাল,
থাকব না আর হেথায় পড়ে
ঢাকায় যাব কাল।
রাখল জমি ঋণ
টাকা হাযার তিন
ট্যাঁকে নিয়ে চাচা এলো
ঢাকায় পরের দিন।
হাযার লোকের ভীড়ে
চাচা চলছে ধীরে
বড় বড় দালান-কোঠা
দেখছে ফিরে ফিরে।
রিক্সা-মটর গাড়ী
চলছে সারি সারি
অবাক হয়ে হাতেম চাচা
দেখছিল মুখ নাড়ি।
এক বাবাজী এসে
বলল কথা হেসে,
সালাম দিয়ে বুকের মাঝে
ধরল চাচার ঠেসে।
ভাবল চাচা মনে
এমনি জনে জনে
কোলাকুলি করব আমি
সবাই যাতে চেনে।
আর কিছুদূর যেয়ে
পানের নেশা পেয়ে
এক দোকানে পান চায়ল
জর্দা পাতা দিয়ে।
দিতে পানের দাম
দেখল বিধি বাম
ট্যাঁকের টাকা সবই ফাঁকা
ঐ বাবাজীর কাম।
একি সর্বনাশ!
উঠল নাভিঃশ্বাস
মাথা ঘুড়ে পড়ল চাচা
ফিরল না নিঃশ্বাস।

ভাব হে মানুষ

-সিরাজুদ্দীন
গোলমুণ্ডা সিনিয়ার মাদরাসা
জলঢাকা, নীলফামারী।

কার দয়াতে এলে মানব কার সে তুমি সৃষ্টি
কার দয়াতে পাও তুমি অঝোর ধারায় বৃষ্টি।
কে দিয়েছেন মাঠের ফসল স্বচ্ছ শিশির কণা
রাতের বেলায় রূপালী চাঁদ রঙিন সে আলপনা।
বসন্তে ঐ কোকিল আসে গায় মধুর গান
ডাবের পানি খেয়ে বাঁচে মানবেরই প্রাণ।
কুলু কুলু নদীর পানি সাগর পানে ধায়
বর্ষা এলে ভাঙে দু'পাড় ঢেউ আছাড় খায়।
নানান গাছে দেখ নানান ফুটে থাকে ফুল
সুবাস তার মনকে সদা করে আকুল!
কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরে আম গাছেতে আম
একেক গাছের ফলের আবার একেক রকম নাম।
কার হুকুমে হয় এসব কার করুণা দান
ভাব হে মানুষ একটু খানি দিয়ে আপন মন॥

আহলেহাদীছ মানে

-একে,এম, শু'আইব
দুবইল, মান্দা, নওগাঁ।

'আহলেহাদীছ' মানে
বাঁচতে শেখা
আল্লাহ্র পথে চলতে শেখা,
নতুন জীবন গড়তে শেখা।
আহলেহাদীছ মানে
লিখতে জানা
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ
দলীল ভিত্তিক প্রচার করা।
আহলেহাদীছ মানে
জানতে চাওয়া
আল-কুরআনের দৃপ্ত শিখা
সমাজটাকে গড়তে শেখা
ত্বাগূতটাকে উপড়ে ফেলে
সত্য-ন্যায়ের বিজয় দেখা।
***

সোনামণি

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)-এর সঠিক উত্তর

১. Here (এখানে), Hear (শ্রবণ করা), Hare (খরগোশ), Hair (চুল)।
২. Wear, Sink, Hear, Shut, Pray.
৩. Bear, Dear, Fear, Hear, Tear.
৪. Beauty, Beauro, Lieutenant.
৫. Good, Book, Food, Moon, Room, Cook, Door.

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)-এর সঠিক উত্তর

১. আল্লাহ নিরাকার নন বরং সাকার। তিনি আরশে সমাসীন। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন। বরং তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজিত।
২. সূরা এখলাছ।
৩. ছালাত।
৪. ছিয়াম।
৫. মুনাফিক।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)

১। চার অক্ষরে নাম যার সবাই লাথি মারে
মাঝের দু'অক্ষর বাদ দিলে সবাই ভালবাসে তারে।

২। চার অক্ষরের শব্দটি মানুষের নাম হয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে ভয়ংকর স্থান বুঝায়।

৩। চার অক্ষরের এমন বিষয় পড়ে কষ্ট করে
দ্বিতীয় অক্ষর বাদ দিলে খায় মজা করে।

৪। দু'অক্ষরে নাম যার সর্বলোকে খায়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে শরীরের অঙ্গ হয়।

৫। তিন অক্ষরে নাম যার আবরণ বুঝায়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে অংকে সংখ্যা হয়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে থাকে
শেষের দু'অক্ষর বাদ দিলে পান করে লোকে।

❐ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগত)

১. মহাশূন্যে গমনকারী প্রথম প্রাণীর নাম কি?
২. আকাশপথে গমনকারী সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণীর নাম কি?
৩. স্থলপথে সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী কোন্‌টি?
৪. পানিতে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে সাঁতরিয়ে চলে কোন্ প্রাণী?
৫। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রাণী কোন্‌টি?

❐ হাবীবুর রহমান
সোনামণি প্রচার সম্পাদক
মারকায শাখা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

মেহেরপুর, ১২ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা ৩০ মিনিটে যেলার গাংণী থানাধীন গাড়াডোব হটাৎপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা পরিচালক শরীফুল ইসলাম, মেহেরপুর যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ রফীযুদ্দীন। উক্ত প্রশিক্ষণে বেশ কিছু সোনামণি অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান প্রশিক্ষক অভিভাবকদের প্রতি সোনামণি সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল মুমিন ও ইসলামী জগরণী পরিবেশন করে মামূনুর রশীদ।

কুমারখালী, কুষ্টিয়া পূর্ব, ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি রবীউল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন পাথরবাড়িয়া মজিউর রহমান হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষক জনাব হাশিমুদ্দীন।

প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান এবং অত্র মসজিদের ইমাম মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'সোনামণি' যেলা পরিচালক আমীনুর রহমান বিন আব্দুস সালাম। প্রশিক্ষণে এলাকা 'যুবসংঘে'র নেতা ও কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া পশ্চিম, ১৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় স্থানীয় ধর্মদহ পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দুই শতাধিক সোনামণি বালক-বালিকার উপস্থিতিতে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণিদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠন, বাড়ীতে প্রবেশের ইসলামী রীতি ও দো'আ শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক যিয়াউর রহমান।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সমাপনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অত্র যেলার 'সোনামণি' প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর অত্র শাখার সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান এবং 'যুবসংঘে'র যেলা নেতৃবৃন্দ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পরিবেশন করে যথাক্রমে সোনামণি আব্দুল বাসিত্ব ও নাসমিরা খাতুন। প্রশিক্ষণ শেষে 'সোনামণি' শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

বাগমারা, রাজশাহী, ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৭-টা হ'তে সোনামণি কামরুল হাসানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ ও সহ-পরিচালক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' বাগমারা উপযেলার উপদেষ্টা মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম।

একই দিন বাদ যোহর হাটদামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে হাট দামনাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমীরুদ্দীন মণ্ডল-এর সভাপতিত্বে সোনামণি দায়িত্বশীল, সুধী ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ এবং হাটদামনাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযামুল হক্ব। বৈঠক পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র আতাউর রহমান বিন আমীরুদ্দীন।

মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর, ২৩ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কেশবপুর, যশোর শাখায় আব্দুল্লাহ আল-মামূন-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং কবীর হোসাইন-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ আরম্ভ হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠনে ইসলামী আদব-ক্বায়েদার গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে ৪০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

মা

শরীফ মুহাম্মাদ জাহিদুল হাসান
৪র্থ শ্রেণী, ছোট শালঘর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

বাবা যখন বকা দেন
বলেন ওরে বাঁদর,
মা তখন স্নেহের হাতে
দেন আমাকে আদর।
ভাইয়া-আপুর কাছে যদি
অংক করি ভুল,
বলেন তারা রেগে গিয়ে
ছিঁড়ব মাথার চুল।
এ কথাটি শুনার পরে
আম্মু ছুটে এসে;
জড়িয়ে আমায় ধরেন তিনি
মধুর ভালবেসে।

***

রিনির বিড়াল

মাহফূযা খাতুন
চতুর্থ শ্রেণী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

রিনির বিড়াল টিনি
খায় দুধভাত-চিনি॥
মাছের কাঁটা খায় না
ধরে নানান বায়না॥
বাড়ির যত পোলায়
তারে ভীষণ জ্বালায়॥
কেউবা দু'কান ধরে
পিঠের ওপর চড়ে॥
রিনির আদর পেলে
সব কিছু যায় ভুলে॥
অন্ধকারে সারারাতি
ঘরে ঘরে আতিপাতি॥
মাঝে মাঝে থাবা মেরে
সলই ইঁদুর ধরে॥
বাড়ির সবাই কয়
টিনির নেইকো ভয়॥
রাতের বেলায় শেষে
ঘুমায় রিনির পাশে॥

***

বিদায়

আবু রায়হান
৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া
মাদরাসা, রাজশাহী।

বিদায়কালে মাকে আমি
কেঁদে কেঁদে বলি
দো'আ কর মাগো তুমি
বড় হব আমি।
বড় হয়ে আমি মাগো,
করব দেশের সেবা,
ক্ষুধার জ্বালায় মরে যারা
এক মুঠো ভাত পায় না তারা।
নিজের খাবার তুলে দিব
মাগো তাদের মুখে।
দুঃখ যাদের নিত্য সাথী
কষ্ট সারাটি জীবনে,
তাদের কষ্ট ঘুঁচাব আমি
দিয়ে নিজের প্রাণ।'
মাগো তুমি দো'আ কর
এই আশাটা হয় যেন মোর পূরণ।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

চট্টগ্রামে ১১ জনকে পুড়িয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে বাঁশখালী উপযেলার দক্ষিণ সাধনপুরের শীলপাড়ায় গত ১৮ নভেম্বর মধ্যরাতে ডাকাতরা লুটপাটে ব্যর্থ হয়ে নবজাতক শিশুসহ একই পরিবারের ১১ জন নারী-পুরুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। জানা যায়, ৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাত সাড়ে ১২-টার দিকে শীলপাড়ার তেজেন্দ্র শীলের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় ঘরের লোকজন মাটির দ্বিতল ঘরের দোতলায় আশ্রয় নিলে সন্ত্রাসীরা চারদিকে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে কাঁথা-বালিশ জড়ো করে নীচতলায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তালাবদ্ধ মাটির ঘরে দুর্বৃত্তদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে ১১ জন আস্ত জীবন্ত মানুষ পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। মাত্র ৪ দিন বয়সী এক নবজাতকের তুলতুলে দেহ পুড়ে মিশে যায় ছাইভস্মের সাথে। পরিবারের ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন দ্বিতীয় তলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায়। স্মরণকালের নযীরবিহীন বর্বরতম ও হৃদয়বিদারক এ ঘটনায় বাঁশখালীসহ গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার দিন বিকেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ হাযার টাকা এবং বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম ৩৫ হাযার টাকা প্রদান করেন।

[এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা গভীরভাবে দুঃখিত ও বেদনাহত। কিন্তু এগুলি কি হঠাৎ করে ঘটেছে? সন্ত্রাসকবলিত বাঁশখালিতে গত কয়েক বছর যাবত বেঘোরে লাশ পড়ছে। প্রশাসন সেখানে কার্যতঃ অচল। ফলে সন্ত্রাসীরা এখন বেপরোয়া। ঘটনার এক সপ্তাহের মাথায় ঝালকাঠিতে অনুরূপভাবে ৫ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। খুলনায় ৫ জনকে ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করা হয়েছে। বছর দু'য়েক আগে মেহেরপুরে যখন লাল্টুকে জীবন্ত ধরে জ্বলন্ত ইটভাটায় নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়, তখন যদি প্রশাসন কঠোর শাস্তির বিধান করতে পারত, তাহ'লে পুড়িয়ে মারার এই নারকীয় দৃশ্য হয়ত দেশবাসীকে দেখতে হতো না। প্রশাসন আল্লাহ্‌র নিকটে কি কৈফিয়ত দিবে? (স.স)]

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যেকোন যেলা হাসপাতাল ও সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে কোন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে রেফার করা হ'লে সংশ্লিষ্ট ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল' থেকে বিনামূল্যে এই চিকিৎসা সেবা পাবেন। সম্প্রতি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত এক আদেশ জারি করেছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণভাবে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী চিকিৎসা সুবিধা ও ওষুধ বিনামূল্যে পাবেন। চিকিৎসা ব্যয়ের বিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পেশ করবেন। এরপর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই বিল অর্থ বিভাগ থেকে পরিশোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য যে, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গুরুতর ও জটিল রোগে আক্রান্ত হ'লে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে প্রায়ই উপায়হীন হয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রীসভার কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দেশে ৬৫০টি আদর্শ গ্রাম স্থাপন করা হবে

সরকার ভূমিহীন ও গরীবদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সারাদেশে ৩১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫০টি আদর্শ গ্রাম স্থাপনের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় কমিশন (ইমি) যৌথভাবে এই প্রকল্পের অর্থ যোগান দেবে। এই প্রকল্পের আওতায় সরকার ২০০১-২০০৭ সালের মধ্যে ৪৮ হাযার পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৬৫০টি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতি গ্রামে ২৩ লাখ ১০ হাযার টাকা ব্যয়ে ৬০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হবে। প্রতি দু'টি পরিবারের জন্য একটি করে স্যানিটারি পায়খানা, গড়ে ১০টি পরিবারের জন্য একটি করে টিউবওয়েল এবং প্রতিটি আদর্শ গ্রামে একটি কমিউনিটি সেন্টার ও দু'টি বড় পুকুর থাকবে।

[সরকারের এই পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু এটা যেন দলীয় ক্যাডারদের পুনর্বাসন প্রকল্পে পরিণত না হয়। সরকারী দলের বাইরে দেশে বহু বেসরকারী ট্রাষ্ট ও যুবসংগঠন রয়েছে, যারা স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে চায়, তাদেরকে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সুযোগ দিতে অনুরোধ রইল (স.স)]

ভারতীয় ফেনসিডিলের অনুকরণে ফেনসিলেক্স

ভারতীয় মাদকদ্রব্য ফেনসিডিলের অনুকরণে ঝিনাইদহের একটি ওষুধ কোম্পানী 'ফেনসিলেক্স' তৈরী করে বাজারজাত করেছে। কাশির সিরাপ বলা হ'লেও মূলতঃ ঐ ফেনসিলেক্স সেবনে ফেনসিডিলের মতই নেশা হচ্ছে। ১শ' মিলি সিরাপের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ১৫ টাকা। সহজলভ্য ও স্বল্প মূল্যের হওয়ায় মাদকাসক্তরা নতুন করে ফেনসিলেক্স সেবনের দিকে ঝুঁকছে।

[মুসলমানের প্রতিভা ব্যয় হচ্ছে মাদক আবিষ্কারে। অথচ আল্লাহ পাক ঐ প্রতিভা দিয়েছিলেন তার বান্দার সেবার মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি হাছিলের জন্য। উক্ত মাদক সেবনে যত লোক পাপকর্ম করবে, সকল পাপের সমপরিমান পাপ উক্ত ঔষধ কোম্পানীর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। অতএব ঔষধ কোম্পানী জাহান্নাম খরিদ করা থেকে বিরত হ'লেই তাদের ও দেশের মঙ্গল হবে (স.স)]

মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে ৭ বছরে দেড়শ' কোটি টাকা আয়

চুক্তির পর থেকে গত ৭ বছরে মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে সরকারের আয় হয়েছে প্রায় দেড়শ' কোটি টাকা। লাইসেন্স ফি, রয়্যালটি ইত্যাদি বাবদ এ টাকা আদায় হয়েছে। আদায়কৃত অর্থের মধ্যে গ্রামীণ ফোন ১শ' ১০ কোটি ৭৭ লাখ ১৯ হাযার ৩শ' ৫০ টাকা, টিএমআইবি লিঃ ১৬ কোটি ৩২

লাখ ৬২ হাযার টাকা এবং সেবা টেলিকম লিঃ ১৩ কোটি ৩৩ লাখ ৬৭ হাযার টাকা প্রদান করেছে। আগামী জুন মাসে বিটিটিবি'র মোবাইল ফোন বাজারে আসলে এ টাকা দ্বিগুণ ছাড়িয়ে যাবে। দেশের প্রধান ৪টি মোবাইল কোম্পানীর গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে সাড়ে ১৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অন্তর্মুখী টিএণ্ডটি সংযোগ কল ফ্রি করা সহ কল রেট কমে আসলে ২০০৫ সাল নাগাদ মোবাইল ফোনের গ্রাহক ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই টিএণ্ডটির মোবাইল ফোন বাজারে আসার খবরে বেসরকারী মোবাইল কোম্পানীগুলি তাদের সুবিধা সম্প্রসারণ করেছে। খুব শীঘ্রই আরো কিছু প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করা হবে।

নোয়াখালীর চরক্লার্কে গণপিটুনিতে ৪০ বনদস্যু নিহত

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী নোয়াখালী যেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল দক্ষিণ ক্লার্কের বনাঞ্চলে গত ৭-১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতার পণপিটুনিতে প্রায় ৪০ বনদস্যু নিহত হয়েছে। এছাড়া ২৫ জন গ্রেফতার এবং অন্ততঃ ৩০ জন আহত হয়েছে। তবে এলাকা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, নিহতের সংখ্যা এর দ্বিগুণ হবে। বিক্ষুব্ধ জনতা কুখ্যাত বনদস্যু নইব্যা চোরার আস্তানা হিসাবে চিহ্নিত ২টি বাজার ও বনদস্যুদের ৪০টি বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী গত ৯ ডিসেম্বর বিকালে দক্ষিণ চরক্লার্কের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্থানীয় সংসদ সদস্য, নোয়াখালী যেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে তিন সহস্রাধিক এলাকাবাসী ও পুলিশ চরক্লার্ক বন ঘিরে রাখে।

উল্লেখ্য যে, চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লার্ক উড়িরচর এলাকার বিশাল চরাঞ্চলে নূরুন্নবী ওরফে নইব্যা চোরার অবস্থান প্রায় শতাধিক কিলোমিটার এলাকা বেষ্টিত। চরক্লার্ক নইব্যা চোরাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মেঘনা নদীতে জেগে উঠা নলেরচর, চরনঙ্গলিয়া ও চরমজিদ যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রামগতির কুখ্যাত বনদস্যু জাহাঙ্গীর ও চরবাটা ইউপির এক সময়ের নৌকা মাঝি কুখ্যাত বাশার মাঝিবাহিনী। এই দুই দুর্ধর্ষ দস্যু প্রায় ৪শ' লোক নিয়ে ১টি বাহিনী গঠন করে প্রায় ২ শতাধিক বর্গকিলোমিটার চরাঞ্চল ও বিশাল নদীপথে আধিপত্য কায়েম করে। গত কয়েক বছরে এসব দস্যুর হাতে এলাকার ২ লাখ লোক যিম্মি ছিল। দেড়-দু' হাযার মহিলাকে ধর্ষণ করে এরা। ২০০ জন অপহৃত এবং শতাধিক নিহত হয়েছে এদের হাতে। ডাকাতি হয়েছে তিন শতাধিক বাড়ীতে।

উক্ত অভিযানের ফলে জনসাধারণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। নির্যাতিত হাযার হাযার পরিবার শুকরিয়া প্রকাশ করে নফল ছালাত আদায় করেছে।

[সরকারের শুভ উদ্যোগে সৃষ্ট দেশের ২য় সুন্দরবন বলে খ্যাত উক্ত চর এলাকায় এইসব বনদস্যু হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এরা সবাই সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সৃষ্ট। এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বর্তমান সরকার নিঃসন্দেহে একটি শুভ সূচনা করেছে। কিন্তু হাযার হাযার বনদস্যুর মধ্যে যারা মূল নায়ক ও নেপথ্য নায়ক, তারা কেউ আজও ধরা পড়েনি। হয়ত পড়বেও না কোনদিন। তাহ'লে অভিযান পরবর্তী এদের পাল্টা হামলা ঠেকাবে কে? সরকার সেই দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলেই নিরীহ জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ হবে (স.স)]

দেশে পায়খানাবিহীন পরিবার দেড় কোটি

গত ২ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প-১-এর পর্যালোচনা সভা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জানানো হয়, সারাদেশে প্রায় দেড় কোটি পরিবারের অস্বাস্থ্যকর পায়খানাসহ পায়খানাবিহীন পরিবার রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী প্রায় ৭০ লাখ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদান করা হবে। সভায় আরো বলা হয়, দেশের অস্বাস্থ্যকর পায়খানা ও পায়খানাবিহীন অবশিষ্ট ৮০ লাখ পরিবারকে বিভিন্ন এনজিও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রদান করবে।

কম খরচে বিদেশে ফোন

বাংলাদেশ টিএণ্ডটি বোর্ড (বিটিটিবি) হ'তে আলাদা এক্সেস কোডের মাধ্যমে স্বল্পব্যয় রুটে বৈদেশিক কল করার নতুন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়াসহ অনেক দেশে বর্তমান চার্জের এক-তৃতীয়াংশেরও কম ব্যয়ে বৈদেশিক কল করা সম্ভব হবে। বৈদেশিক অপারেটরদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ শেষ করে শিগগিরই এ ব্যবস্থা চালু হবে বলে 'বিটিটিবি' চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'টিএআর' ভিত্তিতে যেখানে অষ্ট্রেলিয়ায় ফোন করার জন্য প্রতি মিনিটে পিক-আওয়ারে ৩০ টাকা এবং অবপিক আওয়ারে ২২ টাকা দিতে হয়, সেখানে এক্সেস কোড-এর মাধ্যমে স্বল্পব্যয় রুটে ফোন করতে অপর প্রান্তের স্থির ফোনের ক্ষেত্রে মাত্র সাড়ে ৭ টাকা এবং মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ১৮ টাকা দিতে হবে। কানাডা টিএআর ভিত্তিতে বর্তমানে প্রতি মিনিটে পিক-আওয়ারে ৪০ টাকা এবং অবপিক-আওয়ারে ৩০ টাকা চার্জ নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু এক্সেস কোডের মাধ্যমে অপর প্রান্তের স্থির ও মোবাইল উভয় ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে নেয়া হবে ৭ টাকা। যুক্তরাষ্ট্রেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে সাড়ে ৭ টাকা কলচার্জ নেয়া হবে। হংকং, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে এক্সেস কোডের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয় রুটে বৈদেশিক কলরেট হবে অপর প্রান্তের স্থির ও মোবাইল উভয় ফোনের ক্ষেত্রেই সাড়ে ৭ টাকা। এসব দেশে টিএআর ভিত্তিতে পিক-আওয়ারে মিনিটপ্রতি ৩০ টাকা এবং অবপিক-আওয়ারে মিনিটপ্রতি ২২ টাকা দিতে হচ্ছে, যা সামনেও অব্যাহত থাকবে। তবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক্সেস কোডের মাধ্যমে ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও যুক্তরাজ্যে মিনিটপ্রতি অপরপ্রান্তে স্থির ফোনের ক্ষেত্রে সাড়ে ৭ টাকা এবং মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ১৮ টাকা চার্জ দিতে হবে।

বিদ্যুৎ চুরিকে অযামিনযোগ্য অপরাধ গণ্য করে নতুন আইন

বিদ্যুৎ চুরিকে অযামিনযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে কঠোর শাস্তির বিধানসহ নতুন বিদ্যুৎ আইন করতে যাচ্ছে

বিদ্যুৎমন্ত্রণালয়। আগামী তিন মাসের মধ্যে এই আইন চূড়ান্ত করা হবে। নতুন আইনে বিদ্যুৎ চুরির জন্য সর্বোচ্চ জেল পাঁচ বছর এবং জরিমানা সর্বোচ্চ পঁচিশ হাযার টাকা হ'তে পারে। সর্বনিম্ন জেল হবে তিন মাস এবং জরিমানা হবে ৫ হাযার টাকা। যেকোন সময় যেকোন স্থানে ভিজিলেন্স টীম বিদ্যুৎ চুরির বিষয়টি অনুসন্ধান চালাতে পারবে। বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিশেষ প্রতিরোধ বাহিনী এবং আলাদা পুলিশ স্টেশন স্থাপনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন আইনে। এদের বিচার হবে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমূদ গত ৬ ডিসেম্বর একথা জানান।

[অফিসের বড় চোরগুলিকে ধরে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিন। এক সপ্তাহে সব বন্দ হয়ে যাবে। কিন্তু নিজ দলীয় শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন কি-না সেটাই প্রশ্ন (স.স)]

অপরাধ কর্মকাণ্ডের নিরাপদ আশ্রয় কবরস্থান!

সন্ত্রাসীরা ইদানিং তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের জন্য কবরস্থানকে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন মুন্সীরটেক কবরস্থান থেকে কবরের মাটি খুঁড়ে পুলিশ ১৮ বস্তা ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মহাখালীর কবরস্থানে কবরের মাটি খুঁড়ে পুলিশ শীর্ষ সন্ত্রাসী নিহত ব্যাঙ্গা বাবুর লুকিয়ে রাখা অস্ত্র উদ্ধার করেছিল।

জানা যায় দুপুর ১২-টা ৩৫ মিনিটে ডিসি মাজেদুল হকের নেতৃত্বে ডেমরা, সূত্রাপুর ও সবুজবাগ থানার সমন্বয়ে প্রায় আড়াইশ' পুলিশ সূত্রাপুরের সন্ত্রাসকবলিত এলাকা মুন্সীরটেকে ব্লক রেইড শুরু করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উক্ত কবরস্থানটি সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে। ১০টি কবর খুঁড়ে শেষ প্রান্তে গিয়ে মোট ১৮ বস্তা ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। বস্তাগুলিতে ৩ হাযার ৩শ' বোতল ফেনসিডিল ছিল। সন্ত্রাসীরা এই কবরস্থানে ফেনসিডিল ব্যবসার আস্তানা গড়ে তুলেছিল। ফেনসিডিল বিক্রেতারা এই ফেনসিডিলের নাম দিয়েছিল 'বেহেশতের মেওয়া'।

['চোরা কভু শোনে নাকো ধর্মের কাহিনী' এজন্যই ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কঠোর শাসন অবশ্যই যরূরী (স.স)]

ওয়াসার পানির দাম বৃদ্ধি

এক বছরের মাথায় ঢাকা ওয়াসার পানির দাম আবার বেড়েছে। জানুয়ারী ২০০৪ থেকেই বর্ধিত মূল্য কার্যকর হবে। শতকরা ৫ টাকা বর্ধিত মূল্য কার্যকর হ'লে ওয়াসার বার্ষিক রাজস্ব আয় ৮ কোটি টাকা বাড়বে। তবে সিস্টেম লসের নামে ওয়াসার উত্তোলিত পানির অর্ধেকের বেশী অপচয় হচ্ছে। এই অপচয় না কমিয়ে ওয়াসা গ্রাহকদের উপর বর্ধিত মূল্য চাপিয়ে দিচ্ছে। ২০০৩ সালের জানুয়ারীতেও ওয়াসা আরেক দফা পানির মূল্য বাড়িয়েছিল। ঢাকা ওয়াসা সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে যে পানি উত্তোলন করা হয় এর ৫২ ভাগ সিস্টেম লসের নামে অপচয় হয়। উত্তোলিত পানির মাত্র ৪৮ ভাগ গ্রাহকদের কাছে পৌঁছায়। ঢাকা ওয়াসা এখন দৈনিক ১৪০ কোটি থেকে ১৫০ কোটি লিটার পানি উত্তোলন করছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার আবাসিক গ্রাহকদের প্রতি হাযার লিটারের জন্য ৪ টাকা ৭৫ পয়সা পরিশোধ করতে হয়। জানুয়ারী ২০০৪ থেকে আবাসিক গ্রাহকদের বর্ধিত মূল্যে প্রতি হাযার লিটারের জন্য ৫ টাকা পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত মূল্যে জানুয়ারী ২০০৪ থেকে বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ১৬ টাকা ৫৫ পয়সা পরিশোধ করতে হবে।

বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছি প্রয়োজনে কেড়ে নেব

-কলিকাতা বিজেপি অঙ্গ সংগঠনের হুমকি

ভারতের ক্ষমতাসীন কট্টর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বিজেপি সমর্থিত একটি ছাত্র সংগঠনের একদল কর্মী গত ১৩ ডিসেম্বর কলিকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন ভবনের সামনে সমবেত হয় এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা কলিকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার তাওহীদ হোসেনকে এই বলে হুমকি দেয় যে, 'আমরা (ভারত) বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছি, প্রয়োজন হ'লে সেই স্বাধীনতা ছিনিয়েও নেব'। ট্রাকভর্তি এই উগ্রমূর্তির যুবকদল শুধু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়নি, তারা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কেও কটুক্তি করেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগসহ আরো নানা অশোভন উক্তি ছিল তাদের শ্লোগানের মধ্যে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে যুবকরা প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। কোন কোন খবরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অগ্নিসংযোগ করার কথা জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভকারী যুবকরা সেখানে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে নেতারা দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, ভারত বাংলাদেশের মানচিত্র মুছে ফেলার ক্ষমতা রাখে। প্রয়োজনে সে ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, বিক্ষোভের প্রাথমিক পর্যায়ে ডেপুটি হাইকমিশন ভবনে কোন পুলিশকে দেখা যায়নি। পরে খবর দিয়ে আনা হ'লেও পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার বা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেনি; বরং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় ও সমর্থন দিয়েছে।

[বিজেপি'র অঙ্গ সংগঠনের উগ্র ছাত্র কর্মীদের বিক্ষোভ ও হুমকিসহ মারমুখী কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনৈতিক রীতিনীতির পরিপন্থী এবং সকল বিচারে অমার্জনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। আমরা এই ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। -সম্পাদক]

১০ লাখ লোককে দেড়শ' টাকা হারে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হবে

চলতি অর্থবছরে বয়স্ক ভাতার জন্য ১শ' ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মাসে ১শ' ৫০ টাকা হারে ১০ লাখ ব্যক্তির মাঝে এ ভাতা প্রদান করা হবে। গত ১৩ ডিসেম্বর 'বয়স্ক ভাতা প্রদান' সম্পর্কিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে বয়স্ক ভাতার পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়ানো হবে। গত অর্থবছরে মাসে ১শ' ২৫ টাকা হারে ৫ লাখ ব্যক্তির মাঝে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হ'ত। এবার থেকে স্থানীয়ভাবে ভাতা গ্রহণের উপযুক্ত ৬০ বা তদূর্ধ্ব ব্যক্তিদের মনোনীত করবে গ্রামসরকার।

বিদেশ

ভারত-ইসরাঈল শত শত কোটি ডলারের সামরিক চুক্তি

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণের সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় গত ১০ সেপ্টেম্বর উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রতি ৬টি সামরিক চুক্তির প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। একই সাথে এ ঘটনায় ব্যাপক আকারে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে হাইটেক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করার ইসরাঈলী পরিকল্পনায় পাকিস্তান ও চীন তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করেছে। ইসরাঈলী উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সমরাস্ত্র ভারতে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন প্রদান করায় পর্যবেক্ষকগণ ধারণা করছেন যে, এর প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম এশিয়াতেও গিয়ে পড়বে। স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে 'ফ্যালকন রাডার' সরবরাহের কথা জানা গেলেও অন্যান্য সমরাস্ত্রের ব্যাপারে বেশ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু সবই সম্প্রতি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তান পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, চুক্তি অনুযায়ী ইসরাঈল ভারতকে এক বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬ হাযার ২শ' কোটি টাকার বিনিময়ে ৪টি দূরপাল্লার ফ্যালকন রাডার সরবরাহ করবে। এগুলি বসানো হবে রাশিয়ার তৈরি বিশালাকার ইলিউশিন-৭৬ বিমানে। ফলে ভারত খুব সহজেই পাকিস্তান তো বটেই চীনের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর মুভমেন্ট শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

এছাড়া ইসরাঈল ভারতকে দিচ্ছে এ্যারো (Arrow) এন্টি মিসাইলস। যা পাকিস্তানী ও চীনা যেকোন ক্ষেপনাস্ত্রকে আকাশে থাকতেই ধ্বংস করতে পারবে। পাকিস্তানী ও চীনা বাহিনী ভারতকে বা এর জঙ্গী বিমানকে লক্ষ্য করে কোন ক্ষেপনাস্ত্র ছোড়া মাত্রই ভারত ফ্যালকন রাডার দিয়ে তা শনাক্ত করবে এবং এ্যারো মিসাইল দ্বারা সেগুলি ধ্বংস করে দিবে। ফলে এই এলাকায় অন্যান্য রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র বহনক্ষম মিসাইল থাকলেও ক্ষমতার ভারসাম্য চলে যাবে ভারতের পক্ষে।

এ ছাড়া ইসরাঈল ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের জন্য 'বরাক ক্ষেপণাস্ত্র' দিয়েছে। ইসরাঈল ভারতকে পাকিস্তান, চীন ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আকাশ গোয়েন্দা বৃত্তি করার জন্য ৩শ' মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে সরবরাহ করেছে চালকবিহীন গোয়েন্দা বিমান। এই বিমানে স্থাপনের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলারের গ্রীন পাইন রাডার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ভারতকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া আরো অন্যান্য অস্ত্র প্রদানে চুক্তি ও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

[কাশ্মীর ও গুজরাটে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যাকারী ভারত সরকারের সাথে হাযার হাযার ফিলিস্তীনী হত্যাকারী ইস্রাঈলের সাথে সম্পাদিত এই চুক্তি মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এবং প্রতিবেশী অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সমূহের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেই যে পরিচালিত হবে, বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তা অত্যন্ত পরিষ্কার। একেই বলে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' সরকার সাবধান হৌন (স.স)]

রামসফেল্ড হিটলারের চেয়েও জঘন্য কসাই

-উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের কঠোর সমালোচনা করে তাকে হিটলারের চেয়েও জঘন্য কসাই বলে মন্তব্য করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার সরকারকে অপশক্তি বলে উক্তি করার পর গত ২২ নভেম্বর উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে তার সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়।

কোরিয়ার সরকারী বার্তা সংস্থা 'কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি' (কেসিএনএ) থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, রামসফেল্ড রাজনৈতিক বামন, মানুষরূপী আবর্জনা বা বিকারগ্রস্ত যা-ই হৌক না কেন আমাদের মর্যাদাবান ও অলংঘনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন সেজন্য আমরা তাকে কখনো ক্ষমা করব না। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, রামসফেল্ডের হাত বহু লোকের রক্তে রঞ্জিত, সে আসলে একজন কসাই এবং ফ্যাসিবাদী, স্বৈরাচারী, যার মধ্যে লাজ-শরমের কোন বালাই নেই। উক্ত বিবৃতিতে রামসফেল্ডকে বদের হাড্ডি বলে মন্তব্য করে স্রেফ ধারনার বশবর্তী হয়ে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন চালানোরও নিন্দা করা হয়।

[সাবার! উত্তর কোরিয়া (স.স)]

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মামলা বাড়ছে

যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডিয়ারবোর্ন শহরে বসবাসকারী আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২ বছরে এ শহরে আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৯ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে অনারব ও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আদালতের ১ লাখ রেকর্ড বিশ্লেষণ করে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

[আল্লাহ বলেন, ইহুদী-নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দলভুক্ত হবে' (বাক্বারাহ ১২০)। অতএব আমেরিকা পাগল মুসলমানেরা সাবধান হও (স.স)]

জনগণ আমাকে কেন ঘৃণা করে জানি না

-বুশ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার সাম্প্রতিক বৃটেন সফরকালে সাংবাদিকদের কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম প্রশ্নটি ছিল, জনগণ আপনাকে ঘৃণা করে কেন? জবাবে বুশ বলেন, জনগণ কেন আমাকে ঘৃণা করে তা আমার জানা নেই। তবে তিনি বলেন, জনগণ যে যুদ্ধ পসন্দ করে না সেটা আমি জানি। উল্লেখ্য যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর বৃটেন সফরকালে তিনি প্রচণ্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হন এবং তাকে 'বিতর্কিত' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে

বাকিংহাম প্রাসাদের অভ্যন্তরেই ২দিন ব্যাপী সফরের আনুষ্ঠানিকতার সম্পন্ন করে তাকে দেশে ফিরতে হয়।

[নমরূদ-ফেরাঊনরা কখনোই নিজেদের দোষ খুঁজে পায়নি। এ যুগের ফেরাঊন কিভাবে তা খুঁজে পাবে? শক্তিগর্বে মদমত্ত বুশ এখন নিজেকে 'বিশ্বসম্রাট' ভাবতে শুরু করেছেন। নিঃসন্দেহে তার পতন অবশ্যম্ভাবী (স.স)]

মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ

উগান্ডা সরকার গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। ঐ দেশে অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে গাড়ী চালানোর সময় ড্রাইভারের মোবাইল ফোন ব্যবহারকে দায়ী করা হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর উগান্ডার শ্রম, পরিবহন ও যোগাযোগমন্ত্রী জন নাসাসিয়া 'সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালন উপলক্ষে ঐ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, উগান্ডায় প্রতি বছর গড়ে ১ হাযার ৬৫০ জন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়।

[জন নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশেও যাতে সন্ত্রাসীদের হাতে মোবাইল ফোন না যেতে পারে, তার পন্থা উদ্ভাবন করা আসু যরূরী। বলা বাহুল্য, দেশে সন্ত্রাস ও ছিনতাই বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল মোবাইল ফোন (স.স)]

নিকারাগুয়ায় সাবেক প্রেসিডেন্টের ২০ বছর কারাদণ্ড

নিকারাগুয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আরনল্ড আলেমানকে বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে গত ৭ ডিসেম্বর ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। আলেমানকে অর্থলগ্নি, জালিয়াতি, আত্মসাৎ ও নির্বাচনী অপরাধসহ বিভিন্ন মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে বিচারপতি জুনা মোন্দেজ এই রায় ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, আলেমান ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

রাশিয়ায় ট্রেনে বোমা হামলাঃ নিহত ৩৬

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে চেচনিয়ার কাছে একটি ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণে প্রায় ৩৬ জন নিহত হয় এবং দেড় শতাধিক আহত হয়। রাশিয়ায় পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। গত ৫ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ৮-টায় ব্যস্ত সময়ে একটি কমিউটার ট্রেনে বোমা হামলা চালানো হয়। অধিক সংখ্যক লোক যাতে হতাহত হয় সে জন্যই এই সময়কে বেছে নেয়া হয় বলে মনে করা হচ্ছে। এসেনটুকি শহরের কাছে কমিউটার ট্রেনটির দ্বিতীয় বগিতে এ বোমা হামলা চালানো হয়। ফলে বগিটির ছাদ উড়ে যায়। ঘটনাস্থলে হামলাকারীর লাশ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, একই ট্রেন লাইনে গত সেপ্টেম্বরে অনুরূপ বোমা হামলায় ৬ জন নিহত হয়েছিল।

বিশ্বে স্কুল বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১২ কোটি ১০ লাখ

সারা বিশ্বে স্কুল বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১২ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৫০ লাখই মেয়ে। ইউনিসেফ গত ১১ ডিসেম্বর বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৪ প্রকাশকালে এ তথ্য জানিয়েছে।

মুসলিম জাহান

ইসলাম গ্রহণ করায় ইসরাঈল বিদ্যালয় থেকে ছাত্রী বহিষ্কার

ইসরাঈলের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ একজন ছাত্রীকে ইসলাম গ্রহণ করে হিজাব পরিধান করায় বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছে। ইসরাঈলী পত্রিকা 'ডেইলী মা'রিফ' জানায়, জায়নিস্ট ইয়ুথ বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকগণ ১৫ বছর বয়সী স্কার্ফ পরিহিতা এক ছাত্রীকে খুঁজে বের করেন। স্কার্ফ তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইঙ্গিত বহন করছিল। এছাড়া তার গলায় আরবীতে আল্লাহ্র নাম লেখা একটি লকেট এবং তার রুমে পবিত্র কুরআন শরীফের একটি কপি পাওয়া যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রীটিকে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য চাপ দেন। এতে সে সম্মত না হ'লে তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্কুলের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে ছাত্রীটি বলে, তার মতে, দুর্বিনীত, মেধাহীন এবং সক্রিয় নয় এমন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। বহিষ্কারের কারণ কোনভাবেই ধর্ম হ'তে পারে না। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই ঘৃণার জন্ম দেয়। এদিকে ইসরাঈলের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সহকর্মীদের প্রতি গালিগালাজ ও প্ররোচনামূলক আচরণের জন্য ছাত্রীটিকে বহিষ্কার করা হয়।

গজনীতে মার্কিন বোমা হামলাঃ ৯ আফগান শিশু নিহত

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গজনীতে মার্কিন বাহিনী বিমান হামলা চালিয়ে ৯টি নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করেছে। তালিবান মুজাহিদদের খতম করার নামে গত দু'বছর যাবৎ মার্কিন বাহিনীর ১১ হাযার ৫শ' সৈন্য আফগানিস্তানে নিরপরাধ আফগানদের হত্যা করছে। আফগান কর্মকর্তারা জানান, গত মাসেও মার্কিন বাহিনীর বোমা হামলায় ৮ জন নিরপরাধ আফগান নাগরিক নিহত হয়। এ ঘটনায় আফগান জনগণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর মার্কিন বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত শনিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় গজনীতে একটি মার্কিন এ-১০ জঙ্গী বিমান একটি বাড়ীতে হামলা চালায়। পরে স্থল বাহিনীর সৈন্যরা সেখানে ৯টি শিশুসহ ১০ জনের লাশ পড়ে থাকতে দেখে।

জেদ্দায় মহিলাদের জন্য শিল্পনগরী

সঊদী আরবের জেদ্দা শহরে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে এই প্রথমবারের মত একটি শিল্পশহর প্রতিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক দৈনিক 'আল-ইক্বতিছাদিয়াহ' এ কথা জানায়। এই শিল্প শহরে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, হস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হবে এবং ব্যবস্থাপনা ছবি আঁকা কাঠের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগও থাকবে। এই প্রকল্পে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা সঊদী মহিলাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। প্রশাসনিক কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রীধারী মহিলাদের নেওয়া হবে। ফলে শুধুমাত্র নারীদের জন্য এই শিল্প

শহরটি সঊদী মহিলা বেকারের সংখ্যা হ্রাস করতে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সঊদী আরবে বেকার নারীদের হার ২১ শতাংশ।

সঊদী আরবের সন্ত্রাসী তালিকায় ২৬ জনের নাম প্রকাশ

সঊদী আরব কর্তৃপক্ষ বেশীরভাগ সঊদী নাগরিকসহ ২৬ জনের নাম ঘোষণা করেছে, যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তাদের গ্রেফতারের জন্য ১০ লাখেরও বেশী ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

হাজীদের জন্য সঊদী আরবে বিশেষ মোবাইল সার্ভিস

আসন্ন পবিত্র হজ্জ মৌসুমে সঊদী টেলিকম হাজীদের জন্য মোবাইল সার্ভিস চালু করবে। 'সঊদী টেলিকম কোম্পানী'র এসটিসি প্রেসিডেন্ট খালেদ আল-মুলহেম জানান, হজ্জ মৌসুম চলাকালে সাময়িকভাবে পিলগ্রিমস মোবাইল সার্ভিসের চিটস বাজারে ছাড়া হবে। তিনি হাজীদের কাছে ন্যায্যমূল্যে মোবাইল হ্যাণ্ডসেট সরবরাহ করার জন্য বেসরকারী কোম্পানীগুলির প্রতি আহ্বান জানান। চলতি বছর সঊদী আরবের বাইরে থেকে ২০ লাখেরও বেশী লোক হজ্জে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ সময় পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ এবং সহযাত্রী হাজীদের খুঁজে বের করতে মোবাইল ফোন দারুণ কাজ দেবে।

ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন গ্রেফতার

ইরাকের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন গ্রেফতার হয়েছেন। গত ১৩ ডিসেম্বর রাত ৮-টা ১৩ মিনিটে তার প্রিয় জন্মস্থান তিকরিতের আদ-দাওয়ার শহরে একটি খামার বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি খামার বাড়ীর ৬/৮ ফুট ভূগর্ভস্থ একটি বাংকারে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেখানে একটি পাইপের মাধ্যমে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। কক্ষটির অবস্থান যাতে না বুঝা যায় সেজন্য বাংকারের মুখে ভাঙ্গা ইট ও আবর্জনা ফেলে রাখা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ও কুর্দী বিদ্রোহীদের সহযোগিতায় মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে। এই অপারেশন অভিযানে কুর্দী বিদ্রোহী ও মার্কিন সৈন্যরা মিলে মোট ৬'শ' জন অংশগ্রহণ করেছিল। অভিযানের ছদ্মনাম দেয়া হয় 'আপারেশ গ্রেট জন'। উল্লেখ্য যে, ১৩ তারিখ রাত ৮-টা ১৩ মিনিটে তাঁকে গ্রেফতার করা হলেও এ সংবাদ দীর্ঘক্ষণ গোপন রাখা হয় এবং ১৪ তারিখ বিকাল ৪-টার পর পাশ্চাত্যের ইলেকট্রোনিক প্রচার মাধ্যমগুলিতে প্রথমে প্রচার করা হয়। প্রচারে বিলম্বের কারণ হিসাবে জানানো হয় যে, গ্রেফতারের পর মার্কিন সৈন্যরা সাদ্দামকে শনাক্ত করতে বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে। গ্রেফতারের সময় তাঁর মুখমণ্ডলে দাড়ি এবং মাথায় উস্কোখুস্কো চুল ছিল। ফলে তাঁর দাড়ি কেটে এবং মুখের লালা নিয়ে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করা হয়। অবশ্য ইরাকের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্কিন সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পনকারী ইহুদী তারেক আযীয পূর্বেই তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং 'ইনিই সাদ্দাম' বলে শনাক্ত করে।

গ্রেফতারের পর সাদ্দামের বলিষ্ঠ উক্তিঃ গ্রেফতারের পর সাদ্দামকে দেখতে ক্লান্ত মনে হ'লেও তাঁর চোখে-মুখে কোনরূপ ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। বলিষ্ঠ কণ্ঠে মার্কিন সৈন্যদের সাথে কথা বলছিলেন তিনি। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে মার্কিন সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি এখনো ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট, নির্বাচন দাও আমি আবারো বিপুল ভোটে জিতব, আমি এখনো ইরাকের সকল জনগণের হৃদয়ের গভীরে অনুরণিত হচ্ছি' ইত্যাদি।

ইরাকী জনগণের প্রতিক্রিয়াঃ বুশ প্রশাসন মনে করেছিল সাদ্দাম হোসাইনকে গ্রেফতার করা হ'লে ইরাকের গেরিলা হামলা হ্রাস পাবে। কিন্তু বাস্তবে গেরিলা হামলা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হোয়াইট হাউস কর্মকর্তারা বলেছে, মার্কিনীদের উপর গেরিলাদের আত্মঘাতী হামলা আরও জোরদার হবে'। এদিকে সাদ্দাম হোসাইনকে গ্রেফতারের খবর প্রচার হওয়ার পর পরই রাজধানী বাগদাদ সহ বিভিন্ন শহরে দফায় দফায় বিস্ফোরণ, গেরিলা হামলা চালিয়ে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দখলদার মার্কিন বাহিনীকে শক্ত জবাব দিয়েছে দেশ প্রেমিক জনগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে এবং দৃপ্ত শপথ নিচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করার।

সাদ্দামের বিচারঃ বিশ্বের বিবেকবান মানুষের মধ্যে বর্তমানে যে বিষয়টি আলোড়িত হচ্ছে তাহ'ল প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন-এর বিচার কে করবে? কিভাবে হবে? সাদ্দামের অপরাধই বা কি? যে বিধ্বংসী অস্ত্রের অভিযোগে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, সে অস্ত্রের সন্ধান তো এখনো দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পায়নি। অবশ্য সাদ্দামের বিচারের ব্যাপারে বুশ আগাম বলে দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে। এদিকে আন্তর্জাতিক আদালত বলেছে, মৃত্যুদণ্ড তো দূরের বিষয় তার কোন শাস্তি হবে কি-না সেটাই সন্দেহ। এদিকে আন্তর্জাতিক আদালতে সাদ্দামের বিচার করা হবে না বলে মার্কিনীরা জানিয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে আন্তর্জাতিক আদালতে সাদ্দামের বিচার হ'লে থলের বিড়াল বেড়িয়ে আসবে। এতে খোদ আমেরিকাকেই বিপাকে পড়তে হবে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র সাদ্দাম জানেন আমেরিকার ইতিপূর্বেকার নানা ন্যাক্কারজনক পরিকল্পনা। আর কাঠগড়ায় দাঁড়ালে তিনি সবকিছু ফাঁস করে দিতে বাধ্য হবেন। সেকারণ তথাকথিত বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে বিচারের নামে প্রহসন মূলক ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের এই আপোষহীন নেতার প্রাণনাশের আশংকা করছে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

সাদ্দাম সকলের হৃদয়ে কেন? ৬৬ বছর বয়সী প্রবল প্রতাপশীল, সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইন কোন দিন সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মায়াচ্ছন্ন মাতৃভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাননি, আত্মহত্যার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করেননি; বরং আটকা পড়ার পরও নির্ভীক বীর সেনানীর ন্যায় বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন মার্কিনীদের কাছে।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুহাম্মাদী আন্দোলনের বীর সেনানী তিতুমীর' প্রবন্ধে ৯ পৃষ্ঠায় ৩য় প্যারায় 'বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পথিকৃত'-এর বদলে 'অন্যতম পথিকৃৎ' এবং ১০ম পৃষ্ঠায় ৪র্থ ও ৫ম প্যারায় 'আব্দুল ওয়াহহাব'-এর পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব' পড়তে হবে। -সম্পাদক

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

জ্বালানিবিহীন সেচযন্ত্র

পঞ্চগড় যেলার সদর উপযেলার যতনপুখুরী গ্রামের সাইফুল ইসলাম দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে মানুষের কল্যাণে একে একে ১৪টি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। সবগুলিই কৃষি কেন্দ্রিক। তিনি এখন বিজ্ঞানী নামে পরিচিত। দৃঢ় মনোবল, উৎসাহ আর উদ্ভাবনের নেশা তাকে আজ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তার উদ্ভাবনগুলির জন্য যেলা ও জাতীয় পর্যায়ে তিনি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। কিন্তু সরকারী সহায়তা ও অর্থের অভাবে তিনি সেগুলিকে বাজারজাত করতে পারছেন না। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান ও গরীব দেশ হওয়ায় বিজ্ঞানী সাইফুল ইসলাম সর্বশেষ উদ্ভাবন করেছেন জ্বালানিবিহীন সেচযন্ত্র। এটি বানাতে তেমন কোন যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। ফেলে দেওয়া সাইকেলের চেইন, গিয়ার, ফ্লাই হুইল, ভালব আর এঙ্গেল হ'লেই চলে। একটু আধুনিকায়ন করে ৫ হাযার টাকায় এটি বাজারজাত করা যাবে। পা দিয়ে চালিত এ যন্ত্রটি শ্যালো মেশিনের মতই পানি উত্তোলনে সক্ষম। একজন লোক একটানা কয়েক ঘন্টা এটি চালাতে সক্ষম। এর মাধ্যমে কমপক্ষে তিন একর জমি সহজেই সেচ দেওয়া সম্ভব বলে সাইফুলের দাবী। উল্লেখ্য যে, আর্থিক টানাপড়েন সত্ত্বেও তিনি উদ্ভাবন করেছেন বাঁশ দিয়ে তৈরী ইক্ষু মাড়াই কল, মূলাবীজ থেকে ভোজ্যতেল, দেশীয় উপকরণে স্প্রে মেশিন, ঢেঁড়স গাছ থেকে মণ্ড, অটো পানি উত্তোলন যন্ত্র, কলাগাছ থেকে শীতল পাটি ইত্যাদি।

ইউরো টানেল ঃ আধুনিক প্রযুক্তির মহাবিস্ময়

চির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ এবং ফরাসীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরনো হ'লেও বর্তমান বাস্তবতা হ'ল পরস্পর বিরোধী। এ দু'জাতির মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচনা করে দিয়েছে আধুনিক সভ্যতার এক বিশাল প্রকৌশল বিস্ময় 'ইউরো টানেল'। ইংল্যাণ্ড ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ। বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে বর্তমান পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রস্থের ইংলিশ চ্যানেল ছিল এ বিচ্ছিন্নতার কারণ। ইউরো টানেল বা চ্যানেল চালু হওয়ার পর বর্তমানে সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে এ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা। ইউরো টানেল দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ সুরঙ্গ পথে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারীতে ফ্রান্সের পক্ষে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রকৌশল বিস্ময় এ রেল সুরঙ্গ তৈরীর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বহু প্রকৌশলীর সম্মিলিত শ্রমের ফসল এ টানেল নির্মাণে ব্যয় হয় দেড় হাযার কোটি মার্কিন ডলার। ইংলিশ চ্যানেলের ৪৫ মিটার নীচ দিয়ে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ টানেলের নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে নিহত হয় ১০ জন শ্রমিক।

১৯৯৩ সালের ২০ জুন একটি যাত্রীবাহী ট্রেন ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রা করে। ১৯৯৪ সালের ৬ মে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ এবং ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেঁরা নিজ নিজ দেশের টানেলের অংশ উদ্বোধন করেন। একই বছরের নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখ থেকে সর্বসাধারণের রেলভ্রমণের জন্য টানেলটি খুলে দেওয়া হয়।

লজ্জাবতী গাছ লজ্জা পায় কেন?

লজ্জাবতী গাছকে গাছ বলা হ'লেও এটি বড় ধরনের কোন বৃক্ষ নয়। এটি ঘাস জাতীয় এক প্রকারের উদ্ভিদ। তবে একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এরা মনুষ্য সমাজে বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত। এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি হ'ল লজ্জা পাওয়া। লজ্জাবতী নামকরণ করা হয়েছে এদের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রেখেই। লাজুক মানুষ যেমন কারো সাথে কথা বলতেই লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলে, এ লজ্জাবতী গাছগুলিও তেমনি। এরাও কারো স্পর্শ পেলে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পাতাগুলি যায় নুয়ে, সারা শরীরটা গুটিয়ে আসে। অনেকে একে লাজুক মেয়ের সাথে তুলনা করে থাকেন। লজ্জাবতী গাছগুলি কেন এরকম আচরণ করে থাকে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরাও খুব চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাদের মতে, লজ্জাবতী গাছের পাতার গোড়া একটু ফোলা থাকে। এই ফোলা অংশের ভেতরে থাকে বড় বড় কোষ। এসব কোষ যখন পানি ভর্তি থাকে, তখন গাছের পাতার বোটা ফুলে উঠে এবং ডাঁটা সোজা হয়। কিন্তু লজ্জাবতী গাছে কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই তার সারা গায়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এদের শরীরে এসিটাইলিন নামে এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ আছে। এই পদার্থের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে সারা অঙ্গে। তখন এ পদার্থই দ্রুত এক কোষ থেকে আরেক কোষে ছুটতে থাকে। ফলে লজ্জাবতী গাছের কোষ থেকে খনিজ লবণ বেরিয়ে আসে। এর সঙ্গে কোষে যে পানি জমা ছিল তাও বেরিয়ে আসে। ফলে কোষগুলি চুপসে যায়, শক্তি ও চাপ কমে যায়। তখন গাছের পাতাগুলিও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং দুর্বল হয়ে নুয়ে পড়ে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ থাকে। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে কোষে পানি জমতে থাকে, গাছটিও তখন আবার সোজা হয়।

নদীর পাড়ের অনেক জিনিস আঁকাবাঁকা দেখায় কেন

কোন পুকুর বা নদীর পানির উপরিতল যখন স্থির থাকে তখন তা একটি অনুভূমিক, সমতলীয় আয়নার মত কাজ করে। আলো পানি তলের একটি মাত্র বিন্দু থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে ঢুকে। ফলে আলোর উৎসের একটি মাত্র স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। সে মুহূর্তে হাওয়ায় ঢেউ তৈরী হ'লে এই পানির তলে উঁচু-নীচু একাধিক বিন্দু তৈরী হয়। আর সেগুলি আলোর দিকে হেলে থাকে। ফলে তাদের সবকটা থেকে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে পৌঁছে। এ কারণে আমরা বিন্দুটার অনেকগুলি প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। পাশাপাশি ঢেউগুলি যেমন স্থান পরিবর্তনের কারণে কাঁপতে থাকে ঠিক সাথে সাথে প্রতিবিম্বগুলিও তেমনি কাঁপতে থাকে। এ কারণেই ল্যাম্প পোস্ট লাঠি বা যে কোন জিনিস-এর প্রতিবিম্ব নদীর পানিতে আঁকাবাঁকা দেখায়।

গ্রীষ্মের রাতে শিশির পড়ে না কেন

গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠ খুবই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এত উত্তপ্ত হয় যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ কার্য। এমনকি তার গর্ভে সঞ্চিত তাপ সারারাত্রি ধরে বিকিরণ করেও ঠাণ্ডা হ'তে পারে না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু সব সময়ই কম বেশী উষ্ণ থাকে। ফলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'তে পারে না। আর এজন্যই তা শিশিরে পরিণত হ'তে পারে না।

শীতকালে সূর্য তীর্যকভাবে কিরণ দেয়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ বেশী উত্তপ্ত হ'তে পারে না। তাই সূর্যাস্তের ঠিক পর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূ-পৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে যায়। তখন উষ্ণতা ৩০-৩১ ডিগ্রী। ফলে বায়ুর জলীয় বাষ্প সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘণীভূত হয়ে অতি ক্ষুদ্র পানি বিন্দুর আকারে ভূ-পৃষ্ঠে পড়তে থাকে। তাই কেবল শীত ও বসন্তে শিশির পড়ে।

টিউবওয়েলের পানি শীতে গরম আর গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে যে কারণে

টিউবওয়েল থেকে যে পানি তোলা হয়, তা থাকে পানির বেশ কিছুটা নীচে। মাটি তাপের কুপরিবাহী। ফলে বাইরে যখন প্রচণ্ড গরম, তখন মাটির মধ্যে ততটা গরম থাকে না কিংবা বাইরে যখন কনকনে শীত থাকে, তখনও ভেতরের মাটি ততটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠে না। তাই শীতকালে বাইরের বাতাসের তাপমাত্রার তুলনায় টিউবওয়েলের ভেতরের পানির উষ্ণতা বেশী। আর গরমের দিনে অবস্থাটা উল্টো। তখন বাইরের বাতাসের উষ্ণতার চেয়ে মাটির নীচের উষ্ণতা কম থাকে। তাই সে সময়ে টিউবওয়েলের পানি ঠাণ্ডা লাগে। টিউবওয়েলের পানি মাটির গভীরে যেখানে থাকে, পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রার হেরফেরের দরুণ সেখানকার তাপমাত্রার হেরফের হয় না।

দেশী ও প্রবাসী দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি

আপনি কি পারেন না এমন সিদ্ধান্ত নিতে যে, আপনার দানটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে ব্যয়িত হৌক। ছহীহ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার দানটি 'গাছের চারা রোপনের ন্যায় দিনে দিনে প্রবৃদ্ধি' লাভ করুক। ফুলে-ফলে পল্লবিত ও সুশোভিত হৌক! তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপনাকে সেই পথ খুলে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ আপনার দান আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যেই যথাস্থানে ব্যয়িত হবে।

সর্বাধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন অর্থের। আপনার অর্জিত অর্থ হ'তে কিংবা ব্যাংকে রক্ষিত অলস টাকা উঠিয়ে এনে পরকালীন ব্যাংকে জমা করুন নিম্নোক্ত একাউন্টগুলিতে আপনি অর্থ প্রেরণ করুন ও আমাদেরকে জানিয়ে দিন।-

এ বছরে আমাদের প্রকল্প সমূহঃ

(১) একটি সর্বাধুনিক APPLE কম্পিউটার (প্রিন্টার-ইউপিএস সহ) আড়াই লক্ষ টাকা।

(২) ইমাম প্রকল্প (১ বছরের জন্য) তিন লক্ষ টাকা।

(৩) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকল্প (কুরআন, মিশকাত ও কুতুবে সিত্তাহ)। প্রারম্ভিক ব্যয় প্রথম বছরে ১০ লক্ষ টাকা।

[দ্রঃ ইতিমধ্যে উক্ত ফাণ্ডে যাঁরা দান পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ হ'তে খাছ দো'আ ও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। -সম্পাদক]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী,

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন!

-যেলা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১২ই ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সিংগা বাড়াইপাড়া ঈদগাহ ময়দানে যেলা সম্মেলন'০৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস.এম. আব্দুল লতীফ ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এ পৃথিবীতে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দু'য়ের মাঝে কখনোই আপোষের সুযোগ নেই। কিন্তু সমস্যা একটাই যে, অধিকাংশ মানুষ সর্বদা হক চিনতে ভুল করে। বাতিলের অনুসারীরা সর্বদা হক-কে বাতিল বলে উড়িয়ে দিতে চায়। তিনি জাহেলী আরবের সামাজিক অবস্থার সাথে আধুনিক বিশ্বের ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলেন, সেদিন যে অভ্রান্ত সত্যের পবিত্র পরশে আরবের সমাজচিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল, আজও সেই অভ্রান্ত সত্যের সনিষ্ঠ অনুসরণেই কেবল বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। আর সেই অভ্রান্ত সত্য লিপিবদ্ধ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের নামে পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা মতবাদের অনুসরণের ফলে সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক হানাহানিতে সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, এর চাইতে আরও কঠিন হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের নামে প্রচলিত মাযহাবী ও তরীকাগত দলাদলির কারণে। তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই যাবতীয় দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে এবং এখলাছের সাথে কেবলমাত্র জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধ্যমত অহি-র বিধানের অনুসারী হ'তে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চিরদিন কেবলমাত্র সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইসলামের ইমারত ও শূরা ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা

প্রদান করেন এবং বলেন যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক ব্যবস্থা উক্তরূপেই বিন্যস্ত এবং এ সংগঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্য উক্ত মর্মেই বিধৃত।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হৌন!

-যেলা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

জয়পুরহাট ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কালাই ময়েন উদ্দীন হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত জয়পুরহাট যেলা সম্মেলন '০৩-য়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতী যিন্দেগীর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদেরকে নিরন্তর দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং যত রকমের বাধা-বিঘ্ন আসুক না কেন আমাদেরকে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বদা আপোষহীন জিহাদী ভূমিকা বজায় রাখতে হবে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত ১২ নববী বর্ষে মদীনা থেকে আগত ১২ জনের বায়'আতের হাদীছটি সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে বলেন, সেদিনের সেই ১২ জন নিবেদিতপ্রাণ নও মুসলিমের দৃঢ় ঈমানের উপরে ভিত্তি করে যে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজও কি মর্দে মুজাহিদ কিছু নিবেদিত প্রাণ কর্মীর বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়? তিনি বলেন, জনগণের নিকটে আমাদের দা'ওয়াত হ'ল, আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে সংকলিত আছে, আসুন আমরা আমাদের সার্বিক জীবনে সে অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করি। কোন ইযম, মতবাদ, মাযহাব বা তরীকা নয়; বরং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ। আক্বীদা-বিশ্বাসের কারণে আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় আমরা মুসলমান। বৈশিষ্ট্যগত কারণে আমাদের তৃতীয় পরিচয় আমরা 'আহলেহাদীছ'। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন দল বা মতের নাম নয়। এটি একটি আন্দোলনের নাম, একটি দা'ওয়াতের নাম। যাবতীয় অন্যায় দলাদলি খতম করে সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার আন্দোলনই হচ্ছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। আসুন কেবলমাত্র জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে এই দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে সমাজ পরিবর্তনে সাধ্যমত অবদান রাখি।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও কালাই পৌরসভার চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন তালুকদার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা-র অন্যতম সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, 'সোনামণি'র অন্যতম কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী দাওয়াতী সপ্তাহ ও বিশেষ কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

দাওয়াতী সপ্তাহঃ

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৮ই রামাযান হ'তে ১৪ই রামাযান পর্যন্ত দাওয়াতী সপ্তাহ পালন করা হয়। এ উপলক্ষে জনগণের বাড়ীতে-দোকানে সর্বত্র দাওয়াতী লিফলেট, পরিচিতি ইত্যাদি ফ্রি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সংগঠনের বই-ক্যাসেট ও পত্রিকা বিক্রয়ের ও গ্রাহক সংগ্রহের অভিযান চালানো হয়। এতে অনেক স্থানে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

গাযীপুর ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রফীকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডঃ মাওলানা মুছলেহুদ্দীন।

রাজশাহী ৩১ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ-এর পরিচালনায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মিলনায়তনে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন সম্মানিত নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

খুলনা ৩১ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য মহানগরীর গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির।

নাটোর ৪ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে স্থানীয় শুকোলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র

সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ।

ময়মনসিংহ ৫ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর পরিচালনায় ত্রিশাল থানাধীন কুতুবখানা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা কাযী যোবায়েদ আলী প্রমুখ।

নওগাঁ ৫ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর পরিচালনায় পাঁজরভাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন প্রমুখ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হোসাইন-এর পরিচালনায় পিটিআই মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

টাংগাইল ৭ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াজেদ -এর পরিচালনায় ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

সিরাজগঞ্জ ৮ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসাইন-এর পরিচালনায় স্থানীয় জগতগাতী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

জামালপুর ৯ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাসঊদুর রহমানের পরিচালনায় স্থানীয় ইসলামপুর ডিগ্রী কলেজ মিলনায়তনে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব অধ্যক্ষ সেকান্দার আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা খলীলুর রহমান, জনাব গোলাম রব্বানী প্রমুখ।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১০ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য যেলার দৌলতপুর থানাধীন বাজারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আমীরুল ইসলাম-এর পরিচালনায় এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

লালমণিরহাট ১১ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহেদ কাযীর সভাপতিত্বে ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায় মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আবু সাঈদ ও মাওলানা জাহেদ হোসাইন প্রমুখ।

নীলফামারী ১২ নভেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান-এর পরিচালনায় স্থানীয় শৈলমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ।

সাতক্ষীরা ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার ও

যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান প্রমুখ।

রংপুর ১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সেকান্দার আলীর পরিচালনায় স্থানীয় পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, যেলার কর্মী মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ও অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আউনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম-এর পরিচালনায় গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র মসজিদের খত্বীব সঊদী মাবঊছ শায়খ আব্দুর রশীদ ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

গোপালগঞ্জ ১৪ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি জনাব সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির প্রমুখ।

দিনাজপুর-পূর্ব ১৫ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে বিরামপুর মাদরাসা মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডাঃ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব প্রমুখ।

দিনাজপুর-পশ্চিম ১৫ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে লালবাগ ১নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা আহসান হাবীব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক প্রমুখ।

পঞ্চগড় ১৬ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর -এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক জনাব মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব ওমর ফারূক প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁ ১৭ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা মুযযামিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক জনাব মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এমরান আলী প্রমুখ।

বগুড়া ১৬ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের যশোর যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল হক পবিত্র রামাযান উপলক্ষে গত ৪-২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২০ দিন ব্যাপী সাংগঠনিক সফরে যেলার বিভিন্ন এলাকায় গমন করেন। তিনি হালিমপুর, হাবাসপোল, চণ্ডিপুর, দোরমুটিয়া, শেখহাটী, নতুন মূলগ্রাম, জাহানপুর, মুজগুন্নি পশ্চিম পাড়া, মুজগুন্নি পূর্বপাড়া ও মজীদপুর প্রভৃতি এলাকা সফর করেন। এ সময়ে প্রত্যেক শাখা ও এলাকাতেই পৃথক পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠনের অনন্য সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সক্রিয় কর্মী হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ আতাউল হক প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

নাটোর ১৭ নভেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বন্দরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র শাখার প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নাটোর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও মুহাম্মাদ ওমর আলী মোল্লা প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ ২৪, ২৫ নভেম্বর সোম ও মঙ্গলবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কুড়া উদয়পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পরপর দু'দিন বাদ আছর তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি জনাব আব্দুল আযীয মাষ্টার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ ২৮ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলার কাচিয়ারচর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি জনাব আব্দুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার এবং মুহাম্মাদ ওমর আলী প্রমুখ।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

যশোর ১৬ নভেম্বর রবিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' কেশবপুর-মণিরামপুর এলাকার উদ্যোগে কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন' অফিসে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সূরা মুমিনূন-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত তুলে ধরে মা-বোনদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রোকসানা পারভীন ও মাসউদা খাতুন।

মুজগুন্নি, যশোর ২১ নভেম্বর শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' মুজগুন্নি শাখার উদ্যোগে বাদ জুম'আ এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মরিয়ম বেগম।

পাঠকের মতামত

অন্ধ বিশ্বাস

যা আদৌ সত্য নয়, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে আমি 'অন্ধ বিশ্বাস' বলে মনে করি। মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের কারণে আবেগে অনেক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। যাতে বিন্দুমাত্র ফায়দাও নেই। ভিত ছাড়া যেমন ইমারত গড়া সম্ভব নয়, তেমনি ধর্মীয় যেকোন কাজের মূল বা ভিত থাকা আবশ্যক। ধর্মীয় কাজের ভিত হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। ছহীহ হাদীছ বলা হয় এজন্য যে, বহু হাদীছ প্রচলিত আছে, যেগুলির কোন ভিত্তি নেই। তাই সেগুলি পালিত হবার নয়। যা সঠিক নয়, তা কেন পালন করতে হবে? অথচ আমরা বিচার-বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাই না করেই অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকি। এগুলির কোন মূল্য মহান আল্লাহ্র কাছে নেই। আল্লাহ পাক তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যতঃ আল্লাহ্র আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*। অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেছেন, 'রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

আল্লাহ পাকের এসব বাণী আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমরা এমন কতকগুলি ধর্মীয় আমল পালন করে চলেছি, যার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। আর যতদূর রয়েছে তা একেবারে নড়বড়ে। তথাপি ঐ সকল অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজমকের সাথে পালিত হচ্ছে।

জনৈক মুয়াযযিন ফজরের আযানের আগে উচ্চৈঃস্বরে কয়েকবার 'আছ-ছালা-তু খাইরুম মিনান নাউম' বলে এবং এর বাংলা অর্থও বলে। আমি একদিন তাকে বললাম, তুমি ফজরের আযানের আগে যে কথাগুলি বলে থাক, তা কোন ধর্মীয় পুস্তকে দেখাতে পারবে কি? সে উত্তর না দিয়ে চলে গেল। তাকে আরেকদিন একই ব্যাপারে কিছু বলার আগে বললাম, ক্ষিপ্ত হবে না, এটুকু বলতেই সে বলল, 'ক্ষিপ্ত হব না এবং শুনবও না'। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধর্মীয় আমলকারীদের চরিত্র ঐ মুয়াযযিনের ন্যায়। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তারা যা আমল করে তার ব্যতিক্রম করতে রাযী নয়। চাতক মরে গেলেও মেঘের পানি ছাড়া অন্য পানি পান করবে না। এরাও ঠিক তেমনি, পরিণাম যাই-ই হোক, বাপ-দাদারা যা আমল করে গেছে, সেগুলিকে বলবৎ রাখাই তাদের কাছে মহান দায়িত্ব এবং তাতেই যেন নাজাত সীমাবদ্ধ।

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নীরব দাঁড়িয়ে শহীদদের বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু শহীদদের আত্মা তো কবরে নেই। তাঁদের আত্মা আছে 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীন' নামক স্থানে, যা আমাদের অবলোকন করার উপায় নেই। শরী'আতে কবর যেয়ারতের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের শেষ পরিণতি অনুধাবন করা

এবং মৃতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কিছু আরয করা। অথচ আমি কিছুই বললাম না, শুধু গাড়ী গাড়ী ফুল শহীদ মিনারের পাদমূলে ঢেলে দিলাম। ফুলের সুবাসে আল্লাহ খুশী হয়ে শহীদদের জন্য জান্নাত দিবেন কি? দৃশ্যতঃ তাই মনে হয়।

শহীদ মিনারে যা করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অন্ধ-বিশ্বাস। এর কোনই মূল্য নেই। বড়ই আফসোস! দেশের যারা কর্ণধার এবং যাদের অঙ্গুলি সংকেতে অনেককিছু সংঘটিত হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে, তারাই যদি অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন, তাহ'লে সাধারণ মানুষের বেলায় কি-না হ'তে পারে? এভাবেই ভিত্তিহীন আমলের প্রসারতা বেড়ে চলেছে।

আরেকটি কথা। শহীদ মিনারে শহীদদের মরদেহ সমাধিস্থ করা নেই। এমনিতেই শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি বেশ আড়ম্বরপূর্ণ সৌধ নির্মাণ করে নাম দেওয়া হয়েছে শহীদ মিনার। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি একটি সর্বতোভাবে ভুয়া কার্যক্রম। মিনার সৃষ্টির পর থেকে যত পুষ্পস্তবক এতে অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলি সংরক্ষিত করে রাখা গেলে শহীদ মিনারের বেয়েও আরো অনেক বেশি স্তুপ হয়ে যেত। অথচ এতে শহীদদের আত্মার কোনই ফায়দা হয়নি, যারা অর্পণ করেছেন তাদের আত্মারও ফায়দা অর্জিত হয়নি এবং এ কাজের মাধ্যমে কখনও ফায়দা অর্জিত হবে না। ফায়দা অর্জিত হবে প্রিয় নবী (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চললে। প্রিয় দেশবাসী! আসুন, শহীদদের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করি। অন্ধ বিশ্বাসের আবেগে আপ্লুত না হয়ে প্রিয় নবীর প্রদর্শিত পথে আমল করি।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

জ্ঞানের আলো আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** বর্তমান উন্নত সভ্যতার এক অনন্য অবদান। **আত-তাহরীক** বর্তমান বিশ্বে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতার কালো থাবায় যখন ছাত্র ও যুব সমাজ জর্জরিত, এমনি মুহূর্তে অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে চলেছে **আত-তাহরীক**। এর প্রতিটি বিষয় পাঠকের হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়। **আত-তাহরীক** ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিমূর্তি। সত্যিই এ যেন হতাশায় উৎসাহ। তাই সকলকে **আত-তাহরীক** পড়ার অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ আত-তাহরীক-এর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখুন- আমীন।

মুহাম্মাদ শু'আইব আলী
সাং- দুবইল (পূর্বপাড়া)
মান্দা, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশধরের প্রতি ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও ছাদাক্বা হারাম। ছহীহ দলীলের আলোকে এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। আর 'বংশ' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, 'নিশ্চয়ই এগুলি ছাদাক্বা..., রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এবং তার বংশধরের জন্য হালাল নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাদের জন্য ছাদাক্বা হালাল নয়' অনুচ্ছেদ)*। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) ছাদাক্বার খেজুর মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তা মুখ হ'তে ফেলে দিতে বাধ্য করেন এবং বলেন, হাসান তুমি জান না? আমরা ছাদাক্বা খাইনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'বংশ' বলে আলী, আব্বাস, জা'ফর, আক্বীল ও হারিছের সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে *(বুলূগুল মারাম হা/৫৯১ -এর ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ দাদা আবদুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম-এর দুই পুত্র আব্বাস ও হারিছের বংশ এবং চাচা আবু ত্বালিবের তিন পুত্র আলী, জা'ফর ও আক্বীল-এর বংশ' *(মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৮৩৭ এর ব্যাখ্যা, ৬/২১৪)*। উল্লেখ্য যে, বিশ্বস্ত ও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পিতার দিক দিয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের বংশধরের সাথে রক্ত সম্পর্ক না থাকলে কাউকে 'কুরায়শী' বলা যাবে না এবং তার উপরে ছাদাক্বাও হারাম করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ যে সমস্ত সূরার শেষ আয়াতে সিজদা রয়েছে, সেগুলি ছালাতের মধ্যে শেষ করলে কিভাবে সিজদা করতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা খানম
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ সূরা শেষ করে তাকবীরের মাধ্যমে সিজদায় যেতে হবে। অতঃপর সিজদা শেষে তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর পর রুকূতে যেতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যেকোন সূরা বা সূরার অংশ পড়া যাবে *(হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/২৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (ডক্টরেট থিসিস)-এর ১৩৯ পৃঃ ৫ নম্বরের 'ক'-এ উল্লেখ রয়েছে, বিয়ে করার পর মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করলে বিবাহ শুদ্ধ

হবে না। কিন্তু 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর ২০০২ সংখ্যায় ২২/৩৮২ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বিয়ে সিদ্ধ হবে। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ থিসিসের বক্তব্যই সঠিক *(নিসা ২৩)*। তবে আত-তাহরীকের উক্ত সংখ্যার প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টিতে ভুল ছিল যা পরবর্তী অক্টোবর '০২ সংখ্যায় সংশোধনী দেওয়া আছে *(ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ আমার স্ত্রী ছালাত আদায় করে না। আমার অনুমতি ব্যতীত যেখানে সেখানে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-ছানাউল্লাহ
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাকে বার বার উপদেশ দান করতে হবে। পরকালীন ভয়াবহ শাস্তির কথা বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত সংশোধন না হ'লে তাকে রাখা না রাখা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা পৃথক কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ' *(নিসা ৩৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব পন্থা অবলম্বন করার পর স্ত্রী সংশোধন না হ'লে তালাক দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ নফল ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়তে হবে কি?

-মনযূর হুসাইন
মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল যে ছালাতই হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীর ও ক্বিরা'আতের মাঝে চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তাকবীর এবং ক্বিরা'আতের মাঝে চুপ থেকে কি বলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লা-হুম্মা বা'ইদ বাইনী.. বলি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*। আলোচ্য বর্ণনায় কোন খাছ ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব ফরয ছালাত হৌক বা নফল ছালাত হৌক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ জনৈক পরিচিত বক্তা এক তাফসীর মাহফিলে বলেন, তেঁতুল গাছ, ঝাউগাছ ও বাবলা গাছ মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম
দারুসা বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তাফসীরের নামে এ ধরনের বেদলীল ও মিথ্যা বক্তব্য থেকে মুসলমানদের সর্বদা সাবধান থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারে কি?

-শহীদুল্লাহ
মোহাম্মদপুর আল-আমীন জামে মসজিদ
ঢাকা।

উত্তরঃ মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারেন। ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের বছর ১৮ দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য ছালাত দু'রাক'আত করে আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা দাঁড়াও এবং বাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই আমরা মুসাফির' *(আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ৩/১৭৭ পৃঃ, 'মুক্বীমের জন্য মুসাফিরের ইক্বতেদা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে ওমর (রাঃ) মক্কায় আসলে তাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করাতেন এবং বলতেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের ছালাত পূর্ণ কর, আমরা মুসাফির' *(মুওয়াত্ত্বা, নায়ল ৩/১৭৭ পৃঃ; হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ 'খোলা তালাক' গ্রহীতা মহিলার তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে অন্যত্র বিবাহ সম্পন্ন হ'লে জনৈক আলেম বলেন, এ বিবাহ বৈধ হয়নি। এতে বরং সাক্ষীদ্বয় ও উকীলের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
জয়ন্তীবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে। কারণ 'খোলা তালাক' গ্রহীতা মহিলার ইদ্দত হচ্ছে এক ঋতু বা এক মাস। ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী 'খোলা তালাক' গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ইদ্দত নির্ধারণ করেন এক হায়েয' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*। আর এ বিবাহের কারণে সাক্ষীদ্বয় ও উকিলের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে বলে ফৎওয়া দেওয়া স্রেফ মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ গলায় 'টাই' ঝুলানো যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-তাযীরুল ইসলাম
এশিয়ান প্রি ক্যাডেট কলেজ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের 'ক্রুশ' ঝুলানোর সাথে সামঞ্জস্যশীল এক বিশেষ পোশাক। যার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে

ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ আমি এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা কর্য নিয়েছিলাম। এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-লাবীব
বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মালিক খুঁজে না পাওয়া গেলে কিংবা তাকে বা তার উত্তরাধিকারী কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উক্ত ব্যক্তির নামে তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতে হবে *(মুগনী ৮/৩২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি? খুৎবা বাংলায় দেওয়া যাবে কি?

-মুছল্লীবৃন্দ
কোন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ লাঠি হাতে খুৎবা দেওয়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৭১)*। খুৎবার উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষকে উপদেশ দান সেকারণ স্ব স্ব ভাষায় খুৎবা দেওয়া অপরিহার্য *(ইবরাহীম ৪; ইবনু উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাৎওয়া নং ৩২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'খুৎবাতেই কুরআন পড়তেন এবং মানুষকে উপদেশ দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫ 'জুম'আর খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুৎবা কেবল আরবীতে হওয়াই সুন্নাত নয়; বরং মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়াই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ আমাদের মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ায় এর সংলগ্ন আরেকটি মসজিদ নির্মান করতে চাচ্ছি। কিন্তু মাঝে দুইটি কবর পড়ে যাচ্ছে। একটির বয়স ৫ বছর অপরটির বয়স ৩০ বছর। অনেকেই বলছেন, দুই মসজিদ একত্র না হ'লে পরবর্তী মসজিদ জায়েয হবে না। এখন আমাদের করণীয় কি?

-কওছার
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কবর দু'টি স্থানান্তর করে সম্পূর্ণ জমির উপর মসজিদ নির্মাণ করা যায় *(বুখারী ১/১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর হ'তে লাশ বের করা যায় কি?' অনুচ্ছেদ)*। অথবা পূর্বের মসজিদের স্থান বিক্রি করে পৃথক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে এবং উক্ত জমির যায়। এছাড়া সে স্থানের আয় উপার্জনও পরবর্তী মসজিদে লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ আমরা জানি মৃত ব্যক্তির নামে একত্রিত হয়ে দো'আ করা, কুরআন খতম, চল্লিশা, কবরস্থানে মিষ্টি বিতরণ ও পশু যবেহ করে মানুষকে খাওয়ানো বিদ'আত। কিন্তু 'আত-তাহরীক' মে'৯৯ সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠায় 'ছাহাবা চরিত' কলামে বলা হয়েছে, 'যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর কাফন-দাফন শেষে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রদত্ত ভেড়াটি যবেহ করে যায়েদ (রাঃ)-এর ছেলেরা মানুষদেরকে খাওয়ায়'। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
রেযওয়ানুল উলুম আলিম মাদরাসা
চুয়া মল্লিকপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে উল্লেখিত অনুষ্ঠানাদি পালন করা বিদ'আত। কেননা শরী'আতে এর কোন দলীল নেই *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/২৭৭-৭৮ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতের মধ্যে এমন কোন কাজ করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম ২/৭৭ পৃঃ, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর ছেলেদের কর্তৃক পালিত যে অনুষ্ঠানের কথা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে, এর সূত্র মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উক্ত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওমর ইবনু ওয়াক্বেদ আল-আসলামী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত (متروك) *(ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪৯৮)*।

উল্লেখ্য, ফাতাওয়া ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাদীছ ছহীহ হওয়া আবশ্যক। এজন্য মুহাদ্দিছগণ এসব ক্ষেত্রে হাদীছের ছহীহ-যঈফ যাচাই করে থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কোন ঘটনা বর্ণনা কিংবা জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে লেখকগণ অনেক সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই জীবনী লিখে থাকেন। অতএব সঠিকভাবে যাচাই সাপেক্ষে বিশুদ্ধ বিষয়গুলিই সর্বদা গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সময় ইমাম ছাহেব বাচ্চাদেরকে পেছনে দাঁড়াতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন, বাচ্চাদের পাশে ছালাত হয় না। ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুল হাসান
টি,এস,পি কলোনী জামে মসজিদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পুরুষের কাতারের পেছনে বাচ্চাদের দাঁড়ানো মর্মে যে হাদীছটি এসেছে তা যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৫)*। তবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কাতারে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি হ'ল 'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৯ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব কাতার পূরণের জন্য বাচ্চারা যেকোন স্থানে

দাঁড়াতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ অধিক বিক্রির স্বার্থে দোকানদার কেরাম বোর্ড ক্রয় করে প্রতি 'গেম' দু'টাকা করে ভাড়া দিচ্ছে। এভাবে ব্যবসা করা বৈধ কি?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দোকানে অধিক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঘাস বিক্রির উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি করা যাবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৫৯ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ পানি খরিদ করলেই তবে ঘাস খেতে দিবে, নইলে দিবে না। অনুরূপভাবে দোকানে অধিক বিক্রির উদ্দেশ্যে খেলা বা অন্য কোন অবৈধ কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ কূপের ভিতর ইঁদুর পড়ে মারা গেলে ঐ কূপের পানি দ্বারা ওযূ করা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে, কিন্তু তাঁর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে জায়েয নয়। ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান জানতে চাই।

-হারূণুর রশীদ
বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'পানি যদি দুই 'কুল্লা' হয় তাহ'লে তা অপবিত্র হয় না' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৭ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব কূপের পানি যদি দুই 'কুল্লা' অর্থাৎ ২২৭ কেজির কম হয়, তাহ'লে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। চাই তার স্বাদ, গন্ধ ও রং পরিবর্তন হৌক বা না হৌক।

আর যদি দুই 'কুল্লা' বা দুই 'কুল্লা'র বেশী হয় তাহ'লে তা অপবিত্র হবে না। কিন্তু পানির স্বাদ, গন্ধ ও রং তিনটি গুণের যেকোন একটির পরিবর্তন হ'লে তা অপবিত্র হয়ে যাবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৪ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ ফরয ছালাতের পর ১৯ বার 'বিসমিল্লা-হ' পড়লে নাকি পুলছিরাত পার হওয়া সহজ হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাঈমুন নাহার
৬৫ মালিটোলা রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে 'বিসমিল্লা-হ'-এর ফযীলত বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে একটি কক্তব্য এসেছে- 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হ'তে আল্লাহ তাকে পরিত্রাণ দেবেন, সে যেন 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়ে। কারণ 'বিসমিল্লা-হ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। আর প্রতিটি বর্ণ তার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং উক্ত বর্ণ তাকে আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হ'তে বাঁচাবে' *(তাফসীরে কুরতুবী ১/৯২ পৃঃ 'বিসমিল্লা-হ' অনুচ্ছেদ)*। তবে উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী কোন মন্তব্য করেননি। তবে ইবনু আত্বিয়াহ মন্তব্য করেন যে, هذا من مُلَح التفسر 'এগুলি চটপদার তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত' (ঐ)।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ 'যে বছর রামাযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে, সে বছর ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে' (মিশকাত) হাদীছটি কি ছহীহ? কারণ আগামী রামাযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে।

-ইউসুফ বিন একরামুল হক
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মিশকাত বা অন্য কোন হাদীছগ্রন্থে উক্ত মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং এর বিরোধী হাদীছ এসেছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। উভয়ই কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৪৮৩ 'সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সাথে ইমাম মাহদীর জন্ম বা আবির্ভাবের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ জনৈক আলেমের নিকটে ছালাতের ভিতর ক্ষত স্থানের পট্টি খুলে যাওয়ার বিধান জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর দুই ছাত্রের মতে ছালাত নষ্ট হবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা ইমাম আবূ হানীফার মতটাই গ্রহণযোগ্য মনে করি। এক্ষণে ছহীহ হাদীছের আলোকে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূণুর রশীদ
বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় পট্টি খুলে গেলে ছালাত বিনষ্ট হবে না। কেননা পট্টি খুলে যাওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় *(মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ২৩৩)*। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) পট্টির উপর মাসাহ করেছেন মর্মে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/২৩০ পৃঃ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ জান্নাতে মোট কয়টি স্তর হবে? সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতটির নাম কি?

-সাজ্জাদুর রহমান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের স্তর হবে একশ'টি। প্রত্যেক স্তরের মাঝের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের

সমান। তবে জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোচ্চে। তা থেকে প্রবাহিত হবে চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই থাকবে আল্লাহ্র 'আরশ'। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্র নিকটে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে' *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ ১০ খণ্ড হা/৫৩৭৬; দ্রঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ শখ করে টিয়া, ময়না বা যেকোন ধরনের পাখি পোষা যাবে কি?

-লিমা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ অপ্রাপ্ত বয়স্করা শখ করে পাখি পুষতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু উমায়ের! তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হ'ল? (উল্লেখ্য যে,) তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল, যার সাথে সে খেলা করত। এটি তখন মারা গিয়েছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৮৪, 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'হাসি-ঠাট্টা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ সাত/আট বছরের ছেলেদের পুকুরে বা নদীতে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ শু'আয়েব আখতার
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাত/আট বছর বয়সের ছেলেদের উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বা চলাফেরা করা উচিৎ নয়। ছোট থেকে সতর ঢাকার অভ্যাস করতে হবে। মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) বলেন, আমি একদা একটি ভারী পাথর নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার পরনের কাপড় খুলে গেলে আমি তা ধরতে পারলাম না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, কাপড় পরিধান কর। উলঙ্গ হয়ে চল না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২২ 'বিবাহ' অধ্যায় 'পাত্রী দেখা, আবরণীয় অঙ্গ ও পর্দা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, উক্ত ছাহাবীর বয়স তখন ৭/৮ বছর ছিল *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ খণ্ড, হা/২৯৮৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করলে ঈদের ছালাতে শরীক হ'তে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-এহসানুল্লাহ
সাং বারোতলা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তীও না হয়' *(আহমাদ, সনদ হাসান, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ 'কুরবানী' অধ্যায়)*। তবে এ শ্রেণীর লোক ঈদগাহে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা উক্ত হাদীছে ছালাত আদায়ে নিষেধ বুঝানো হয়নি; বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না এমন ব্যক্তিদের সতর্ক করা হয়েছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ জনৈক আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাকু দিয়ে গোশত কেটে খাবে না বরং দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খাও'। হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-শামীমা সুলতানা
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা ছুরি দ্বারা গোশত কেটে খেয়োনা। কেননা এটি আজমী (অনারব) দের অভ্যাস। বরং দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খাও। কারণ এটি বেশী স্বাদকর এবং হযমের জন্য উত্তম' *(যঈফ আবুদাঊদ ৩৭৭৮, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪২১৫ 'খাদ্য' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪০৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাড় থেকে গোস্ত ছিঁড়ে খেয়েছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। যদি আস্ত খাসি বা তার কোন অংশ ভুনা হয়, তবে ছুরি দিয়ে গোস্ত কেটে নিয়ে হাত দিয়ে খেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে খেয়েছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২১৪, ৪২৩৬ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। গোস্তের টুকরা ছোট হ'লে ছুরি দিয়ে বা কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা ডান হাত দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ 'একামত' অর্থ কি? কাতার সোজা করে একামত দিতে হবে, না একামত দিয়ে কাতার সোজা করতে হবে? একামত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?

-মাওলানা এ,কে,এম, আব্দুর রশীদ
সাং টোকনগর, পোঃ টোকনয়ন বাজার
গাযীপুর।

উত্তরঃ 'একামত' অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'একামত' দিতে হয়। কাজেই একামত দেওয়ার মাধ্যমেই কাতার সোজা করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, ছালাতের একামত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং ভালভাবে পরস্পরে মিলে দাঁড়াও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১০৮৬, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ 'তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা ছালাতে দাঁড়ানোর অংশ' *(বুখারী, মুসলিম)*। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ 'ছালাতের পূর্ণতার অংশ' *(মিশকাত*

হা/১০৮৭)। এখানে إِقَامَةُ الصَّلاَةِ অর্থ প্রচলিত একামত নয় বরং ছালাত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অংশ *(মির'আত হা/১০৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৪/৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ আমার স্বামী নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আমি লজ্জায় বলতে পারিনি। যার ফলে আমার স্বামীকে একটি গোসল দেওয়া হয় এবং কাফন-দাফন সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ফরয গোসল না দেওয়ার কারণে আমার ভয় হয়। এক্ষণে উক্ত গোসলে তার ফরয গোসল হয়েছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও মাইয়েতের জন্য একটি গোসলই যথেষ্ট। দুই গোসলের কোন প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধিক স্ত্রীর নিকটে গমন করার পর শেষে মাত্র একবারই গোসল করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৫ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় 'অপবিত্র ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*। কারণ গোসলের উদ্দেশ্য হ'ল পবিত্র করা। যা এক গোসল দ্বারাই হয়ে যায় *(মুগনী, ৩২২ পৃঃ; নভেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২২/৫২ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ আমার জমির পার্শ্বে অন্য লোকের জমি রয়েছে। ফলে আমার কিছু জমি সে জবরদখল করে নিয়েছে। এরূপ অন্যায়ের পরিণতি কি হবে?

-সেকান্দার আলী
গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ কেউ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা অন্য কিছু জবরদখল করলে ক্বিয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ জনৈক বক্তা এক মাহফিলে বললেন, একদা এক মহিলা তার ছোট সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এসে বলল, আমার ছেলেকে সকালে ও সন্ধ্যায় শয়তান আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দো'আ করলে ছেলেটি বমি করে। ফলে তার পেটের ভিতর হ'তে কালো কুকুর ছানার ন্যায় বের হয়ে পালিয়ে গেল'। বক্তা বললেন, হাদীছটি মিশকাতে আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এটি হাদীছ, না কিচ্ছা। জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল
বামুন্দী বাজার, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি মিশকাতে 'মু'জেযা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারেমী স্বীয় সুনানে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'যঈফ' *(মিশকাত হা/৫৯২৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১১তম খণ্ড হা/৫৬৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ)-এর নাকি শতাধিক সন্তান-সন্ততি ছিল? কথাটি কি সঠিক?

-আব্দুল খালেক
মহারাজপুর, নাটোর।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক। একদা আনাস (রাঃ)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার খাদেম আনাসের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। তখন তিনি এভাবে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও। তুমি তাকে যা কিছু দান করবে তাতে বরকত দান কর'। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ হয়েছে এবং সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও আজ প্রায় একশ' অতিক্রম করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৯ 'সমষ্টিগতভাবে ফযীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৯৪৮ ১১তম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ তাবলীগ জামা'আতের জনৈক খত্বীব বললেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হাদীছটি যঈফ হলে কারণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুহু ছবূর
বাখড়া, মোলামগাড়ীহাট
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটি জাল। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সনদে ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদ আল-মাদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, সে বড় মিথ্যুকদের একজন এবং সে হাদীছ জাল করত। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও তাকে মিথ্যুক বলেছেন *(দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৪-এর টীকা; দেখুনঃ বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১১০৬-এর ব্যাখ্যা)*। অন্য বর্ণনায় ছয় রাক'আতের কথা এসেছে এবং যাকে ১২ রাক'আতের সমতুল্য বলা হয়েছে, মর্মের হাদীছটিও 'যঈফ'। এটি এদেশে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে খুবই ফযীলতের ছালাত হিসাবে প্রচলিত। হাদীছটির সংকলক ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি 'গরীব'। ওমর বিন আবু খাছ'আম ব্যতীত অন্য কারুর হাদীছ থেকে আমরা এটা জানতে পারিনি। আমি (আমার উস্তাদ) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি যে, হাদীছটি

'মুনকার' এবং তিনি এটিকে কঠিনভাবে 'দুর্বল' বললেন। *(ঐ, হা/১১৭৩ 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ সূরা ইয়াসীন পড়ার ফযীলত সম্পর্কীয় বহু হাদীছ শুনেছি, তন্মধ্যে একটি হ'ল- দশবার কুরআন খতম করার সমান নেকী পাওয়া যায়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মোশাররফ হোসাইন
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি জাল। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় আছে। কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পড়বে, সে যেন ১০ বার কুরআন পড়ল *(তিরমিযী, দারেমী, হাদীছটি জাল; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৬৯, মিশকাত হা/২১৪৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৫ম খণ্ড হা/২০৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ অনেকে দুই সিজদার মাঝের দো'আটি সশব্দে পড়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আবেদ আলী
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হয় এবং মুছল্লীগণ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অতএব দুই সিজদার মাঝের দো'আটি চুপে চুপে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যেসব দো'আ সশব্দে পড়ার কথা হাদীছে এসেছে সেগুলি ব্যতীত। যেমন সশব্দে 'আমীন' বলা ইত্যাদি *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ নিজ জমিতে উৎপাদিত কিংবা ক্রয়কৃত খাদ্য ও মালামাল অনির্দিষ্টকালের জন্য গুদামজাত করা যায় কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজ জমিতে উৎপাদিত কিংবা ক্রয়কৃত খাদ্য ও মালামাল যাই হৌক না কেন তা নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহনের জন্য এক বছর গুদামজাত করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৬৩ পৃঃ)*।

মালেক ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাইয়ের মাল (বিনা যুদ্ধে কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে অর্জিত মাল) থেকে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য এক বছরের খোরাক রেখে দিতেন এবং অবশিষ্ট মাল ভাল কাজে ব্যয় করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ ২৯৬৩, ২/২৩৬ পৃঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাছ গনীমতের মাল' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম শাওকানী বলেন, জনগণের ক্ষতির উদ্দেশ্যে মাল মওজুদ রাখা হারাম। সাধারণ অবস্থায় জায়েয। ইমাম সুবকীও অনুরূপ বলেন। ইবনু হাযম বলেন, স্বচ্ছলতার সময় মাল মওজুদ রাখলে সে গুনাহগার হবে না *(মুহাল্লা ৭/৫৭২, 'মওজুদদারী' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, চল্লিশ দিনের বেশী খাদ্য-শস্য মজুদ না করার হাদীছগুলি সবই জাল *(সিলসিলা যাঈফাহ হা/৮৫৭-৫৯; দ্রঃ আত-তাহরীক ৫/৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩২/২০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ কুরআনের অনেক অক্ষর ৩/৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। কিন্তু এর সঠিক সীমা না জানায় অনেকে ভুল পড়ে গোনাহগার হচ্ছে। ৩/৪ আলিফ বলতে কতটুকু সময় টেনে পড়তে হবে? এ বিষয়ে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বোয়ালকান্দী, বেতীল বাজার
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় যদি শব্দের উচ্চারণে অর্থের পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে গোনাহগার হবে না। কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটলে অবশ্যই গোনাহগার হবে। ক্বারীদের মতে এক আলিফ (মাদ্দে আছলী)-র পরিমাণ হ'ল- হাতের ১ আঙ্গুলকে দ্রুত বা আস্তে নয় বরং মধ্যম গতিতে বন্ধ বা খুলতে যে সময় লাগে ততটুকু সময়। আবার কারো মতে, মানুষের স্বাভাবিকভাবে এক শ্বাস নিতে বা ছাড়তে যে সময় লাগে তাকে এক আলিফ পরিমাণ ধরা হয় *(জামালুল কুরআন ও ক্বিরাআতুল কুরআন)*। তবে যার যতটুকু শ্বাস বা দম আছে, সে ততটুকু টেনে পড়বে এ বক্তব্য ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ কোন মুছল্লী এক সিজদা করে উঠে গেলে সে কি সিজদায়ে সহো করবে, না পুনরায় ছালাত আদায় করবে? তেমনি কোন মুছল্লী এক রাক'আতে তিনটি সিজদা করে ফেললে সিজদায়ে সহো কি যথেষ্ট হবে, না কি অন্য কোন বিধান আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হুদা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে কিংবা কমবেশী হয়ে গেলে অথবা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে সিজদায়ে সহো দেয়া আবশ্যক হয় *(শাওকানী, আস-সায়লুল জার্রার ১/২৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩)*। তাকবীরে তাহরীমা, রুকু, সিজদা ইত্যাদি ছালাতের রুকনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যদি রুকন তরক হয়ে যায়, তবে সে রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনরায় তা আদায় করে সালাম ফিরানোর পূর্বে সহো

সিজদা করতে হবে।

এক্ষণে যদি কোন মুছল্লী ছালাতের ১ম রাক'আতে এক সিজদা করে উঠে যায় এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে তা মনে হয়, তাহ'লে সেখান থেকে সিজদায় গিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করবে। তবেই ১ম রাক'আত পূর্ণ হবে। আর দ্বিতীয় রাক'আতের ক্বিরাআত শুরু করার পর মনে পড়লে ১ম রাক'আত বাতিল হবে এবং দ্বিতীয় রাক'আত ১ম রাক'আত বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনটি সিজদা করে তাহ'লে অতিরিক্ত সিজদার জন্য সিজদায়ে সহো দিতে হবে। তবে কোন মুছল্লী ছালাতের নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমা ছেড়ে দিলে তার ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে *(আল-মুক্বনে' শারহুল কাবীর, আল-ইনছাফ সহ ৪/৪৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে আল্লাহকে অনেকেই 'খোদা' নামে ডাকে। এ নামটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। সেই সাথে সূরা আ'রাফের ১৮০ নং আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সওদাগর আলী
পোষ্ট বক্স নং ০১০০২
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ ফারসী 'খোদা' শব্দটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানে ব্যবহার করা মোটেই শোভনীয় নয়, বরং তা অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত হ'লেও তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ্র সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহকে ডাকা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা আল্লাহকে ডাকা জায়েয নয় *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' ফেব্রুয়ারী ২০০২ ও ডিসেম্বর '৯৯)*।

আ'রাফ ১৮০ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহ্র রয়েছে উত্তম নাম সমূহ। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে'। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মানুষকে প্রয়োজনের সময় ঐ সকল উত্তম নামে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা যখন তাঁর উত্তম নাম সমূহ ধরে তাঁকে ডাকা হবে তখন সেটা কবুল হওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়ির লম্বা ও চওড়া থেকে উষ্কখুষ্ক দাড়ি ছাটতেন মর্মে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটির সনদ কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সেতারুর রহমান
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ লম্বা ও চওড়া থেকে উষ্কখুষ্ক দাড়ি ছাটার মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৫২৫; ঐ, সিলসিলা যাঈফা হা/২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি?

-ফিরোজ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'লঃ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও রং বিভিন্ন করা। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন' *(রূম ২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ অবৈধ সন্তান জান্নাতে যাবে কি?

-আনীসুর রহমান
চাকলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পিতা-মাতার যেনার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তাবে না। কারণ এই পাপ তার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে যা উপার্জন করেছে তা সে পাবে, তার কর্মের ফল তার উপর বর্তাবে' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'একজনের পাপের ভার অন্যজনে বহন করবে না' *(ইসরা ১৫)*। আক্বীদা ও আমল বিশুদ্ধ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে জারজ সন্তান জান্নাতী হ'তে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে 'আল জাহেলিয়াতিল উলা' বলতে কোন্ যুগকে বুঝানো হয়েছে? কোন্ তাফসীরে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে?

-ছফিউল্লাহ
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল-জাহেলিয়াতুল উলা' (পূর্বেকার মূর্খতার যুগ) বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব যুগের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী যুগকে বুঝানো হয়। সাধারণভাবে প্রাক ইসলামী যুগকে 'জাহেলী যুগ' বলে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি জাহেলী যুগে আমার পিতাকে বলতে শুনেছি' *(বুখারী, তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১১৭ পৃঃ)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই হ'ল সুন্দর কথা। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে কুরতুবীতে পাওয়া যাবে *(১৪/১৮০ পৃঃ)*। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন দরসে কুরআন 'পর্দাঃ নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ' নভেম্বর '৯৯ সংখ্যা।